অথ সারাবলি।

ভূমিকা।

সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর স্মরণপুরঃসর সর্ব্ব সাধারণ জন সমীপে গ্রন্থকার বিনয়পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছেন। এই সারাবলি গ্রন্থ প্রধানকল্পে বালকদিগকেই শিক্ষা প্রদানার্থে প্রস্তুতাকৃত হইল অতএব বিদ্যোৎসাহী অথচ বঙ্গভাষা প্রিয় কোন মহাত্মা যদ্যপি স্বীয়ানুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি গবর্ণমেণ্ট কি অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রচারকরণার্থে যত্নশীল হয়েন তবেই অস্মন্মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধা হইতে পারে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কৌরব পাণ্ডবাদির ও অন্যান্য ভূপতির রাজত্ব বিবরণ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে যেং বৃত্তান্ত আছে তাহা নীচে লিখিতেছি। মহারাজা ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য অবধি পৃথুরায় পার্য্যন্ত দিল্লীর হিন্দুসম্রাটের বিবরণ। ভারতবর্ষে আলেকজেন্দর ও অন্যান্য যবন রাজবর্গের আক্রমণ অবধি শাহ আলম বাদসাহ পার্য্যন্ত রাজত্ব বৃত্তান্ত ও ইংলণ্ডীয় মহাত্মাদের এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে সমাগমাবধি লার্ড ডেলহৌসী পার্য্যন্ত যেং গবর্ণর ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গলায় শুভাগমন করিয়াছেন তাঁহারদের রাজত্বাদির বৃত্তান্ত স্থূলরূপে লিখিত হইল, যেহেতুক বঙ্গ, ইংরাজী, পারস্য, ভাষায় ভাষিত প্রচলিত নানা পুস্তকাভ্যন্তরে যবন ম্লেচ্ছগণের রাজ্য শাসনীয় বৃত্তান্ত বিস্তারিত লেখা আছে এবং তৎ২ অবলোকনে প্রাপ্ত হওয়া যায় সুতরাং এই পুস্তকে তত্তৎ সামুদায় সম্পূর্ণ না লিখিয়া কেবল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেল। পরিশেষে জ্যোতিষ বিষয়েও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

এতদ্গ্রন্থাবলোকনে পাঠকবর্গের আহ্লাদ ও উপকার দর্শিলে গ্রন্থকার স্বীয় পরিশ্রমের সার্থকতা জ্ঞান করিবেন ইতি।

নিবেদক শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং শান্তিপুর।

নির্ঘণ্ট .... পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

সারাবলি।

অথ দ্বিতীয় খণ্ড।

ভর্ত্তৃহরির রাজত্ব বিবরণ।

গন্ধর্ব্ব সেনের ঔরসে ধাররাজ তনয়ার গর্ভে বিক্রমাদিত্যের এবং এক দাসীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরির জন্ম হয়। কিয়ৎকাল পরে উভয় দৌহিত্র কৃতবিদ্য হইলে, ধাররাজা, রাজ চিহ্নাক্রান্ত বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া মালবার রাজত্ব দিতে স্বীকৃত হইলেন, তিনি প্রবিচার্য্যপূর্ব্বক উক্ত করিলেন, মহারাজ, অগ্রজ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি সত্ত্বে রাজ্যলওয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় পরে ভর্ত্তৃহরি রাজা ও বিক্রমাদিত্য তন্মন্ত্রাত্বে নিযুক্ত হইলেন। বিক্রম সচিব দিনং ভূপতির স্ত্রৈণতা দোষে ক্ষুব্ধচিত্তে বিবিধোপদেশ দিতে লাগিলেন। মহীপাল তাহা কর্ণ কুহরে স্থান দান করিলেন না এবং প্রত্যক্ষীকৃত দোষে বিরতি না হইয়া বরং উপদেষ্টার দ্বেষ্টা হইলেন, রাজমহিষী অনঙ্গাও বিক্রমাদিত্যের সহ, নৃপতির ভেদ জ্ঞান জন্মাইলেন। বর্ণ, আকৃতি, প্রতিধ্বনি, নেত্র বক্ত্র বিকার দ্বারা বুদ্ধিমান্ লোক অন্তস্তত্ত্বদর্শী হয়েন তদ্ধেতুক মন্ত্রী প্রবর রাজার ভাব ভঙ্গি দৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করত ঢাকার দক্ষিণাংশে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করেন তাহাতে ঐ ভাগের সংজ্ঞা তন্নামানুসারে বিক্রমপুর হইল। শেষে গুর্জ্জরাটের এক মহাজন বাসে থাকিলেন। ভর্ত্তৃহরি অঙ্গনার কামকলা কৌশলে অনুরাগী হইয়া রাজকার্য্যে শৈথিল্য উন্মনা ও তাঁহার চিত্ত সতত ব্যাকুলিত হইতে লাগিল এবং মালবরাজ্যও অরাজক হইল। ভর্ত্তৃহরির স্ত্রীর ব্যভিচারিণী হোক

প্রত্যক্ষ করিয়া সাংসারিক ভাববস্তুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ও রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক বিন্ধ্যাদ্রি সম্ভবা শিপ্রা নদীতটে এক বিল মধ্যে স্তম্ভদ্বারা রক্ষিতা অরণ্যাকীর্ণা পুরীতে অজ্ঞাত বাস ও দেব প্রসাদ লব্ধ অমর ফল ভক্ষণানন্তর চিরজীবিত রহিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যকালে উক্ত [illegible] দীর্ঘে ১৩ ক্রোশ ও প্রস্থে ৯নয় ক্রোশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বিবিধ কাব্যাদি শাস্ত্র প্রচার করেন তাহা অদ্যাপি লোকে প্রচলিত আছে। শৈবযোগীর মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম ভর্তৃহরি তাঁহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় দলের সংস্থাপন কর্ত্তা বলিয়া মান্য করেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব বৃত্তান্ত।

মালোয়া রাজ্য নৃপাভাবে শ্মশান প্রায় হইল তৎকালে অগ্নিবেতাল নামা এক বেতাল তদ্রাজ্যস্থ একৈক মনুষ্যকে দিবা ভাগে সিংহাসনস্থ করিয়া রাত্রেতে ভক্ষণ করিত প্রত্যহ এই প্রকারে অনেক প্রজা ক্ষয় করিলে দেশ পর্য্যটক বিক্রমাদিত্য তৎকালে ভ্রমণশীল গুজরাট দেশস্থ বণিক সহ স্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তদ্বার্ত্তা শ্রবণান্তে উক্ত দিবসে স্বয়ং রাজসিংহাসনস্থ হইলেন এবং সন্ধ্যাবসানে সজ্জবেশে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া থাকিলেন, কিঞ্চিদ্রাত্রিগতে অগ্নিবেতাল করাল মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে ভক্ষণোদ্যত হইবা মাত্রই তিনি তাঁহাকে খণ্ড করিতে অসি উত্তোলন করিলেন বেতাল অত্যন্তভয়ে কহিল রাজন্ আমাকে নষ্ট করিও না, তুমি যথার্থ বিক্রমাদিত্য বট নচেৎ এরাজ্যে এতদ্রূপ মনুষ্য নাই যে আমাকে পরাস্ত করে। অনন্তর বেতাল আজ্ঞাকারীত্ব স্বীকার করিয়া স্বস্থানে গেল। পরেতে অমাত্য সুজন মন্ত্রিবর্গ পরমানন্দে বিক্রমাদিত্যকে তদ্দ্বিতীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভূপাল বাহুবলে উৎকল বঙ্গ কোচবেহার গুজরাট সোমনাথ অধিকার করিলেন, এই সময়ে সিদিয়ান (শক) জাতীয়েরা ভারতবর্ষীয়

পশ্চিমাংশ জয় করত সর্ব্বত্র শক্তি প্রকাশ করাতে বিক্রমা-
দিত্য তাঁহাদের রাজা। কমাউন্ পর্ব্বতীয় শকাদিত্যকে নষ্ট
করেন এবং দিল্লীশ্বর হয়েন এজন্য তাঁহার নাম শকারি হইল।
তিনি মালয়া দেশে রাজধানী স্থাপন ও দেশ সংশোধন ও
বণিকদিগের নানাবিধ বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অযোধ্যাকে উচ্ছিন্ন
প্রায় দেখিয়া পুনর্নির্ম্মাণ ও সমস্ত ভারতভূমি একচ্ছত্রাকরত
সর্ব্বস্থান শাসন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের রাজ-
পুরী উজ্জয়িনী হইল। বিক্রমাদিত্যের বৃত্তান্ত কথনের দ্বারা
ইহা উপলব্ধি হইল যে সমস্ত মালবাধিপতি চন্দ্রসেন ও ধার
রাজ উভয় এক কি না. বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে মালয়াদেশের
পশ্চিমে ধারনগর ও তন্নিকট পূর্ব্বাংশে উজ্জয়িনী বা অবন্তী
নগর। দুই স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে বিশেষতঃ চন্দ্রসেন ও
ধাররাজের কন্যাজাত রাজা বিক্রমাদিত্য. অতএব অনুমান
হয় ঐ উভয় নাম একপর্য্যায় সূচক কারণ গ্রন্থের লিখিত
মতে এমত কদাচ প্রতীত হয় না. যে উভয় বিক্রমাদিত্য ছিলেন
বিশেষতঃ আখ্যানেও কোন বিষয় দেখা যায় না তবে নামের
বিনিময় মাত্র দৃষ্ট। [illegible] হয় ধাররাজের নামই চন্দ্রসেন
ছিল। অর্থাৎ ধার দেশের পরিজ্ঞাপক মাত্র, যেমন কাশী
রাজ, মগধপতি ত্রিগর্ত্তেশ্বর ইত্যাদি। ভর্তৃহরি ও শকাদিত্য
দুই রাজাই দাসী গর্ভজাত এবং তাঁহাদের বিবরণ দ্বারা অনে-
ক বিষয় মিলে যে ইহারা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গন্ধর্ব্ব-
সেনের পুত্রও বটেন ইহাতে ভর্তৃহরির নামান্তর যদি শকা-
দিত্য হয় তবে তাহাতেও সন্দেহ বটে কারণ বিক্রমাদিত্য শকা-
দিত্যকে নষ্ট করিয়া রাজা হয়েন এবং তৎপশ্চাৎ কালমার্গে
নানাতীর্থ পর্য্যটন ও সেতুবন্ধরামেশ্বর তীর্থে গিয়া সিংহলদ্বীপ-
বাসি রক্ষোনাথ বিভীষণ সমীপে রাক্ষস বিজয় বিদ্যা প্রাপ্ত
হয়েন তাহাতেই স্বদেশীয় কৌলগণকে সর্ব্বদা দমন ও তাহা-
দের ভয় হইতে প্রজারক্ষণ করিতেন। ভর্তৃহরি যোগারণ্যে [illegible]

হইয়া অঙ্গিরাপাটনস্থ এক কুম্ভকারালয়ে [illegible] জামাতার
বিধ্যাতা হইয়া রহিলেন। অনন্তর পূর্ণ দশম মাসে মহাতেজ
স্কর দেবতুল্য সুকোমল কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে বাসুকীনাগ শালি
বাহন নামধেয় দিলেন। উক্ত অরুবান শুক্লপক্ষীয় শশি
সম দিনং বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার পঞ্চমাতি
তীত বয়ঃক্রম হইল, তখন মৃৎপিণ্ড বিনির্ম্মিত হয় হস্তী পদাতি
পরিগ্রহণ পুরঃসর স্বয়ং ভূপতির বেশে অপর শিশুগণকে
মন্ত্রীত্ব ও প্রজাত্ব কল্পনা দ্বারা নিত্যং বাল্যোৎসবাসক্ত হইলেন।
ঐ কালে সদাগর সুনুদিগকে তদ্বর্ত্মগামী দর্শন করিয়া শিশু
জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কিহেতু কুম্ভ মস্তকে পরিভ্রমণ করিতেছ
বণিকাত্মজ সমবায় আত্মবৃত্তান্ত উক্ত করিলে শালিবাহন তাহাঁ
দের পৈতৃক স্বত্ব এইরূপে বিচার করিলেন যে যাহার ঘট
তুষে পরিপূর্ণ ছিল তিনি ধান্য যবাদি শস্যাধিকারী হইবেন এবং
যাহার মৃত্তিকাপূর্ণ কুম্ভ তিনি গৃহ দ্বার প্রভৃতির ও যাঁহার অঙ্গার
পূর্ণ কলসি তিনি স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুদ্রব্যে ও যাহাঁর অস্থি পরি
পূরিত ঘড়া ছিল তিনি হস্ত্যশ্ব গো মহিষাদির অধিকারী হই
বেন। অনন্তর সহজ ভ্রাতৃগণ উক্ত সুসূক্ষ্ম বিচারণায় সন্তুষ্ট চিত্ত
হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন অতএব মনীষি নিচয় বা
লক হইতেও যুক্তিযুক্তা উক্তি গৃহীতব্য জ্ঞান করেন। উক্ত বাল
ককে তদ্দেশীয় রাজা পোষ্যপুত্র করিলেন। রাজা বিক্রমাদি
ত্য শালিবাহনের বিচার সুখশ্রুতি শ্রবণে আনন্দসাগরে ভাস
মান হইয়া বহু প্রশংসাপূর্ব্বক তাহাঁকে সমীপে আনয়ন ও অব
লোকনার্থ দূত প্রেরণ করিলেন অঙ্গিরাপাটিন মহীপাল কতা
ক্রোধিত হইয়া কহিলেন শালিবাহনকে লইয়া যাওনের প্রয়ো
জন কাহার আছে, যদ্যপি রাজার নিতান্তই সন্দর্শনেচ্ছা হইয়া
থাকে তবে স্বয়ং আসিয়া দেখা দিউন। রাজা উক্তরূপ বাক্য
নিজ কর্ণকুহরবর্ত্তী দূত মুখাৎ শ্রবণোত্তর মহাক্রুদ্ধ মনে রণসজ্জায়
অনুমতি দিলেন অনন্তর মহাক্ষৌহিণী চতুরঙ্গ দলবল সস

নিশান ও বর্ণপতাকী ঘোর নিনাদকরত দণ্ডায়মান হইল। রাজা অশ্বারোহণে সসৈন্যে অঙ্গিরাপাটনে উত্তরিলেন তৎকালেও উভয়ের নৃপতি সন্নিধিতে পত্রদূত প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে এইক্ষণে সম্মানসহ শালিবাহনকে দেহ, নতুবা অদ্য সংগ্রামে তাবৎ সংহার করিব,, পাটনরাজ দূতের দুরাশী নিতান্ত অসহ্য তা জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ সসৈন্য সমরস্থলে উপনীত হইয়া মহাবলো দ্যম করিলেন, বিক্রমাদিত্য বিপুল বিক্রমে বিপক্ষীয় বহুল সৈন্য সংহার করত সেনাপতি হত করিলেন অবশিষ্ট সেনাবল যুদ্ধোপেক্ষা পূর্ব্বক পলায়ন করিল রাজাও ত্রাসিত হইয়া বিপদ কালে শালিবাহন সন্নিধানে ঘোররণ বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন। চল পুত্র, করপুটে স্তব করত বিক্রমাদিত্যকে সান্ত্বনা করি আর সমরে প্রয়োজন নাই। তখন অজেয় শালিবাহন শৈশবাবস্থায় রণনৈপুণ্যতা প্রকাশার্থে বৈরক্তিভাবে কহিলেন হে পিতঃ আজ্ঞা দেউ অদ্য বিক্রমাদিত্যকে সংহার করিয়া পরিতাপ দূর করি, ইন্দ্র বিজয়োপযুক্ত সৈন্য রক্ষা করিতেছি সম্প্রতি কি সামান্য বিক্রমাদিত্যকে ভয় করিব। ইহা বলিয়া সত্বরে কুম্ভকার ভবনে প্রয়াণ পূর্ব্বক জনক বাসুকী নাগরাজকে স্মরণ করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্য মৃৎপুত্তলিকায় নির্ম্মাণ করিলেন। বাসুকীনাগ তাবৎ সেনার প্রাণদান দিলেন। তখন মহাবলবান্ সৈন্যগণ বাসুকীপ্রসাদাৎ দেব সেনাস্বরূপ মহাভয়ঙ্কর বেশে তূর্ণবেগে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়া বিক্রমাদিত্যের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ ও রাজাকে বাণেতে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিত করিল কেহই বিক্রমা হবে তিষ্ঠিতে পারিল না শেষে তিনি ভগ্নসেনানিক হইয়া পরাজিতত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সচিন্তায় শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। দিনমণি অস্তাচল শিখরাবলম্বী হইলে যামিনী সমুদিতা সময়ে রাজা অনুপায় দর্শনে চিন্তাকুলিত হৃদয়ে পিতৃসখা বাসুকী নাগকে স্মরণ করিলেন নাগরাজ ভূপতিরে লজ্জিত ভাবে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, অভিলষিত বর প্রার্থনা করহ পরে

দয়ালু রাজা করপুটে ভিক্ষা করিলেন রণক্ষেত্রে সৈন্যদিগের পুনর্জী-
বিতার্থে অমৃত প্রদান করিলে পরম সন্তুষ্ট হই। বাসুকীও তথা-
স্তু, উক্ত করিয়া দ্বিভাণ্ড সুধাদান করিলে রাজা মহানন্দে
সেনাগণকে জীবিতবান্ ও চক্ষুষ্মান করিলেন। ফণিরাজ বিক্র-
মাদিত্যের দাতৃতা ও পরোপকারিতা গুণগ্রাম পরীক্ষার্থে ছদ্ম
বেশে দ্বিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটাগত হইয়া কহিলে-
ন, শালিবাহনের সহ যুদ্ধে সৈন্যজীবন সঞ্চারণার্থে প্রাপ্ত সুধা
ভাণ্ডদ্বয় সংপ্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা কর। রাজা চিন্তাকু-
র হইয়া বিস্ময় সংস্কারে পীযূষদানে শত্রুবিবর্দ্ধিতা শঙ্কাতে ও
নির্ভয়ে ব্রাহ্মণকে সুধাদান করিলেন। অনন্তর বাসুকী রাজার
এই অলৌকিক উৎকৃষ্ট কর্ম্মে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানে প্রশংসা
বাদে কহিলেন ধন্যঃ মৈত্রেয় পুত্র, শিশু শালিবাহনও আমা-
র তনয় অতএব পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধে প্রয়োজনাভাব ইত্যুক্তি
করত উভয় দলের মৃতসৈন্য জীবিত ও বিক্রমাদিত্য শালিবাহ-
নউভয়ে আলিঙ্গন দানে সন্ধিনিবন্ধ করাইলেন, সৈন্যেরা বাদ্যা
বহার পূর্ব্বক জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে শিশুশালিবা-
হন বিক্রমাদিত্যের পাদাভিবন্দন পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান ক-
রিলেন। বিক্রমাদিত্য ভূপতিও সৈন্য সামন্ত লইয়া উজ্জয়িনী
নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস গ্রন্থে লি-
খিত আছে শালিবাহনের সহ বিক্রমাদিত্য বহুকাল যুদ্ধ করে-
ন শেষে এই সন্ধি হয় যে নর্ম্মদানদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের
দক্ষিণ সীমা ও শালিবাহনের রাজ্যের ঐ নর্ম্মদা উত্তর সীমা
নির্দ্দিষ্ট রহিল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে লিখিত আছে,
কলিযুগের ৩০২০ বর্ষ সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ হইয়া
ছিল ইহা অসঙ্গত বোধ হয় না কারণ যুধিষ্ঠিরের শকের শেষ
ভাগে রাজার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শকাদিত্য বা শঙ্কু নামক এক ব্যক্তি
মাতামহ কর্ত্তৃক উজ্জয়িনীর সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া স্বেচ্ছা
প্রমত্ত স্বীয়া মহিষীর আদেশে কুব্যবহার বিক্রমাদিত্য ভ্রাতা

কে রাজ্য বহিষ্কৃত করেন, কিয়দ্দিনাবসানে তাঁহার স্ত্রীর ব্য
ভিচারিণী-দোষ প্রকাশ হইলে অন্যায় কার্য্য বিবেচনা পুরঃসর
বিক্রমাদিত্যকে পুনরাহ্বান করত তাঁহার প্রতি সমস্ত রাজ্যের
ভারার্পণ করেন। যদ্যপিও তিনি তৎকালে রাজকীয় কার্য্য
নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং কবিরাও তাঁহাকে নৃপতি স্বরূপে
বর্ণনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠসত্ত্বে
কনিষ্ঠের রাজ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি ছিল না, অতএব শকাদিত্য ২৩
বর্ষ যাবৎ নাম মাত্র রাজা ছিলেন, বস্তুতস্তু বিক্রমাদিত্যের বল
বিক্রমে ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যতায় প্রজাবৃন্দ কি অন্যান্য লোক সক
লেই তাঁহাকে প্রকৃত রাজা জ্ঞান করিতেন সুতরাং তাহার নৃপ
তি আখ্যা প্রাপ্তি প্রখ্যাত হইল। বিক্রমাদিত্য রাজ্য লোভাস্
ক্রবশে জ্যেষ্ঠকে ক্রীড়া ছলে নষ্ট করিয়া স্বয়ং উজ্জয়িনীর রাজ
সিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বীয় ভুজবলে হস্তিনা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জয়ী
হইলেন পরবৎসর ৩০৪৪ শকে দিল্লীশ্বর হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ
করায়ত্ত করিলেন তৎপরাব্দে সম্বৎ গণনারম্ভ হয়। মার্সমন সা
হেব লিখেন খ্রীষ্টীয় ৫৬ বর্ষ পূর্ব্বে তাহার রাজ্যারম্ভ হইয়া
ছিল ইহাও অপ্রকৃত নহে কারণ অন্য গ্রন্থ সহ উক্তমতের ঐক্য
আছে। ভূপতিরা রাজত্বে নিযুক্ত হইলে সময় নির্দ্দেশার্থে শক
প্রচলিত করেন পরে সন্তান ও প্রজা পরম্পরায় তাহার ব্যবহার
হইয়া থাকে তৎপ্রযুক্ত ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি ঐ সম্বৎ
গণনা প্রবন্ধরূপে প্রচলিত হইতেছে, পরন্তু বিক্রমাদিত্যের
অনুসারে রাজভোগ কত বর্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়
জানা যায় না। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধি কৌশলে
[illegible] সিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে অজেয় হইয়াছিলেন তিনি
নবরত্ন সমাজ সহ সর্ব্বদা বিবিধ শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং
রক্ষোবৃন্দ মহাশয়ের সুকীর্ত্তি শ্রবণে সতত প্রহেলিকা পূরণার্থে
আগত হইয়া ভয় প্রদর্শন করাইত তদানীং রাজন্যের শঙ্কাও
ছিল সুতরাং তাহাদের প্রশ্ন পূরণে রাজা ও সভাপণ্ডিতবর্গই

নিমগ্ন ছিলেন ইহাতে বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ হ ইত। রাজা অশেষ যত্নে ও কৌশলে ভোজ রাজকন্যা ভানুম তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাকার রাজার এই পণ ছিল যে কেহ তিনবার ভোজবাজী জয়ী হইবেক তাহাকেই দুহিতা সমর্পণ করিবেন সেই কারণে দেশ বিদেশীয় সহস্র২ ভূপতনয় ভোজপুরে উপনীত হইয়া বাজীতে পরাস্ত ও লজ্জিত হয়েন অবশেষ এক ভট্টকুলজ গূঢ়চর উজ্জয়িনীর সমুজ্জ্বল রাজসভায় সমাগত হইয়া নৃপসন্নিধি সমস্ত বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি ক্ষণৈককাল মনশ্চর্চ্চাকরত সভা পাণ্ডিত গণকে জিজ্ঞাসি লেন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, কালিদাস কহিলেন আমি সমস্যা পূরণ ও একাক্ষর প্রাপ্ত হইলেও আভাসে শ্লোক পূরণ করিতে পারি, ইহা শাস্ত্র ও কবিতার উপায়াতীত। ধন্বন্তরী কহিলেন আমি দর্শন স্পর্শন প্রশ্ন বাক্যদ্বারা ব্যাধি নির্ণয় ও ঔষধি প্রদান করিতে পারি, উদ্ভট ভোজবিদ্যার কোন তথ্য জ্ঞাত নহি। বরাহ মিহিরাচার্য্য উক্ত করিলেন প্রশ্নের যে ভূত ভাবি বর্ত্তমান তাহা জ্যোতিষে নিরূপণ করিতে পারি, মিথ্যা ভোজবাজীর নিতত্ত্বতথ্য বিজ্ঞাত নহি পরে রাজা ধীরবর্গের ঈদৃশী উক্তিতে আত্ম ধিক্কারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কুলে জন্মিয়া কলঙ্ক করণ অয়ো ক্তিক বোধে কহিলেন আমি ইন্দ্রসম দানবাদিকেও শঙ্কা করি নাই, এক্ষণে কিভোজবাজীতে পরাস্তহইয়া নবীনা যৌবনী ভানু দ্যুতি হারিণী পরম রমণী গ্রহণাশক্ত হেতুক রবিরূ প্রকাশিত সুনির্ম্মল মহিমার হানি জন্মাইব এবং অকৃত কার্য্য রাজানু গামী হইলেও অযশ ঘোষণার পরিসীমা থাকিবেক না এবং কাতরতা স্বভাবে কি জন্মবিফল করিব ইত্যালোচনাকরত পরে অন্যান্য মহাত্মা প্রভৃতি সুপরামর্শ দানে পরাঙ্মুখ হইলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রতং সিদ্ধ তাল বেতালকে স্মরণ করায় তাহারা নৃপ সন্নিকটে ঝটিতি উপস্থিত হইয়া [illegible]

কণ্ডারী হওনার্থে অঙ্গীকার করিল। তৎকালে রাজা মহোৎসাহে সসৈন্যে ভোজপুরে যাত্রা করিলেন বহুদূর গতে ভোজরাজকে গমন বার্ত্তা সহপত্র লিখিলেন। পরে নৃপাত্মজ নর নারায়ণ তাঁহার আহ্বানার্থে গিয়া পথি মধ্যে এক ভয়ঙ্কর মহামায়া নদী সৃজন করত তত্তীরে মনোহর নগর বিপণি পত্তন করিলেন। বিক্রমাদিত্য তথায় উপনীত হইয়া দেখেন মহাবেগবতী নদীর বিষম স্রোতে প্রবহমান লহরী সমান্দোলিত ক্ষুদ্র তরণি দ্বারা নবীনা তরুণী মনুষ্য সমূহকে পর তীরে তরণ করিতেছে. রাজা সচিন্তায় বেতালকে কহিলেন একে ক্ষুদ্রনৌ, তাহাতে পূর্ণা যুবতী নাবী কর্ণধারিণী সুতরাং কি প্রকারেই বা পার হইব অত এব দুস্তর দুঃখই দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু অন্যাদৃশ ভাবে পার হওয়াও সুদূর পরাহত। এই সময়ে নৃপতি সরিত্তরোদ্ধরণার্থে মৎস্য গন্ধোপাখ্যান কহিলেন। পূর্ব্বে ধীবররাজ দাস রাঘবনোবাস মৎস্য ছেদন কালে তদুদর নিঃসারিত এক কন্যা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় গৃহে লালন পালন পূর্ব্বক যুবা দশায় তাহাকে পারাবারের কার্য্যে নিযুক্তা করিলেন। একদিন পরাশর মুনি নদী পার হওন কালে ঐ ধীবর তনয়াকে নক্ষোধাকা দ্বারা পাতিতা করাইয়া কামুক ভাবে আলিঙ্গন দানার্থে ঐ সরিন্মধ্যে এক দ্বীপ সৃজন করিলেন। সেই তরুণী কহিল মম গাত্রে মৎস্যের অতি দুর্গন্ধ, কি প্রকারে তোমার সঙ্গে বিলাস নিধুবন সম্পন্ন করিব। পরে মুনির কৃপায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাত্রে পদ্মগন্ধামোদিতা হইল। পরাশর নিবসে কার্য্যসিদ্ধি প্রত্যাশায় কজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া দ্বীপাভ্যন্তর নিঃশঙ্ক মানসে [illegible] রতিক্রীড়া করিলে সেই অমোঘবীর্য্যে মহামুনি ব্যাস (৩) জন্মিল এবং দ্বীপে জন্ম হেতুক তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল।

---

(৩) ব্যাসদেবের পুত্র ভাগবত পরায়ণ শুকদেব ভাগবতো [illegible] এবং পারাশর মুনি প্রণয়তঃ কজ্ঝটিকা সৃষ্টি [illegible] প্রকাশ হইতেছে।

ভিলাস সমাপ্তি সময়ে ভোজদেব পুত্র নারায়ণ সমীপাগত হ
ইয়া রাজাকে আলিঙ্গন দান করিলেন বিক্রমাদিত্য বেতালের
আদেশে স্রোতস্বতী ভাবে উপানন্দারণপূর্ব্বক সম্বন্ধে পদব্রজে
পার হইলেন তখন সে নদী নগর বাজার তিরোহিত হইল।
নারায়ণ আত্ম পরাজিতত্ব বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলে তিনি
নিজ পুত্র নরকে দ্বিতীয় বাজার সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন।
বিজ্ঞ নর ধূলা পড়ি চতুর্দ্দিকে বিকীরণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ
করিলেন "লাগ২ ভেল্কী কামাখ্যার বর। নয়নে লাগিবে ধাঁদা
নরাদি কিন্নর।। ইত্যাদি বাক্যে বাদ্যোদ্যমকরত উশীর কাননে
রম্য রত্নময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ পুরঃসর সুশোভিত কনক কলস
শ্রেণী স্থাপন ও স্ফাটিক মণি স্তম্ভ মধ্যে মুক্তাহার দোদুল্য
মান প্রবাল দ্বার শোভিত হইলে তৎ সমীপে মনোরম সরো
বর নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরময় ঘাট বন্ধ বন্ধন ও নবীন
নীরদ বিজিত বিমল গভীর সলিলে শুভ্র শোভিত নীল কুমুদ
কোকনদ বিকচোজ্জ্বল অরবিন্দ ইন্দীবর প্রভৃতির সুশোভিত হই
তে লাগিল। লক্ষ২ বিবিধ জলচর পক্ষী সমূহ ও জলদ ক্রোড়ে
শোভমান বলাকা সদৃশ যূথ২ রাজহংস জলকেলি করত পরি
দৃশ্যমান হইতে লাগিল। বিকসিত পদ্মোপরে ধূসর খঞ্জন
ও মকরন্দে মধুকরগণও ঝঙ্কার শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া উৎপা
তত হইল। সরস্তত্তটে পীচ জম্ব কদম্ব স্তবক২ শাল তাল
তমাল বৃক্ষাবলি ও কুন্দ বক শতদল সেফালিকা করবীরাদি
বিবিধ কুসুম শোভিত উদ্যান পুষ্প সৌগন্ধে ও কোকিলের কল
রবে এবং ডাহুক ডাহুকীর ডাকে সদা মন্মথ জাগৃত হইল ও
চন্দ্র পুচ্ছ প্রসারণ করত বিচিত্র মত্ত শিখীকুল নৃত্য করিতে লা
গিল। ইত্যাদি দারুণ নরের মায়ায় দেবাদিও মুগ্ধ হয়েন সেই
নরকর ভোজবাজী সন্দর্শনে রাজার বিচিকিৎসা জন্মান কোন্
আশ্চর্য্য। মহীপাল বেতালকে কহিলেন ; অনুমান হয় যেন
পুরন্দর দেব নির্ম্মিত নন্দন কানন বিজিতোদ্যান শোভিত এই

তেছে এবং পুরন্দরালয় সদৃশ [illegible] বৃক্ষের পারিপাট্যতা ও অগম্যগুলস্থ জল মনোলোভা শোভার বৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হইলাম। বেতাল কহিল মহারাজ বৃথা কহকে বিকার্য্যমান ভাবে বদ্ধ হইয়া সমস্তই অনবগত হইলেন এই বেণু বিপিন বিণ্মূত্র ত্যাগের উচিত স্থান অতএব সত্বরে রত্নসদনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করুন রাজা তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রস্রাব করিবা মাত্রেই চক্ষুর্নিমেষে ভোজবাজী অন্তর্হিত হইল। তখন কোথায় বা সে পুষ্পোদ্যান ও রম্য সরোবর রহিল। দ্বিতীয় বাজী জয়ী হইয়া ভূপাল মহা বিনোদিত হইলেন। অনন্তর ভোজ ভূপতি বিবাহার্থে আহ্বান পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনস্থ করাইয়া তৃতীয় বাজীর উদ্যোগ করিলেন। তৎকালে ভানূদয়বত্তালিনতার সমুজ্জ্বল রূপ লাবণ্য কিরণে ধ্বান্তান্ধকার বিধ্বংসন হেতুক নৃপতি নিতান্ত ব্যাকুলিত হইলেন এই সময়ে স্বয়ং ভোজদেব লাগং ইত্যুক্ত্বা বার ত্রয়াঙ্গুলি ধ্বনিকরত একশত যৌবত ভানুমতী সদৃশা রূপবতী ক্ষীণমধ্যা কৃশোদরা তুঙ্গস্তনী সৌগন্ধ পুষ্পদাম শোভিতা কবরীযুতা মায়াস্তাবিনী সৃষ্টি করিলেন তাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও অঙ্গ বৈলক্ষণ্যাভাব একাবয়ব দর্শনান্তর বিক্রমাদিত্য সবিস্ময়ে তাল বেতালকে কহিলেন ইহার কি কর্ত্তব্য, তাঁহারা রাজাকে সংকেত দানপূর্ব্বক ভ্রমর রূপে যথার্থ ভানুমতীর মুখপদ্মে ভ্রমণ করিলে সেই অভিন্ন সিতা [illegible]কামিনী [illegible] রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ করাতে মায়াবী যুবতীগণ অদর্শন হইল। এতাবতা তিন বাজী জয়ী হইয়া ভানুমতীকে বিবাহ করিলেন উদ্বাহোদ্যাপনান্তে ভোজ নৃপতি কন্যার প্রার্থনানুসারে (ওকার) রূপ্য শীর্ষোক্ষীবিধা [illegible] দিয়া নানা যৌতুক প্রদানপুরঃসর বর কন্যা বিদায় করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সানন্দে উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন॥ এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্য পার্শ্ব মধ্যে ভানুমতীকে সহাস্যে কহিলেন

এই কদর্য্যাকৃতি কুজার জন্য কেন এত উপরোধ করা হইতেছে [illegible]
ইত্যুক্তি শ্রবণে বৈরক্তি হইয়া সম্মুখস্থ কণ্টকাকীর্ণ উলুবনে [illegible]
শপূর্ব্বক মায়া প্রকাশে দিব্য সরোবর ও মনোরম [illegible]
ও তত্তীরে স্ফাটিক মন্দিরে শিব স্থাপন করিলেন। [illegible]
দূরবীক্ষণ করিয়া রথাবতরণপূর্ব্বক তন্দ্রী ত্যাগ করত পদব্রজে
গিয়া সেই তড়াগোদর সংস্থিত প্রফুল্লিত নানাবিধ শ্বেত লোহি
তারবিন্দ বৃন্দ নব দল নীল নলিনীযুক্ত সুষমা শোভা সন্দর্শনে
তাহাঁর দ্বাদশদল সমন্বিত স্বান্ত পদ্মোল্লাসিত হইতে লাগিল
এবং সিকতা শোভিত সরসিতটস্থ অটব্যন্তরাল হইতে অলিকুল
বর্গ পুনঃ নিস্বানকরত গগণ সরণিসকায়ে পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ পঙক্তিত
হইয়া পদ্ম মকরন্দ পানানন্দে মগ্ন হইতে লাগিল এবং যেরূপ
শরত্তর প্রভাকর করে পৃথিবী শুষ্কতরা হয় তখন তিনিও প্র য়
রূপে রাজী রাজীব পক্ষে সমুদিত হইলেন কারণ। পদস্থিতস্য
পদ্মস্য সখা বরুণ ভাস্করৌ। পদচ্যুতস্য পদ্মস্য ক্লেদ ক্লেশ
করাবুভৌ॥ অর্থাৎ স্থান স্থিতি পদ্ম সম্বন্ধে সখা ভাবে সূর্য্য
বিকাশমান হয়েন এবং বরুণও বন্ধুভাবে স্বীয় সলিলে রক্ষা
করেন, কিন্তু সেই সারস অপদস্থ হইলে উক্তোভয় মিত্র দ্বারাই
ক্লেদযুক্ত ও ক্লেশকর হয়েন অতএব অতিপ্রিয়জনও সময়বিশেষে
প্রয়োজনার্হ হয় না। সেই সরসী তীরে দেখিলেন কঙ্ক সারস
বক টা কোক কাদম্ব প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গম বারিচরতঃ কৌতুকে
কলধ্বনি করিতেছে এবং তীর স্থিত বল্লী বেষ্টিত অভিনব পূর্ণ
শস্যসঙ্কুল সুমন সংযুক্ত শ্যামল বর্ণে সুশোভিত শাখী শিখর
উৎসেবিত মত্তসকল সমূহের সুমধুর বাণিত স্বর তাঁহার কর্ণকুহ
রে রমণীয় রূপে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল তখন [illegible]
বায় সমবেত হইয়া [illegible] ও [illegible] সৌরভে [illegible]
হওত চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এবং সুশীতল [illegible]
যুক্ত প্রবহমান জলমনোহারি প্রভঞ্জনের মন্দ২ হিল্লোল [illegible]
রাজা [illegible] তদা বিকর্ত্তন কিরণ [illegible]

এক দিন রাজা নবরত্ন পণ্ডিত সহিত সভায় সিংহাসনে বিরাজ
মান হইয়া বেদ বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় দর্শন পুরাণ আগমাদি
শাস্ত্রালোচনা ও তর্কবিতর্ক মীমাংসা সম্পন্ন করিতেছেন ইত্যব
কাশে কুব্জা বুড়ী দ্বয় তথায় উপনীত হইল, কবি কালিদাস পরি
হাস ছলে শ্লোক দ্বারা কুব্জার রূপ বর্ণনা করত তদধ্যয়ন সময়ে
সভাসদ সমস্ত ব্যক্তিই হাস্যরসে মগ্ন হইলেন। কুব্জা লজ্জিতা
হইয়া পর দিন প্রভাতে ভোজমায়া বিস্তার পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দেব
মূর্ত্তিপ্রায় নারী ও মাণবক যুবক বেশধারণ করত রণবিশারদ বজ্র
সম কায় শোভিত ভয়ঙ্কর গদাচক্র ও তূণ ধনু পরিগ্রহ পুরঃ
সর উচ্চৈঃশ্রবা বিজিত কুলী অশ্বারোহণে সভা বিদ্যমানে বীরা
প্রিয়া সহ বিক্রমাদিত্যের যশ গান করত কহিলেন, মহারাজ
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ধর্ম্মময় বিশ্বাসভূমি দেখিয়া তবসন্নিধানে
এই ভুবনমোহিনী কামিনী সমর্পণ করিলাম, যাবৎ শচীপতি সহ
রণাৎ প্রত্যাগত না হই তাবৎ কাল বিশেষ যত্নে ইহাকে সংর
ক্ষণ করিবা এবং বিশ্বাসঘাতিকা ব্যবহারে এই যুবতীর প্রতি
অত্যাচার করিলে মহাপাতকী হইবা। ক্ষৌণীপতি পরগর্ভা
জননী সম জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর
রণধীর ছদ্মবেশী বীর পুরুষ শেল শূল মুদ্গরাদি বিবিধাস্ত্র
সমভিব্যাহারে কঠিন কোদণ্ডে গুণযুক্ত করিয়া স্বর্গমার্গে অন্তরী
ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া প্রলয় কালে মেঘ নিস্বনবৎ জ্যাশব্দে গগন
ভেদ করিতে লাগিলেন। সভাজন অন্তরীক্ষবাসিগণ সহিত বিস্মিত
হইলেন তখন কেবল অশ্ব গজ রথাস্ফালন ধ্বনিত হইল, নিনাদ
ও ঘনং হুহুঙ্কার সিংহনাদ মহাকোলাহল চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত ও ছিন্ন
মুণ্ড পাণি পাদাদি অনবরত পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল
গতে প্রাগুক্ত হয়ারোহীর মুণ্ড পদ ভূমি পতিত হইলে তাঁহার
মৃত্যুজ্ঞানে সভাজন গণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এমত সম
য়ে অন্তঃপুর হইতে রোরুদ্যমানা রমণী উন্মত্তা বেশে আসিয়া
তৎ পতির ছিন্নশির দর্শন পূর্ব্বক কপাল কুন্তলকে করকঙ্কণাঘাতে পুনঃ

সর শোকাবিষ্টা হইয়া রাজাকে কহিলেন মদীয় উপকারার্থে চিতা সজ্জা করিয়া দেহ। পরে চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রজ্বলিত হইলে ঘোমটা ও দেহ সহ অগ্নিতে ভস্মীভূতা হইলেন। পরে যুদ্ধকর্তা সমরজয়ী হইয়া বিক্রমাদিত্য ভবনে উপাগত হইলে সব রাজগণ চমৎকৃত ও তাঁহার রক্তাক্ত বাণবিদ্ধ বসন্তাশোক তরুর ন্যায় শরীর সন্দর্শনে সকলেই জ্ঞানহত হইলেন এবং মুক্তাদাম শ্রেণীবৎ রণশ্রম ঘর্ম্ম অপ্রমিত বিগলিত বীরবরের গলদেশে পুষ্প পারিজাতমাল্য দোলায়মান শোভা বিলোকনে রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন হে নরশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ কেমন বার্ত্তা ব্যক্তীকৃত হইলে সন্তুষ্ট হই। সাংযুগীন পুরুষ উক্ত করিলেন রাজন্ ইন্দ্রজয়ী হইয়া তোমার নিকটে শীঘ্র আসিয়াছি সম্প্রতি মম প্রাণাধিকা ভার্য্যা স্বরায় সমর্পণ কর, রাজা কহিলেন তোমার বরকামিনী তোমারই ছিন্ন মস্তক পতিত দর্শনে সুদুঃসহ শোকযুক্তা হইয়াছেন, তখন হয়ারোহী হাস্যাস্যে কহিলেন একি ঘোরবাক্য মহারাজ পৃথ্বীপতি ও ধর্ম্মাবতার হইয়া পর বনিতার মায়ায় মগ্ন ও পরদারেরত এবং বিশ্বাস স্থানকে উচ্ছিন্ন করা কখন ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার নহে, হা মম সর্ব্বস্ব প্রাণোপমা সীমন্তিনী হতা হইয়া কি প্রকারে ইবা দেশে যাইব। কালিদাস নৃপ ভর্ৎসনবাণী শ্রবণোত্তর কহিলেন। যথার্থ তোমার জায়া জ্বলিত হুতাশনে কায়া ত্যক্তা হইয়াছেন। ঘোটকারূঢ় উক্ত করিলেন মৃতা ললনার কঙ্কণপ্রভৃতি ভূষণ প্রাপ্ত হইলে সত্য প্রত্যয় হয় এবং তৎপ্রতি পুনরুক্তি করিলেন হে, পণ্ডিতবর দেখিতেছি তাহার রত্নহার হরণপূর্ব্বক তুমি আত্ম কটিদেশে গুপ্ত রাখিয়াছ অতএব দ্বিজবংশজ হইয়া স্বর্ণস্তেয় পাপে নরকগামী হইবা জানিয়াও কেন কুকৃত ক্রিয়া সম্পাদন করিলা। কালিদাস সবিস্ময়ে কহিলেন যোদ্ধাপতি হইয়া অনৃত বাক্য কেন কহ, আমি কদাচ হার লই নাই, পরে শ্রোণিস্থ বসনোত্তোলন পূর্ব্বক দেখেন সত্যই লোহিত রত্নহার রহিয়াছে। তখন তিনি সভা বিদ্যমানে এই

সমূহ লজ্জাকর কর্ম্মে নিস্তব্ধ প্রায় ভূষ্টাংভূত রহিলেন । যোদ্ধা বীর তাঁহার কক্ষমতী হইতে রত্নহার গ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন মম পত্নী তোমার শুদ্ধান্ত মধ্যে অবশ্যই আছে এখনও তাহাকে আনিয়া দেহ। ভূপতি কহিলেন যদি তোমার প্রিয়সী মমাবরোধে থাকেন তবে তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক গ্রহণ কর। যোদ্ধাপতি ঈষদ্ধাস্যে উচ্চৈঃস্বরে সুন্দরীং ইত্যুক্ত শব্দ করাতে সেই স্মেরাননী বামলোচনা অবিলম্বে স্বপতির বামপার্শ্বে উপনীতা হইলে ভূপতি সভ্যগণ সাহিত্যে লজ্জিত অন্তঃকরণে অধোমুখে কটাক্ষ ভঙ্গিক্রমে কুব্জা কুব্জী নামীদ্বয়কেই প্রত্যক্ষতঃ দেখিলেন। এই অসম্ভব অশ্রুতচর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া উক্তোভয় দাসীকে বহুরত্ন হারাদি পারিতোষিক প্রদান করিলেন, ইন্দ্রজাও সমাপ্ত হইল অতএব অতি বুদ্ধিমান্ বিবেচক হইয়াও রাজা লোকতুহকে বারম্বার পতিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে ধর্ম্মতৎপর বহ্বার্থিক প্রবন্ধ যশো গুণে পরিপূর্ণ এবং কর্ণসম দাতা বিক্রমাদিত্য সমস্ত ক্ষিতি শাসন করিয়া আত্ম পরমায়ুর শেষ জ্ঞানে তাল বেতালকে কহিলেন সপ্তস্বর্গ ও অমরগণ সন্দর্শনার্থে স্পৃহা হইয়াছে, তোমরা আমার মনোভিলাষ সম্পন্ন কর। তাহারা কহিল, দেব এ কোন্ বিচিত্র কার্য্য, কুম্ভক বায়ু সাহচর্য্য দৃঢ়মনঃসংযোগে চক্ষু মুদ্রিত করত যোগবলে ঊর্দ্ধে গমন করুন, কিন্তু নয়নোন্মীলন করিলেই নাকপন্থাচ্যুত হইবেন। তখন তথাবিধ কার্য্য করিয়া নৃপবর দৈবদুর্যোগে ত্রিদিবপুর পরিসীমা জ্ঞাপনার্থে ঊর্দ্ধে নবযোজন পথোত্তীর্ণ হইয়া তাল বেতালকে কহিলেন আর কত দূর পথ আছে, তাহারা রাজার চক্ষুঃ প্রকাশ ও ভীত এবং কম্পিত কায় দৃষ্টি করিয়া শূন্য হইতে নিক্ষেপ করাতে কোন্ স্থানে পতিত ও জীবন ত্যক্ত হইলেন তাহার নিশ্চয় হইল না। পুরাণে পূর্ব্বকালের রাজাদিগের বিমানে গমনাগমন বর্ণন

[illegible]আছে, সে কথার সত্যতা বিষয়ে এইক্ষণকার লোকেরা অবিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু সে প্রস্তাব নিতান্ত অলীক না হইবেক, কারণ বৈদ্যক শাস্ত্রে পারার শক্তি এমত লিখেন যে তদ্দারা মনুষ্যগণ ব্যোম পথে গমন করিতে পারে এবং তন্ত্রেও গুটিকা সিদ্ধির কথা আছে ইং ১৭৬৩ সালাবধি মেং কেবেণ্ডিস্ প্রভৃতি [illegible] দেশীয়েরা দাহ্যিক বা উদজান বায়ু দ্বারা বেলুন যন্ত্রে আকাশবিহার করিয়াছেন, এইক্ষণেও আকাশ গমনের বিষয়ে ইউরোপীয়েরা অনেক সদুপায় ও কৌশল করিতেছেন, অতএব বোধ হয় পারা দ্বারা কি অন্য বস্তুর যোগে কোন যন্ত্রবিশেষ ঘটিত যান প্রকাশ ছিল, অধুনা সে বিদ্যা লোপ হইয়াছে। প্রাগুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔরসে ও তাঁহার গুণবতী মহিষী ভানুমতীর গর্ভে বিক্রম সেন জন্মিয়া শৈশবকালে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহারও রাজ্যপালন গুণে ও প্রজাবাৎসল্যে সাধারণ লোকেই ধন্যবাদার্থে রসনা বিনিয়োগ করিয়াছিল, তিনি বিবিধ বিদ্যার্ণবে মগ্ন হইয়া শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিতেন তাহা বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। রাজা বিক্রমসেনের অতি শৈশবকালে রাজ্যগ্রহণাধীন ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে যে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যভোগ প্রায় যুধিষ্ঠিরের শকের মধ্যেই হইয়াছিল সুতরাং অনুমানতঃ কহা যায় পুনরাভিষেক সং ৮৭৯ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য ছিল। শক জাতীয়দিগের উৎপাত শান্তিকালে ও বিক্রমাদিত্যের সমুজ্জ্বল রাজ্য শাসনকালের প্রতিষ্ঠান (অধুনা পাটনে) শালিবাহনের জন্ম হয়, তিনি ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া প্রয়াগের পূর্ব্ব সীমাবধি শোণনদ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে প্রবল হন ও রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই নর্ম্মদার দক্ষিণোত্তর তীর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন এবং রাজার পরলোকপ্রাপ্ত হইলে শালিবাহন অনায়াসে মালোয়ার সিংহাসনারূঢ় হইতে পারিতেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে

অত্যন্ত ধার্ম্মিক জানিয়া অমাত্যবর্গের অগ্রণী মহামাত্য বিক্রম
সেনকে সিংহাসনস্থ করিলেন, তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত ব্যব
হার প্রচার করত উক্ত রাজার প্রতি কোন অত্যাচার কিম্বা উপ
দ্রব ব্যাঘাত করেন নাই, পরে তাঁহার উত্তরাধিকারির। সম্বৎ ১৩৫
বর্ষ গত হইলে ইংরাজী ৭৮ সালে শালীবাহনের শকাব্দা প্রবৃ
ত্ত করেন। ইংরাজী ৩৭ সালে বিক্রম সেনের রাজত্বের শেষাব
স্থায় সমুদ্রপাল নামক এক যোগী ধূর্ত্ততা দ্বারা মহারাজাকে নষ্ট
করিয়া স্বয়ং দিল্লীশ্বর হয়েন। তৎকালাবধি প্রচণ্ড সূর্য্য প্রদীপ্ত
এবং সমুজ্জ্বল দিল্লীর সিংহাসন অন্ধকারাচ্ছাদিত ও অপমানিত অ
গণ্য হইয়া অমঙ্গলশীল রাজানুগত হইল, এবং বিক্রমাদিত্য
ও বিক্রম সেনের সাম্রাজ্য ৯৩ বর্ষ সম্বৎ গত হয়। অনন্তর তি
ক্ষোপজীবি সমুদ্র পাল মন্দ বিদ্যা প্রভাবে ও নিজ গুণের পা
রাক্রমে পাত্রমিত্র রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি কি অন্যান্য সমুদয় ব্য
ক্তিকে বশীভূত ও শিষ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহাতে পারমার্থিকী
সত্ত্বা কিছুমাত্রেই ছিল না। তিনি কিমিয়া বিদ্যা উত্তমরূপ জা
নিতেন। ঐ সমুদ্রপালাবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ষোড়শ জনের
৬৪১ বৎ ৩ মাস রাজ্যাধিকার ছিল, এই সময়ে অন্যং প্রদেশীয়
ভূপবর্গের স্বতঃ প্রাধান্য পরস্পর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উক্ত
পালবংশীয় নৃপতিদিগের রাজ্যকালে ৫৪২ সম্বতে ও ইংরাজী
৪৮৫ সালে ভোজদেব মালোয়ার রাজা হয়েন তাঁহা হইতে বত্রি
শ সিংহাসনের কথা প্রচার হয়। সমুদ্রপালের রাজ্যাবধি সন্ন্যা
সিদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল, এবং তাঁহারা প্রায়
সপ্ত শত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, সেই স্পর্দ্ধা প্রযুক্ত ভারত
বর্ষের নানা স্থানে উপদ্রবী হয়েন। রাজস্থানেতিহাসের ১: খা
মেং টড্ সাহেব শৈব বৈষ্ণব সন্ন্যাসিদের বিশেষ বিবরণ
করিয়াছেন। সন্ন্যাসিরা বিবাহ করেন না, কিন্তু ধর্ম্মাধিকার
প্রভৃতি বিষয় ব্যাপারে অনেকেই প্রবৃত্ত হয়েন। মেওয়ারস্থ এক
লিঙ্গ শৈব গোস্বামিরা বাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁহা

...র অধীনে অনেক কণকট যোগিরা শত শত সংখ্যায় একত্র হইয়া যুদ্ধেতেও প্রবৃত্ত হয়েন। গোরক্ষপুরে কর্ণছিদ্র শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এক বৃহচ্ছিব মন্দির ছিল, হিন্দুদ্বেষী আলা উদ্দীন বাদশাহ তাহা ধ্বংস করিয়া মসীদ করেন। পরে গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়িরা ঐক্য পূর্ব্বক তন্নিকট স্থানে পুনর্ম্মন্দির নির্ম্মাণ করাতেও দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব মসজীদ করিলেন। কুম্ভক সিদ্ধি পূর্ব্বক অনেক যোগিরা আসনোত্থান করিতে পারিতেন, তাহা ইংরাজ ও হিন্দু অনেকেই মান্দ্রাজস্থ শিশাল নামক একজন দক্ষিণদেশীয় যোগিকে ঐরূপ আসনোত্থাপন করিতে দেখিয়াছেন। পঞ্জাবেও এক যোগী দৃষ্ট হইয়াছে তিনি যথেচ্ছাকাল মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন জেনরল বেঞ্চুরা কর্ণালিস, কাপ্তেন ওয়েড্ সাহেব তাহা বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক যথার্থই দৃষ্টি করিয়াছেন, অঘোরপন্থিরা পূর্ব্বকালে নিয়মক্রমে শিব শক্তির অর্চ্চনা করিত। এক্ষণে তাহারা কেবল ভিক্ষা জন্য নানাবিধ কদর্য্য ব্যবহার ও পর্য্যটন করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সমজ্ঞানী জ্ঞাপনার্থ গূথ মূত্র প্রভৃতি অঙ্গে লেপন ও গৃহস্থকে ভয়প্রদর্শন জন্য স্বীয়২ অঙ্গাঘাত রক্তপাত করে। অন্য একদল শৈবের নাম নাগা তাহারা সহস্রে২ দলবদ্ধ ও অস্ত্রধারী হইয়া লোককে অস্থির করিত এক্ষণে রাজশাসন দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছে। পারসিক গ্রন্থ দাবিস্তানের ২ ভাগ ৮।১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে হিজরির ১০৫০ বর্ষে হরিদ্বারে বৈরাগীদের সহ নাগারা উৎকট সংগ্রাম করাতে তাহারা ভুরিসংখ্যক হত হয় শেষে মুণ্ডিয়া তুলসী মালা ত্যাগ ও কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে। জুলালী মদারি নামক মোছলমান দুই সম্প্রদায়ের সহিত নাগা সন্ন্যাসিরা যুদ্ধ করিয়া সপ্ত শত যবন হত করে এবং তৎপূর্ব্বদিগকে শৈবধর্ম্ম দীক্ষা দেয়। ইং ১৭৯৬ সালে হরিদ্বারে স্নানযোগে শিক, সন্ন্যাসী, বৈরাগীর এক তুমুল যুদ্ধ হয় তাহাতে অশ্বারোহী শিকেরা সকলকে পরাস্ত ও বহু ব্যক্তিকে হত এবং

বন পর্ব্বতে তাড়না করিয়াছিল ঐ প্রতাপী শিককরা ইংরাজ গবর্ণর জেনেরল হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইয়াছে। বহরচ দেশীয় রাজা তিলকচন্দ্র কর দিতে ত্রুটি করাতে মহারাজ বিক্রমপাল রাগান্ধ হইয়া তৎসহ ঘোরতর সংগ্রামে হত হয়েন। রণজয়ী তিলকচন্দ্র দিল্লীর সিংহাসনারোহী হই লেন। উক্ত তিলকচন্দ্রাবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ জনেতে ১৪০ বর্ষ ৪ মাস রাজত্ব করেন। প্রেমদেবী মহা রাজ্ঞীর সাম্রাজ্য সহৎসরাতীত হইলে রাজমন্ত্রীগণ পরামর্শ পূর্ব্বক অতি প্রাজ্ঞ ও ধার্ম্মিক হরিপ্রেম বৈরাগীকে দিল্লীর সিং হাসনস্থ করাইলেন, যাবৎ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহাত্মারা তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। ঐ হরিপ্রেমাবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ জন বৈরা গী ৪৫ বর্ষ ৩ মাস রাজ্যভোগ করেন। উক্ত মহাপ্রেম নৃপতি রাজ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া বন প্রস্থান করাতে রাজ সিংহাসন শূন্য রহিল, তৎসংবাদ শ্রবণে ৯২২ সম্বতে বাঙ্গাল্য ধীসেন দিল্লী নগর্য্যাক্রমণ করিলে তত্রস্থ মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে ভূপোপযুক্ত ভাজন সম্মানে নৃপ শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া তদাজ্ঞানুসারে স্ব২ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ ধীসেনকে আদিশূর বংশজ বৈদ্যজাতি কহেন এবং যখন আদিশূর বঙ্গদেশে রাজা ছিলেন, তৎকালে যাগ বিদ ব্রাহ্মণাভাব হয় কারণ গৌতমবংশীয় পাল উপাধি রাজা দিগের রাজ্যকালে প্রায় বেদ লোপ পাইয়াছিল এজন্য তিনি কাণ্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইলেন। নাম ভট্টনারা য়ণ, দক্ষ, বেদগর্ব্ব, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, ইঁহারা ক্রমশঃ শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, সাবর্ণ্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ গোত্রে প্রখ্যাত এবং তৎসঙ্গে ক্রমশঃ মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, দশরথ গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত, কালিদাস মিত্র এই পঞ্চ কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিল।

ধীসেন পুত্র বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ গোত্রজ দ্বিজগণের ষট্পঞ্চাশৎ সন্তানদিগকে ইংরেজী ৮৮৪ সালে ৫৬ গ্রাম ব্রহ্মত্র

বুদ্ধি সেন। রাজা বল্লাল সেন বিক্রমপুরে জন্মেন এবং দিল্লী রাজত্ব পাইয়া দেশীয় সুব্যবস্থা ও সুবিচার বিষয়ে সর্বদা র ছিলেন। তাঁহার সমুদায় মধ্যে রাঢ়, গৌড়, প্রভৃতি প্রদেশে ও দিল্লীতে রাজধানী হইল। আচার বিনয়াদি নবগুণ বিশিষ্ট ও সর্বমতে ধর্ম প্রপালক দ্বিজগণকে কুলীন করিলেন। উক্ত রাজার ব্যভিচার দোষে বিরক্ত হইয়া তস্য পুত্র লক্ষ্মণ সেন (গৌড়ে) মালদহে স্বতন্ত্র এক রাজ্য স্থাপন করেন, কিঞ্চিৎকাল পরে বল্লালের মৃত্যু হইলে দিল্লীর রাজা হইয়া তৎপিতৃ সংস্থাপিত কুলীনদিগকে সমীকরণ অর্থাৎ পরস্পর স্বগোত্রীয় দ্বিজেরা যত্ন পুরুষ হয়েন তন্মধ্যে ভিন্ন২ গোত্রীয় ভদ্রপুরুষ সহ ব্রাহ্মণ্যাচারাদির ন্যূনাতিরেক বিবেচনা মতে মিলন পূর্বক পৃথক করিলেন। উক্ত সেন বংশের শেষ রাজা শ্রীযুক্ত দামোদর সেন বড়ই বিটপ হইয়া প্রজা ও ভৃত্যগণের কামিনীয় স্ত্রী

বৈদ্য বংশীয় রাজত্ব	বর্ষ	মাস
মহারাজ আদিসেন	১৮	৫
তৎপুত্র বল্লাল সেন	১২	৮
" লক্ষ্মণ সেন	১০	৫
তদ্ভ্রাতা কেশব সেন	১৫	৮
তৎপুত্র মাধব সেন	১১	৪
তৎপুত্র শূর সেন	৮	২
তৎপুত্র ভীম সেন	৫	২
তৎপুত্র কার্তিক সেন	৪	৯
তৎপুত্র হরি সেন	১২	৪
তৎপুত্র শত্রুঘ্ন সেন	৮	১০
তৎপুত্র নারায়ণ সেন	২	৩
তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন	২৫	১১
তৎপুত্র দামোদর সেন	১১	৩
[illegible] জনে	১৪৬	৬

সকলকে বলাৎকার ও হরণ করাতে মন্ত্রিবর্গ ঐকবাক্যে দিল্লীর ৩৫ ক্রোশান্তর সেওয়ালোবানওয়ালাখ পর্বতীয় রাজা দীপ সিংহকে গোপনে আহ্বান করিলেন। দামোদর তৎসহ যুদ্ধে হত হওয়াতে তিনি দিল্লীর রাজা হইলেন, উক্ত দীপ সিংহাবধি জীবন সিংহ পর্যন্ত চোহান রাজপুত ৬ জনে ১৫১ বর্ষ রাজ্য করেন। জীবন সিংহ সর্বদা দারা সঙ্গে নিমগ্ন হেতুক রাজ্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। তৎকালে দিল্লীর

ভূপাধাম পৃথু রাজ্য মধ্যে রাজধানী আক্রমণ পূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করিলেন, ভাগিনেয়ের ঐ অন্যায় ব্যাপার শ্রবণে মহারাজ বন প্রস্থান করিলেন। প্রাঠ দেশীয় পৃথু ১৪ বর্ষ ৭ মাস রাজ্যভোগ করেন।

এইরূপে সুবিখ্যাত যযাতি রাজার পুত্র পুরু বংশীয় যুধিষ্ঠির অবধি পৃথু রায় পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানাজাতীয় হিন্দু ভূপালেরা ৪২৬৭ বর্ষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তদনন্তর ১২২৩ সম্বতে অতি দুর্দ্ধর্ষ যবনেরা হিন্দুরাজ্যাধিকার করিলেন। মেং মার্শমান সাহেব লিখেন দিল্লীর শূন্য সিংহাসনাধিকারী তুয়ার বংশীয় শেষ রাজার মাতামহ অনঙ্গ পালের দুই কন্যা ছিল তন্মধ্যে আজমীরের চৌহান জাতীয় সোমেশ্বর ও কান্যকুব্জের রাঠুর বংশীয় রাজার সহ বিবাহ হয়। উক্ত সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বী ছিলেন। তাঁহার মাতামহ নরসিংহ, তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করেন পরে অষ্টম বর্ষ বয়স্ক কালে রাজা হয়েন। রাঠোর বংশীয় শেষ রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীকে হরণ পূর্ব্বক বিবাহ করাতে পৃথুর সহ তাঁহার অত্যন্ত বৈরিতারম্ভ হয়। রাজা পৃথুরায় ঐ অনঙ্গমঞ্জরীর নিরুপম রূপে অনঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় অন্তঃপুরেই থাকিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে মনুষ্য খাদকের পুত্র কহিত ও পিতৃহত্যা মহাপাপে তাঁহার সহ তোজ্য মতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহারাও অন্য আক্রামক শত্রু সহ গোপনে সংযোগী হইল, এবং পৃথু রাজাও দেখিয়াছেন তাঁহার পিতার দৌর্ব্বল্য হেতুক পিতৃরাজ্যে কিং দুর্ঘটনা না হইয়াছে তথাপি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া সর্ব্বনাশের সোপান শ্রেণী সংস্থাপন করিলেন। তৎকালে হিন্দুরাজাদিগের পরস্পর অতি কঠো বিবাদেতে দুইদল হইল, তন্মধ্যে একাংশে গুজরাট ও কান্যকুব্জ দেশীয় রাজবর্গ, অপরাংশে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান এবং চিতোরের রাজারা ছিলেন। এই সময়ে দেব ও অসুরাংশ পূর্ণ ও পৃথু মহম্মদের দুইবার পরাস্ত হইয়া বহুকাল পাখী, দুর

জ্ঞানে তাঁহাকে রাজত্বে পুনঃ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সিন্ধুনদী তীরস্থ দক্ষিণাভিমুখে গমন কালীন পথিমধ্যে অক্সিড্রাকাই ও মালী জাতীয়দের রাজধানী আক্রমণ এবং একাকী খড়্গ হস্তে সাহসে নির্ভর করত অরি পরিপূর্ণ নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক শত্রু মন্থন ও তথাকার রাজাকে হত এবং ঢাল দ্বারা বিপক্ষের প্রক্ষেপিত তারবর্ষণ ও তীর ব্যর্থ করিলেন। পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ এক ব্যক্তির দ্বিহস্ত পরিমিত নিঃক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার বর্ম্ম ভিদ্যমান হইয়া শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদ্ধ ও রক্ত নির্গত হইলে অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্জ্জিত ও মৃতপ্রায় ভূমি শয়ন করিলেন। ঐ সাহসী ধানুষ্কী তাঁহার অস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি গ্রহণার্থে সমাগত হইলে আলেকজাণ্ডর চেতন প্রাপ্তি পূর্ব্বক হস্তস্থ খড়্গ দ্বারা শত্রু শিরশ্ছিন্ন করিলেন। অনন্তর ভারত সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ দর্শনে মুলতান পর্যন্তই তাঁহার জয় সীমান্ত হইল। তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে পৃথ্বী জয়ী হওয়াতে অহঙ্কারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন, যদ্রূপ অত্যুচ্চ গিরি শিখরস্থ হইলে মস্তক ঘূর্ণিত হয় তেমন যে ব্যক্তি কোন যোগে সর্ব্ব প্রধান হয়েন তিনি অবশ্যই গর্ব্বিত স্বভাবে ধরাকে মৃৎশরাব তুল্য জ্ঞান করেন, ঐ অজেয় আলেকজেণ্ডর অভিমন্যুর ন্যায় সাহসিক, সংগ্রামী, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি আপনাকে দেবাংশ জ্ঞানে অপরিতোষণীয় লোভী হইয়া ৩২ বর্ষ বয়সে মদ্যপানে মত্ত ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহার পর কালক্রমে গ্রীক রাজ্য ধ্বংস হইলে অসভ্য রোমানেরাই গ্রীক হইতে সভ্যতা ও রাজব্যবস্থা ও সুনীতি শিক্ষা করিয়া পৃথ্বীশ্বর হইলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব দেশীয় বাণিজ্যে মুক্তা রেসম প্রভৃতি আলেকজেন্দ্রিয়া নগর দিয়া রোম নগরে আনয়ন করিতেন। অদ্যাপিও ত্রিপুরাতে ও মান্দ্রাজের নিকটস্থ কোনং স্থানীয় মৃত্তিকা খনন করিলে রোমানেরদের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। ইং ৪০০ সালে ইউরোপীয় অসভ্য লোকেরা রোম

[illegible] জলপ্লাবন প্রবাহের আগমন পুরঃসর রাজ্য নষ্ট করিলেন। তদনন্তর ইং ৭০০ সালাবধি ইউরোপে স্বতন্ত্র রাজ্য ও ক্রমশঃ প্রবল ও সভ্যতা ও সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এখন তত্তুল্য উত্তম স্থান ভূমণ্ডলে আর নাই।

মুসলমানেরা প্রথমতঃ দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পশ্চিম প্রদেশের [illegible] বাণিজ্য বৃদ্ধি করিলেন এবং আরব, পারসীশাম [illegible] নিয়া ও ইউরোপের কিয়দংশ জয় করেন কিন্তু ফ্রান্স দেশ আক্রমণ করাতে তদধ্যক্ষ চার্লস্ মার্টেল সাহেব তাঁহাদিগকে দূর করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ১৪৯২ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর [illegible] ভাগে সবলেরা পরাক্রান্ত হইতে লাগিল। গজনিনের মহা [illegible] লাহোরের রাজা জয়পালকে রণে পরাস্ত করিয়া ইং [illegible] ৩৯৮ সালে পরলোকগামী হইলেন তৎপুত্র গিজনিনির সুলতান মহাম্মদগাজী ইং ১০০০ সালাবধি ১০২৪ সাল পর্য্যন্ত [illegible] বার হিন্দুস্থানে আসিয়া মহম্মদীয়ধর্ম্ম প্রচারকরত কাণ্যকুব্জ, দিল্লী, লাহোর, মথুরা, স্থানেশ্বর, ও গুজরাটে সোমনাথের মন্দির লুট ও বিনষ্ট করিয়া বহু ধন রত্নাদি সংগ্রহণ পুরঃসর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি অতি নিষ্ঠুর স্বভাবে হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচারকরত [illegible] সর্বত্রে ব্যাপ্ত স্বর্ণ পত্রে বিমণ্ডিত মণি মুক্তা প্রবাল খচিত স্তম্ভোপরে [illegible] চিত্রিত যে [illegible] মন্দিরস্থ বৃহৎ সোমনাথ মূর্ত্তি * মর্দ্দন করিলে যাদৃশ [illegible] কঠোর কর্ম্মকৃত হইয়াছে তদ্রূপ কস্মিন্ কালেও কেহ শ্রুত হন নাই। তৎপরে গজানিন হইতে

---

* [illegible] পুরাণে ৭৮ অধ্যায়ে সোমনাথকে সৌরাষ্ট্র দেশস্থ বলিয়া কথিত হওয়াতে অনুমান হয় পূর্ব্ব কালে গুজরাটের কিয়দ্ভাগ সৌরাষ্ট্রের অন্তঃপাতি ছিল। ঐ সোমনাথ প্রতিমার প্রস্তরখণ্ড এবং মন্দিরের প্রবেশ দ্বার লইয়া মহম্মদ গিজনী স্বীয় মসিদে [illegible] করেন অধুনা সেই কাটক ইংরাজ রাজারা ইং ১৮৪৪ সালে গিজনী উচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুস্থানে পুনরানয়ন করিয়াছেন

ক্রমশঃ ৮ জন রাজা আসিয়া হান্সী দিল্লীইত্যাদি দেশাধিকার ও কোন২ প্রদেশে কর স্থাপন এবং নানাবিধ কাঠিন কার্য্য করিয়াছেন। তদনন্তর অত্যন্ত জয়শীল জঙ্গীশ খাঁ তাতার দেশে রাজত্বারম্ভ করিয়া ইং ১২১৮ সাল পর্য্যন্ত সমর সাধন করত মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন ও ১২২১ সালে কারাজিম রাজ্য অধিকার করিলেন। ঐ সনে তত্রস্থ বাদসাহ সুলতান মহাম্মদ স্বপুত্র জেলালুদ্দীনের প্রতি স্বপদার্পণ পূর্ব্বক শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন। মহাজিগীষু জঙ্গীশ সিন্ধুনদী তীরে রণ পলায়িত জেলালের সহিত সদর্পে তুমুল সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। এবং ধনুর্ব্যূহ বন্ধন বিন্যাস করাতে জয় স্বরূপ সিন্ধু সলিলে নিমগ্ন ব্যতীত অন্যোপায়াভাব দর্শনে জেলাল আঁত উৎখিত মনে পুত্র কলত্রাদি সমীপে জন্মশোধ শেষ প্রণাম পুরঃসর বিদায় লইয়া তরবাল ধনুর্ব্বাণপাণি হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড কূপ্য জল প্রবাহে ঝম্প দিলেন জঙ্গীশ তীরবর্ত্তি হইয়া দেখিলেন তাঁহার ঘোটক সিন্ধুর গর্ব্বিত তরঙ্গ রঙ্গনাদে অঙ্গ সমর্পণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব রণ সাধন করিতেছে এবং নির্ভয় জেলাল জয়ঙ্কর সারিমধ্যে ভাসমান হইয়া তাঁহার প্রতি তিরস্কার সাহচর্য্যে তীরক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন জঙ্গীশ জেলালুদ্দীনের অত্যন্ত সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া সেনা সেনাপতিদিগকে তৎপশ্চাদ্ধাবিত হইতে নিষেধ করিলেন। কিয়ৎকাল গতে সুলতান জেলাল হিন্দুস্থানের কিয়দ্দেশ জয় করেন। জঙ্গীশ বীরের দুই সেনাপতিও লাহোর এবং গুজরাট্ ব্যাপ্ত করিলেন। জঙ্গীশ খাঁ অশেষ গুণে ও পরাক্রমে পৃথ্বীমান্য ছিলেন তাহা অনুচ্চার্য্য ও আশ্চর্য্য বটে, কারণ তাঁহার অব্যাহত গতি, জল স্রোতোবদ্ধকৃতা, মেধাবিত্ব, নির্দ্দয়তা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হয়। তাঁহার শাণিতাস্ত্রে অসংখ্য নরশির ছিন্ন ও কতং দেশ উচ্ছিন্ন প্রকাট হইয়াছে এবং তিনি শোণিত লিপ্ত হস্ত

সন্নিধান না করিয়া ছিসহস্র সপ্তশত ক্রোশ ব্যাপক আধিপত্য প্রাপ্ত হয়াছিলেন।

ইতি সারাবলাং দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

দিল্লীর বাদশাহ মহাম্মদ সাহাবুদ্দীন গোরী। অতঃপর ঘোরীয় মহাম্মদের বিষয় উচ্চার্য্যমান হইল, তিনি সরস্বতী আদি প্রদেশীয় দুর্গাধিকার, ও আজমীরের সহস্র প্রাণীহত্যা করিয়া আত্মভৃত্য অথচ পিতৃ দাসী পুত্র কোতব উদ্দীনকে দিল্লীর সান্নিধ্য কোরামনগরে রাজত্বভার দিলেন। কোতব মিরট প্রভৃতি রাজ্যস্থ ভূপতিদিগকে উৎখাত পূর্ব্বক দিল্লীতে যবন রাজ্য স্থাপন ও ঘোরীয় মহম্মদ নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিলেন। মহম্মদ ঘোরী হিজরি ৫৯৬ সালে নবমবারে ভারতবর্ষে আসিয়া কান্যকুব্জ ও কাশী অধিকার করেন। ঐ সাহসী নির্দ্দয় বাদশাহ লাহোর সমাপস্থ পর্ব্বতীয় গোরকা নামে পার্ব্বতীয় জাতীয় এক বা ততোধিক ব্যক্তির চল্লিশ বারে অস্ত্রাঘাতে ইং ১২০৫ সালে হত হয়েন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে হিন্দু ইতিহাস বেত্তারা কহেন, সাহাবুদ্দীন ঘোরী দিল্লীর মহারাজা পৃথুরায়কে যুদ্ধে হত না করিয়া তৎসহ চন্দ্র ভাটসহ গজনীতে পাঠান। তথায় পৃথুর প্রক্ষেপিত বাণে সাহাবুদ্দীন হত হইলে তৎক্ষণাৎ বাদশাহের সৈন্যেরা পৃথুর ও চন্দ্র ভট্টের শির চ্ছেদ করিল। মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থানে প্রায় ১৬ বর্ষ রাজত্ব করেন তৎপরে কোতবুদ্দীন মলক দিল্লীর বাদশাহ হইয়া ৫ বর্ষ ন্যায়ে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক ইং ১২১০ সালে লাহোরার প্রান্তরে চোগান ক্রীড়াতে ঘোটক হইতে পতিত ও হত হয়েন। তৎ পুত্র আরামশাহ ১ বর্ষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তদনন্তর ইং ১২১০ অব্দ অবধি ১২৮৭ সাল পর্য্যন্ত সমসুদ্দীন মলক আলতমাস, সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজশাহ, সুলতানা বিবি রিজিয়া, মইজুদ্দীন বহরাম শাহ, সুলতান আলাউদ্দীন মসউদ শাহ, নাসরুদ্দীন মহম্মদ শাহ, বালিন বা গায়সুদ্দীন

ইসলাম খোরদ, ইন্দুদ্দীন কয়কোবাদ, সুলতান সমসদ্দীন, ইহারা দিল্লীর সিংহাসনস্থ হয়েন এবং পেঠরীয় বংশের রাজত্ব হস্তগত হয়। যবনেরা স্বীয় পরাক্রমে বঙ্গদেশাদি বহু প্রদেশ জয় ও শাসনাধীন করিলেন কিন্তু হিন্দু ভূপতিরা কখনই ভারত সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন নাই, তাঁহারা সমস্ত প্রাণ ধারা ধন সঞ্চয় করিয়া প্রায় অলীক আমোদেই কাল যাপন করিয়াছেন, বিপক্ষেরাও সাহস প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুকুশ ভারতবর্ষ বিভাগে সমাগত হইলেন, কিন্তু ইহা অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় যে হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে নানাবিধ মণি মাণিক্যাদি রাশীকৃত ধন সত্বেও প্রতিপক্ষীরগণকে কোন কালেই বাধা দিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদের অর্থাভাব সৈন্যাভাব কিছু মাত্রই ছিল না কেবল সাহসাভাবেই পরাধীন হইলেন। অতএব অজ্ঞান প্রবাহ রক্ষার প্রধান হেতুই অবলম্বন পূর্ব্বক তুচ্ছ পরাধীনতা রূপ শিরোনাস্থি অপমানের সহিত সহায়ী হইয়াছেন, এই প্রকারে উৎসাহের দুর্ভাবে প্রাণ পানোদ্যত কাল যবন কর্ত্তৃক জীবন বিত্ত কীর্ত্তি শুদ্ধ কুক লোকাচ্ছন্ন হইলেন। অতএব কালক্রমে হিন্দুদিগের চরিত্র সমুদায় নূতন পথে ধাবিত ও স্বদেশীয় হিত বাঞ্ছা একেবারে চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরীভূতা হইল। প্রাচীন হিন্দুজাতি যে পরম বীর্য্যবান্ ও স্বাধীনতার অনুরাগী ছিলেন, তাহার নিদর্শন ভারত পুরাতন গ্রন্থেই সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে যদ্যপিস্যাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ মোছলমানদিগের অধিকারাবধি হিন্দুগণের সর্ব্বস্ব বিনাশ ও হীনতার সোপান ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে তথাপি সম্প্রতি পর্য্যন্তও সেই পূর্ব্ব মহত্বের কতক অবশেষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। মেং এলফিনষ্টোনের কৃত ভারতবর্ষীয় বিবরণের ১ খণ্ডে লিখিত আছে, চতুর্থ বার মাহম্মদ শাহের প্রতি যুদ্ধে যখন উজ্জয়িনী দিল্লী প্রভৃতির ভূপ বর্গ এক মন্ত্রণা নিবন্ধ হইয়া এবং সৈন্য সমেত পঞ্জাব রাজ্যে পেশোয়ারে সমাগত হয়েন তখন হি[illegible]গণও স্ব[illegible]

জন্ম ভূমির প্রতি অসাধারণ প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয়াঙ্গের রত্না লঙ্কারাদি বিক্রয় ও দ্রব করিয়া সংগ্রামের আনুকূল্য করেন। হিন্দু স্ত্রীগণের ন্যায় কার্থেজীয় মহিলারাও রোমান সহ যুদ্ধে স্বদেশীয় সৈন্যের অস্ত্র নির্ম্মাণার্থে অলঙ্কার দিয়াছিল. গ্রীক ইতিহাসের ২ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে, লাইকর্গসের রাজ্য ব্যবস্থানুসারে স্পার্টার দেশীয় স্ত্রী লোকেরাও শৈশব কালাবধি পারিশ্রমিক নানা শিক্ষা দ্বারা পুরুষ তুল্য অতি বলবতী ও রণ শৌর্য্য আকাঙ্ক্ষিণী হইত যেহেতু পুত্রের যুদ্ধার্থে গমন কালীন তাহাকে এক ঢাল দিয়া কহিতেন "হয় জয়ী হইয়া আসিবা অথবা সংগ্রামে মৃত্যু হইলে তোমার মৃতদেহ এই ঢালোপরে আনা যাইবে, তথাপি ঢাল সহ রণ ভঙ্গ দিয়া আসিবা না", এবং উক্ত যোদ্ধৃ শীলা স্ত্রী লোকেরা যুদ্ধে হত মৃতগণের নিমিত্ত শোক না করিয়া গর্ব্বে ধারণ ও শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন। এই প্রকারে অনেক বীর পুরুষ ও স্ত্রীরা স্বদেশ প্রেমে নিমগ্ন হইয়া শৌর্য্য ও উৎসাহে কালক্ষেপণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শত২ বীর পুরুষ এই বীরত্ব বর্দ্ধক বীর ভূমি ভারত রাজ্যে অবতীর্ণ হয়েন, অতএব হিন্দুগণ যে এমত বলবান মনুষ্য জাতি ছিলেন, তাহা অল্প প্রকার আশ্চর্য্য শ্রবণ যোগ্য হইয়াছে সুতরাং তাঁহারদিগের পতন হেতুক মোছলমানেরাই অদ্বিতীয় রাজাধীশ্বর হইলেন, তাঁহার পক্ষে এই সমস্ত খেদ রক্ষণের স্থান আর কোথায় দৃষ্ট হয় না। সংখ্যাতীত ধন ধান্যাদির পরিপূর্ণ অক্ষয় ভারত ভাণ্ডার প্রাপ্ত পূর্ব্বক নিত্যানন্দিত স্বচ্ছন্দাবস্থায় ইহকাল যাপন করিলেন। প্রথমতঃ কুতবুদ্দীনই যথার্থ রূপে দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী অবাধিত রূপে বঙ্গদেশে আসিয়া উথড়া নগরাক্রমণ করিলেন, সেখানে তৎকালে বৈদ্যজাতি লক্ষ্মণ সেন রাজা ছিলেন। দিল্লীতে ধীসেন সংক্রান্তে এই লক্ষ্মণ ভূপতির নামোল্লেখ হইয়াছে তাহার কেহই ইতিহাসে কারণ ৩৯৬৫ কলের তাবৎ ধীসেন দিল্লীর রাজা

ছিলেন বক্তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে দূরীকরণ কর। ১৩০০ বর্ষের তাহে হয় ইহাতে লক্ষ্মণ যদিচ তাঁহার পিতৃ মরণের পর জন্মেন ও ৮০ বর্ষ বয়স হউক তথাচ অনেক ব্যত্যয় দেখাযায় অতএব মোছলমান পুরাবৃত্ত লেখকেরা যে লক্ষ্মণীয় নামে বঙ্গের শেষ রাজার কথা লিখেন বোধ হয় সেই হইবেক।

ঘোর বংশীয় দিল্লীর মহীপাল কয়কোবাদ ইং ১২৮৬ বা ৬৯৩ সালে রাজত্ব পাইয়া যমুনাতীরে অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নানাবিধ জ্যোতিঃ পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ও নিত্য সুখ সম্ভোগাস্পদ গায়ক নর্ত্তক বাদক বিদূষকগণ মণ্ডিত হইয়া অতিবাদ আমোদ প্রমোদেলাসক্ত ও রাজকার্য্য পরিত্যক্ত হইলেন, রাজত্ব ভার প্রাপ্ত মন্ত্রি প্রবর নিজামুদ্দীন যখন দেখিলেন অতি কোমল স্বভাবাপন্ন ত্রয়োদশ বর্ষীয় নির্ব্বোধ বালক প্রভু নিতান্ত কৌতুকানন্দ পরিপূর্ণ সুখ সম্ভোগালম্বী হইয়াছেন তখন দুরাশান্বিত হইয়া আত্ম পথ পরিষ্কার করত মন্ত্রণা চেষ্টা দ্বারা বাদশাহের দ্বেষ্য ভাবোদয় করাইয়া খোজরোকে ও অন্য রক্ষক বহু সংখ্যক মোগল সেনাগণকে ও প্রাচীন ভৃত্যদিগকে বধ করাইলেন। ওমরাগণ গর্ব্বিত যুবা বাদশাহের ঈদৃশী কুপ্রবৃত্তিতে বিরক্ত হইয়া কণ্টক দমনক বং মন্ত্রণাভিজ্ঞ নিজামকে বিষপানে হত করাইলেন। ইং ১২৮৯ সালে চাঙ্গিগী বা খিলজী নামে আফগানীয় অধ্যক্ষ মালিকের পুত্র মালিক ফিরোজ মহারাজের আজ্ঞাতে দিল্লীর রাজসভায় প্রবিষ্ট এবং সায়েস্তা খাঁ পদে নিযুক্ত হইলে প্রত্যেক পরাক্রমী ওমরাগণ রাজ সিংহাসন প্রার্থনার্থ মহা বিরোধী হইল; তৎকালে মহারাজা যমুনা তীরস্থ কেলিগৃহে মৃতবৎ পীড়িত ছিলেন, অমাত্যেরা সোলতান সুমসউদ্দীন নামে তিন বর্ষ বয়স্ক শিশু রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইল। তাতারীয় মোগল সৈন্যেরা শিশু বাদশাহ পক্ষে রহিল ও পরাক্রমী খিলজীরা ফিরোজের পক্ষপাতী হইয়া পঞ্চশত অশ্বারোহী সেনা সহ মোগল শিবিরাক্রমণ পূর্ব্বক

শিশুকে লইয়া প্রস্থান করিল এবং একদল রক্ত বিস্ফুরিতানন সিন্ধুর সেনাগণকে পাইয়া তুর্ভাগ্য কয়কোবাদের গমনোদ্যত প্রাণ নির্গত করাইয়া যমুনা তীরে নিক্ষেপ করত হস্তারা প্রত্যাগত হইলে ফিরোজ সায়স্ত্যা খাঁ জলালুদ্দীন নামে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনোবিষ্ট হইলেন। কয়কোবাদ ৩ বর্ষ ৩ মাস রাজত্ব করেন এবং তিনমাস পর্য্যন্ত শিশু সমসুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনস্থ ছিলেন, পরে জেলালুদ্দীন অকুণ্ঠ ক্ষমা ভাবাপন্ন হইয়া সপ্ততি বর্ষ বয়ঃকালে রাজত্ব প্রাপ্তানন্তর কয়লোগড় দুর্গাধিবাস করত ঘোরীর বংশের শেষ শিশু রাজাকে তথায় আনাইয়া অতর্কিত ও স্নেহানপেক্ষিত ভাবে তাঁহাকে নষ্ট করাতে এই কলঙ্ক পৃথ্বীতে অনিবার্য্য রূপে বহুকালাবধি সংস্থাপিত হইল তদ্ধেতুক তাঁহার এমনই শান্ত স্বভাব ও জ্ঞান ধর্ম্মোদয় হইল যে বিপক্ষ ওমরাগণ কি অন্যান্য শত্রুরা ভিন্ন প্রদেশ হইতে যুদ্ধে ধৃত কি বন্ধন গ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধ জেলাল সমীপে আনীত হইলে অরিগণের বন্ধনোন্মোচন পূর্ব্বক কহিতেন যে অসতের প্রতি অনায়াসেই মন্দাচরণ করা যায় কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দের প্রতি সতত্তা করে সেই মহৎ অতি দুর্লভ, অতএব অপরাধ ক্ষমা করত তাহাদিগকে বিদায় করিতেন। ইং ১২৯৩। ৯৪ সালে জেলালুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ভিলসা প্রাপ্ত করত দক্ষিণ দেশীয় রাজা রামদেবের রাজধানী দেবগড় অধিকার পূর্ব্বক স্বদেশে আসিলে তদ্দেশীয় জয়লব্ধ প্রচুরার্থ আলার হস্তস্থ হওন সংবাদে বৃদ্ধ বাদশাহ তাহা এখনের ন্যায় স্বার্থতা মত্ত বোধে বিতর্কতা বিগত হইলেন। কিন্তু আলা চতুরতা পূর্ব্বক বাদশাহের মনো দুঃখিত হইয়া কোরার সান্নিধ্য মালিক পুরে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইলেন। এই বিষয়ে আবাল্য পালিত ভৃত্য আলমস ও লিপ্ত ছিলেন। ইং ১২৯৫ সালে ফিরোজ শাহ জেলালের মৃত্যু সংবাদ অকস্মাৎ জেলাপতির মুখে শ্রুত হইয়া রাজ মহিষী শিশু কনিষ্ঠ পুত্র রখনকে সিংহাসনস্থ করিলেন। আলাউ

দ্দীন অবিলম্বে দিল্লীতে পঁহুছিয়া সিংহাসনারোহণ পূর্ব্বক স্ব নামে মুদ্রা চালাইলেন। রখন সপরিবারে মুলতানে পলাই লেন। আলাউদ্দীন বাদশাহের উর্জ্জ্বল স্বভাবে ১৩০৩ সালে চিতোর দেশ অধি কৃত হইল। তাঁহার সেনাপতি কাফুর ইং ১৩০৬ সালে মহারাষ্ট্রিয়দিগকে পরাজয়পূর্ব্বক (দেবগড়) দৌলতাবাদের রাজা রামদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত ও তৎসহ সন্ধি এবং ত্রৈলিঙ্গ দেশাধিকার ও ইং ১৩১০ সালে কর্ণাট দেশ স্বায়ত্ত করত বহুধনাদি লইয়া মহারাজাকে দিলেন। আলাউদ্দীন প্রায় ২১ বর্ষ ধূমকেতুবৎভয় বশী রাজত্ব করিয়া মল্লিক কাফুর দত্ত বিষ পানে ইং ১৩১৬ সালে পঞ্চত্ব গত হয়েন। মতান্তরে কহে, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মরেন ও ২৩ বর্ষ ৩মাস রাজত্ব করেন কাফুর সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া আলার কনিষ্ঠ পুত্র সপ্তবর্ষ বয়স্ক সাহাবুদ্দীন ওমারকে সিংহাসনে বসান, তিনি ৩মাস রাজত্ব করেন। কাফুর অন্য সেনাপতি দ্বারা হত হইলে ইং ১৩১৭ সালে আলার জ্যেষ্ঠ পুত্র কোতবুদ্দীন মবারিক খিলিজী, কার মুক্ত হইয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিপতি হইলেন এবং নিষ্ঠুরতা দ্বারা শিশু ওমারের চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। মবারিক শাহ বিবিধ দুষ্টতাতে ও মদ্যপানে এবং স্ত্রী সম্ভোগে অত্যাসক্ত ছিলেন, তিনি স্বীয় রাজত্বের দ্বিতীয়াব্দে দাক্ষিণ দেশীয় নৃপতি হরপালকে অগ্নিতে ক্ষিন্ন করেন। একদা বাদশাহ বেশ্যারবেশ ভূষা করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত যবনের ঘরে কৌতুকাবিষ্ট ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অভিমতে খোষরোও সেই বরণীয়া বেশে ভূষিতা হইয়া ক্রীড়া করিতে২ মবারিককে বধ করিল। গুপ্ত ঘাতকেরা অমোঘে দিল্লীর রাজগৃহ মধ্যে আসিয়া বহু প্রাণী নিধন করিল, মবারিক ৪বর্ষ ৪ মাস রাজত্ব করেন।

॥ ঃ ॥

তুরুকগণের রাজত্ব।

খোসরো ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে হাসন নামে খ্যাত ছিলেন দিল্লীতে মন্ত্রীর পদ পাইয়া খোসরো খাঁ উপাধি হইল, ইহার দ্বারাই আলিজ খাঁর সন্তান খোলজীদিগের বংশ নাশ হইল। মতান্তরে ঐ খোলজিরা ৪ জনে ৩৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। নাস রুদ্দীন খোসরো নয়মাস দিল্লীর সিংহাসনস্থ ছিলেন। ইং১৩২১ সালে পাঠান বংশীয় গয়াসউদ্দীন তগলক সাহ মুলতান হইতে সসৈন্যে আসিয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিকারী হইলেন, তিনি ইং ১৩২৬ সালে আফগানপুরের কাষ্ঠময় গৃহ ভঙ্গে হত হয়েন তাঁহার রাজত্ব ৪ বর্ষ ৯ মাস। তৎপুত্র যোনা (আলিফ) সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া মহম্মদ আদেল তগলক নামে বিখ্যাত হইয়া সুবর্ণ রূপ্যভার মস্তুর হস্ত্যারোহণে দিল্লীতে দীনদিগকে বহু ধন দান করিলেন, তিনি গুণ দোষে লিপ্ত ও সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত, গ্রীক জাতীয় দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানাপন্ন, যুদ্ধে দুঃসাহস জন্য নির্ভয় ছিলেন। ইং ১৩২৭ সালে আক্রামক মোগলগণকে অর্থদানে নিবৃত্ত করেন। তিনি দেবগড়ের নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া তথায় আবাল বৃদ্ধাদিকে লইয়া বসতি করান এজন্য পুরাতন দিল্লী একদা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুনরায় ১৩৪৪ সালে দৌলতাবাদের প্রজাদিগকে দিল্লী গমনানুজ্ঞা দেন, তৎকালে অতি [illegible]ক্ষ প্রযুক্ত রাজধানীস্থ লোকেরা পরস্পর নর মাংসাহার করিতে লাগিল। মহম্মদ ২৭ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ইং ১৩৫১ বাঙ্গলা ৭৯৬ সালে সিন্ধু নদী তীরে অপরিমিত মৎস্যাহারে জ্বর হইলে দেহ ত্যাগ করিলেন। তৎ পিতৃব্য পুত্র ফিরোজ তগলক যবন কুলীনদের সম্মতি ক্রমে সিংহাসনারূঢ় হইয়া অতি কোমল ও শান্ত স্বভাবে সুবিচার পূর্ব্বক ৩৮ বর্ষ যাবৎ রাজ্য ভোগ করিয়া নবতি বর্ষ বয়স ইং ১৩৮৮ সালে পরলোক গামী হইলেন, তৎ পৌত্র গয়াসউদ্দীন তগলক শাহ সিংহাসন পাইয়া ইন্দ্রিয় সুখে ৬ মাস রাজত্ব করিলেন। তিনি রুক্ষন কর্ত্তৃক হত হইলে

আবুবেকর দিল্লীশ্বর হইয়া ১৮মাস রাজত্ব করিলেন। ইং ১[illegible]৭
সালে যে মহম্মদ শাহ একবার সিংহাসনস্থ হইয়া অপকার্য্য
দোষে রাজ কুমার বাহা কর্তৃক শিরমুর পর্ব্বতে তাড়িত হয়েন.
তিনি এই সময়ে আবুবেকরকে হত করত রাজত্ব পাইয়া ১৩৯০
সালে মহারাষ্ট্রাধ্যক্ষ নরসিংহকে দমন করিলেন, ঐ মহম্মদ
তগলক ৬ বর্ষ ৭ মাস রাজ্য ভোগ করেন তৎপুত্র সুলতান আলা
উদ্দীন হুমাউন সেকন্দর শাহ ৪৫ দিন রাজত্ব করেন। প্রাগুক্ত
মহাম্মদের মৃত্যুর পর কুলীনেরা তাঁহার শিশু পুত্র তৃতীয় মহ
মুদকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। নূতন বাদশাহের বালকতা
ও মোহম্মদের ওমরাগণের অনৈক্যতা বিধায়ে সার্ব্বত্রিক হিন্দু
রাজারা স্বাধীন ও নগরেশ্বর সমুচ্চ স্পর্দ্ধান্বিত হইতে লাগিল
। ইং ১৩৯৭ সালে মহম্মদ গড়গোয়ালিয়রে যুদ্ধ যাত্রা করিলে
তাঁহার মন্ত্রী মল্লেক সাদিত যবন কুলীনগণের ভয়ে পলাইয়া সর
হিন্দাস্থ ফিরোজাবাদে গিয়া উক্ত রাজ বংশীয় নসরৎ সাহকে
তত্রস্থ সিংহাসনে বসাইয়া সক্রমে বাদশাহ খ্যাত করিলেন সুত
রাং সেকেলা দুই মহারাজ পক্ষে বিভক্ত হইয়া মহা যুদ্ধকরাতে
দিল্লীতে প্রায় প্রতি দিন চতুর্দিগে মনুষ্যের হত্যা হইতে লাগি
ল, তিন বর্ষ পর্য্যন্ত এতাদৃশ রাজ্যোপপ্লবে যে কত দেশ নষ্ট ও
কত হানি ও কত দুঃখ হইল তাহা লিখিতেও অশ্রুপাত হয়।
এইকাল মধ্যে নাশক চক্রবর্ত্তী তৈমুরবেগ ইং ১৩৯৮।৭ আক্
টোবরে সিন্ধুনদ্যুত্তীর্ণ হইয়া মহাম্মদের শিথিলা ভূত দিল্লী
রাজ্যাক্রমণ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে এক নূতন বাদশাহ বংশ চির
স্থাপন করিলেন, তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি দিল্লীতে আছেন। ইং
১৩৯৯ সাল ৪ জানুয়ারিতে দিল্লী নগরে তৈমুরের [illegible] পতাকা
উদিতা হইল। যে দিল্লী বিবিধৈশ্বর্য্য, বাণিজ্যে, উদ্যান, কীর্ত্তি
শিল্প কি অন্যান্য সুরম্য বস্তুতে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত এবং যে
প্রাচীন দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ) সুখ সম্পত্তির আকর ও প্রকাশ্য
দ্বার যুক্তা অতুজ্জ্বলা রাজধানী ছিল, তাহা তৈমুর অনুপেক্ষনীয়

সংগ্রামে [illegible] হইয়া বিজয় বোধগম্য হওয়াতে তিনি ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক নানা কৌশলে জয়ী হইলেন, যে যুদ্ধের প্রতি ভারতবর্ষের মহাভাগ্য দোলায়মান ছিল, তদর্থেই তিনি মহা সৈন্য ও যুদ্ধ নৈপুণ্য গুণে আয়োজন সকল পুরঃসর ভারত রত্ন লাভ করিলে দিল্লীশ্বরের সুখ চেষ্টার নত মস্তক হইল। তৃতীয় মহম্মদ মন্ত্রী সহ মহারণে পরাজিত হইয়া রাত্রি যোগে গুজরাটে পলাইলেন। তৈমুর বেগের তাতারীয় সৈন্যেরা নগরস্থ অসংখ্য লোকদিগকে বিনাশ ও সম্পত্তি লুট করিল। উচ্চাবচ নর হত্যা পূর্ব্বক মন্দিরাবলি ও হিন্দুদিগকে জলদগ্নিতে সুসিদ্ধ ও দেবালয় ভগ্ন এবং হেম রজত মুক্তাদি রত্ন সংগ্রহণ ও নির্দ্দয়তা প্রভৃতি কর্ম্মে যবনেরা যাদৃশ প্রসিদ্ধ তদ্রূপ কোন ভূপালেরাই ছিলেন না। তৈমুর সমস্ত ভারতবর্ষের ঈশ্বর জ্ঞান করত স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হইয়া ১৬ দিনের পর ১৮ জানুয়ারিতে শিবিরোত্তোলন পূর্ব্বক ৯ মে স্বরাজধানীতে পহুঁছেন, তিনি মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারীতে খিজর খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোপায়িত মহম্মদ তুগলক মালোয়ার রাজা দিলোয়ার জঙ্গের আশ্রয় হইতে দিল্লী আসিয়া দেখিলেন, উত্তর দেশীয় মোগলের দৌরাত্ম্য নিবৃত্তি ও তাঁহার মন্ত্রী একবাল খাঁ রাজ্য শাসন করিতেছেন, এইকালে মহারাজা কান্যকুব্জের ব লইয়াই দিল্লীতে সন্তুষ্ট থাকিলেন। ইং১৪০৫ সালে রাজমন্ত্রী খিজর খাঁ সহ যুদ্ধে হত হইলেন। বাদশাহ মহম্মদ তোগলক ২০ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করণানন্তর জ্বরী হইয়া পরলোক গত হইলে ১৪১৩ সালে খিজর খাঁ দিল্লীশ্বর হয়েন। খোসেরো খাঁ অবধি এ পর্য্যন্ত তুর্ক কুলোদ্ভবদিগের ৯৮ বর্ষ গত ও তদ্বংশ লোপ হইল।

কোন গ্রন্থে কথিত আছে খেজর খাঁর পূর্ব্বে দৌলত লোদী এক বর্ষ ৩ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইতি রাজাবল্যাং দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

। কন্দ খানে সেযদ বংশীয় প্রথম রাজা। মলক আসরক খিজর খাঁ। নিষ্কণ্টকীভূত রাজ্য পাইয়া তুগলক বংশ ধ্বংস পূর্ব্বক সুবিচারে ৭বর্ষ ৩ মাস রাজত্ব করেন। তৎপুত্র মজাউদ্দীন বারু সংকন্তে সুলতান মবারক শাহ ই° ১৪২১ বাং ৮২৮ সালে রাজত্ব পাইয়া ১৩ বর্ষ ৩ মাস ভোগ করেন তদ্ভ্রাতুপুত্র মহম্মদ শাহ ১৪৩৫ সালে সিংহাসনস্থ হইয়া ১২ বর্ষ ও ই° ১৪৪৬ বাং ৮৫৩ সালে তজ্জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীন ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। পরে লোদী বংশের রাজত্বোদয় হইল। লোদীরা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুস্থানে ও পারসী দেশে বাণিজ্য করিত, অতিবড় ধনাঢ্য এব্রাহিম লোদী প্রথমতঃ ফি [illegible] শাহের রাজত্ব কালে মুলতানাধ্যক্ষ ছিলেন, পরে খিজরখাঁ ঐ পদারূঢ় হইলে এব্রাহিমের পুত্র সরহিন্দার অধ্যক্ষতা পান, তদনন্তর এব্রাহিমের পৌত্র আফগানীয় সোলতান বেহলোল লোদী ১৪৫০ সালের শেষে দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যেমন আলস্য স্ত্রৈণতা, প্রমাদ দ্বারা দিল্লীর বাদশাহ ক্রমে২ পরাক্রম হীন হইলেন, তদ্বিপরীত চৈতন্য, সাহস, জ্ঞান দ্বারা বিলোলীর প্রতাপ বৃদ্ধি হইল, তিনি জুয়ানপুর উদস্ত করিয়া স্বরাজ্যাধীন করেন এবং ৩৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়া অতি বৃদ্ধকালে পরলোকগামী হইলেন তৎপুত্র সোলতান নিজামুল্মুলুক সেকেন্দর শাহ ই° ১৪৮৮ বাং ৮৯৫ সালে সিংহাসনাধিষ্ঠাতা হইয়া বেহার দেশ করাধীন করিলেন। তিনি অন্যক প্রদেশাধ্যক্ষদিগকে বশীভূত করণার্থে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইত না সুতরাং চিরবিরোধীদিগকে শাস্তিকরা তৎপক্ষে অতি দুর্ঘটন হইয়াছিল। ঐ সশীল জ্ঞানী মহারাজ ২৮ বর্ষ রাজ্য করিয়া পঞ্চত্ব গত হন তৎপুত্র সোলতান এব্রাহিম লোদী ই° ১৫১৭ সালে দিল্লীশ্বর হইয়া অহংকৃত বিসদৃশ বাক্যে কুলীনদিগের মনোভঙ্গ করেন, মির্জা মহম্মদ বাবোর ইহাঁকে নষ্ট করিয়া ই° ১৫২৫ বাং ৯৩২ সালে দিল্লীর বাদশাহ হন। এব্রাহিম ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন, এবং পাঠান লোদী বংশের

সেই দানন্তর তৈমুর গোষ্ঠীয় রাজত্বারম্ভ হইল । জহীরুদ্দীন
রজা মহম্মদ বাবেরে শাহ বেহাদুর স্বায়ত্ত ও ৫ বর্ষ ৫ মাস
রাজ্য ভোগ করত পীড়িত হইয়া ইং ১৫৩০ সালে মরিলেন । তৎ
পুত্র নসরুদ্দীন হুমাউন হিং ৯৩৭ সালে পিতৃ রাজ্যাভিষিক্ত
হইলেন, তিনি ১০ বর্ষ রাজ্য ভোগানন্তর সেরশাহের সহ সং
গ্রামে পরাস্ত হইয়া পারস্য দেশে পলাইলেন । ইং ১৫৪০ সালে
পাঠান সেরশাহ দিল্লীর রাজত্ব পাইয়া স্বীয় প্রতাপে সিন্ধুনদীর
[illegible] শাখাবধি সুন্দর বন পর্যন্ত লোকদিগকে আজ্ঞাধীন ও
পঞ্চ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া ইং ১৫৪৫ সালে বারুদাগ্নিতে ভস্মী
ভূত হইলেন । তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম সাহের বহু সৈন্য সহ
বিদ্রোহ হেতুক তিনি দিল্লীর রাজা হইয়া ৯ বর্ষ রাজত্ব করণান
ন্তর ইং ১৫৫২ সালে রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক
তৎ পুত্র ফিরোজশাহ ৩ মাস ৩ দিন সিংহাসনস্থ ছিলেন । অন
ন্তর সেরের ভ্রাতৃ পুত্র মোবারক মহম্মুদ ও অহম্মদ সেকেন্দর
ইঁহারা কএকমাস পর্যন্ত দিল্লীতে মহা বিরোধী ও সিংহাসনস্থ
ছিলেন এইকালে দিল্লীর পূর্বাধিপতি হুমাউন বাদশাহ পঞ্চদশ
সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ দিল্লীতে প্রবেশ পূর্বক সিংহাসনস্থ
হয়েন । বাদশাহ সহ সেকেন্দর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবালিক
পর্বতে পলায়ন করেন । হুমাউন ১০ মাস রাজত্ব করিয়া ইং
১৫৫৫ সালে পরলোক নিবাসী হইলেন । তৎ পুত্র মহম্মদ অকবর
শাহ ১৪ বর্ষ বয়ঃ কালে স্বপিতৃ সিংহাসনালঙ্কৃত করিয়া
অনিবার্য্য রূপে মোগল সাম্রাজ্যারম্ভ করিলেন । ব্রিফ হিষ্টরি
অব হিন্দুস্থান, নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্র বং
শীয় যযাতি রাজা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুকে পশ্চিমদিগে
তুরুকালয় স্থান প্রদান করিলে তিনি তথায় সাম্রাজ্য স্থাপন
পূর্বক বাস করেন, তাহাই টরকী প্রভৃতি যবন দেশ এবং পুরা
ণেও ব্যক্ত আছে চন্দ্রবংশীয় অনেক সন্তানেরা পরিশেষে যবন
দেশাধিপ হয়েন । যযাতির চতুর্থ পুত্র অনু ভারতবর্ষের সম্মো

তুর ভ্রাতা গ্রীসপ্রভৃতি দেশে সম্রাট্ হয়েন, সেই সময়ের রাজাদিগের দৃষ্টে ইউরোপীয়েরা হোমাদি করিতেন। জল প্লাবনের পর পুনর্ব্বসতি হইলে নোয়ারবংশীয়েরা পূর্ব্ব ধর্ম্মানুরূপ অগ্নি জল বায়্বাদির উপাসনা করিতেন কিন্তু মুসা ও খ্রীষ্টাবতারের পর নূতন২ ধর্ম্মোদিত হইল। এস্থলে তদ্বিশেষ লিখনে গ্রন্থ বাহুল্য হয়। মতান্তরে কহে, সুবিখ্যাত যযাতির এক পুত্র (দ্রু, বা তুর্ব্বসু) তিনি পিতার সহিত অনিষ্টাচরণ করাতে পিতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া মস্তক বিকৃত মুণ্ডনপূর্ব্বক দেশ বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাতেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া যবন সংজ্ঞা হয় সেই দৃষ্টান্তে যবন বংশ্যেরা মস্তক মুণ্ডন করে এবং তাহারা জুর অগ্নিহোত্র যজ্ঞ দেখিয়া আদ্বিতে অগ্ন্যুপাসনা করিতেন। ৩৬৫৪ কলের্গতাব্দে আরব দেশে মক্কানগরে মহম্মদ জন্মেন, তাঁহার শিষ্যেরা তর-বাল ধারণপূর্ব্বক মহম্মদীর ধর্ম্ম প্রচার করিল। তৎকালে পারস্য দেশীয় কতিপয় ব্যক্তি ধর্ম্ম নাশের ভয়ে পলাইয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দক্ষিণ দেশে বাস করিল। অদ্যাপি তাহারা তদ্দেশে পারসী নামে খ্যাত আছে এবং যাবনিক দেশীয় পূর্ব্বধর্ম্ম অগ্ন্যা-রাধনা করে ও গঙ্গাজল মানে। প্রাগুক্ত দ্রু, যে দেশে গিয়া রহি-য়াছিলেন এপর্য্যন্ত সে দেশের প্রসিদ্ধ নাম দ্রুক, তাঁহার বংশ্য দ্রুক নামে বিখ্যাত। দ্রুকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া আরব, কাবোল, ইরান, তুরান, ইত্যাদি দেশে বসতি করেন, তাঁহারা প্রধান মুস-লমান আশেরক খান দান। ঐ দেশ হইতে তৈমুর শাহ হিন্দু-স্থানে আসিয়া প্রথমতঃ রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহার প্রপৌত্র মিরজা অরসইদের পঞ্চদশ পুত্র মধ্যে মিরজা উমর শেখ অন্দু দেশের বাদশাহ ছিলেন তাঁহার পৌত্র হুমাউন বাদশাহ শেরের উপদ্রবে সিন্ধুনদী হইতে ৩০ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অমরকোট তীর্থ সমীপবর্ত্তি অরণ্যে পলায়নপূর্ব্বক তত্রস্থ নৃপানুগ্রহে বাস করেন তৎকালে ইং ১৫৪২ সালে অকবরের জন্ম হয়। তাঁহার ব্যবহারা-নভিজ্ঞ কালে পৈতৃক ভৃত্য বয়রাম খাঁ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া

স্বয়ং খ্যাত বাদশাহ সেকেন্দরকে তাড়াইলেন ও যে মহম্মদ
অন্যায়ে দিল্লীর পূর্ব্বাংশে উপদ্রবী হন তাঁহার মন্ত্রী হমূ ১৫৫৭
সালে দিল্লী আগরা স্বায়ত্ত করাতে প্রধান মন্ত্রী বয়রামের মন্ত্রো
বৃদ্ধি গ্রহণ করিয়া আকবর তৎ সহ যুদ্ধোদ্যুক্ত হইলেন। উভয়
পক্ষীয় বিরোধীগণ পাণিপত নগর সান্নিধ্য মহাসংগ্রাম করিল
তাহাতে হমূর চক্ষুতে এক তীর বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে
তৎ পক্ষীয় যোদ্ধারা রণভঙ্গ দিলে মহা গজারোহী হমূ সৈন্য
গণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে স্বনেত্র সহ শর নির্গত করিয়া পুনর্যুদ্ধে
অন্যূন সাহসে অনায়াসে সমরভূমি বিচরণ ও বিপক্ষাক্রান্ত বহুল
সেনাগণকে কৃতান্তালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, শেষে মোগল
কর্ত্তৃক তাঁহার মাহুত হত ও স্বয়ং ধৃত হইলেন। সংগ্রামোপরমে
ক্ষতাঘাতে হত প্রায় হমূ বহু বিপক্ষ চমূ সহ আকবরের সমীপে
আনীত হইলে বয়রাম খাঁর আদেশে বাদশাহ করবাল নিষ্কো
ষপূর্ব্বক ঐ সাহসী বন্দির গ্রীবাতে কেবল স্পর্শ করিয়া তাঁহার
কম্পিত কায় বিলোকনে রোদনে অস্থির হইলেন, তখন ধূর্ত্তমায়
মন্ত্রী বয়রাম ঐ করবালের একাঘ তেজে হমূর মস্তক ধরা নিঃ
ক্ষিপ্ত করিলেন। এই মহাজয়ে আকবরের রাজ্যে পুনঃ শান্তি
স্থাপন। প্রতাপী ও উপকারী অমাত্যের ব্যবহার ও বাদশাহের
ঔদার্য্য ও দয়ালু স্বভাব উভয়োভয়ের মিলন বহুকাল স্থায়ী
থাকে, ইহাতেই পরস্পরের ঈর্ষ্যা ও অনৈক্যতোপস্থিত হইল,
মন্ত্রী বয়রাম খাঁর মক্কা তীর্থ গমন কালে পথি মধ্যে গুজরাট
প্রদেশে তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু একজন আফগানাধ্যক্ষ ঐ উজীরকে
হত করিল। ইং ১৫৪২ সালে বাদশাহের বঙ্গদেশীয় সুবাদার
রাজা মানসিংহ তমলুক অবধি বৃহদাঙ্গ গোদাবরীপর্য্যন্ত বাঙ্গ
লার অধীন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দিগ্বিজয়কারক সেনাপতি
ছিলেন, মহারাজা ইং ১৫৯৩ সাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম স্বাধীন
প্রদেশীয় রাজবর্গ ও অধ্যক্ষদিগকে স্বক্ষমতাতে নিজাধীন
করিলেন এবং দাক্ষিণদেশে কর্ণাটরাজ্য তেলঙ্গ বিজয়পুর ও

তুঙ্গভদ্রা নদী পার্শ্বস্থ অন্যান্য স্থানের যুদ্ধে স্ত্রী বালক সহ পাঁচ
লক্ষ লোক সংহার করেন, ইহাতে বিবরণ কর্ত্তা লিখেন কর্ণাট
দেশে তাহার ৪০ বর্ষ পরেও তদ্রূপ লোকে পূর্ণ হয় নাই। বাদ
শাহ এই প্রকার অশ্ব গতি ক্রমে রাগ প্রগ্রহ কখন ধারণ করেন
নাই, তিনি দক্ষিণ দেশ জয় পূর্ব্বক ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্য শৃঙ্গাবলম্বী
হইয়া তাঁহার স্বাধিকারের দ্বিপঞ্চাশদ্বৎসরে ৫১ বর্ষ ২ মাস ৯
দিন রাজ্য ভোগানন্তর ইং ১৬০৫ শাল ১৩ আক্টোবরে আগ্রা
তে পারলোক গামী হইলেন। অশেষ সৌভাগ্যশালী বাদশা
হের মৃত্যুকালে এতন্নগরাজ্য পঞ্চদশ সুবাতে বিভক্ত ও প্রত্যে
ক সুবাতে একৈক সুবেদার নিযুক্ত ছিল। সুবার নাম। ১ এলাহা
বাদ। ২ আগরা। ৩ অযোধ্যা। ৪ আজমের। ৫ গুজরাট। ৬ বে
হার। ৭ বঙ্গভূমি। ৮ দিল্লী। ৯ কাবেল। ১০ লাহোর। ১১ মুল
তান। ১২ মালব। ১৩ বিরাট বা বেরার। ১৪ খাণ্ডেশ। ১৫ অহ
ম্মদ নগর। মতান্তরে, রাজা তোড়লমল্ল বন্দোবস্তের কর্ত্তা ছি
লেন, তিনি সমুদায় হিন্দুস্থান জরিপ জমাবন্দী করিয়া ২২ খণ্ড
পূর্ব্বক ২২ সুবা সংজ্ঞা করেন, কোন সুবাতে হিন্দু প্রধান ও
কোন সুবাতে আশরফ মোছলমান সুবেদার নিযুক্ত হইল;
কিন্তু সকল সুবাতেই হিন্দুরা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মনসব দারী রায়
রায়ানী, দেওয়ানী, পেশকারী, কানুনগোয়ী, কারকুনী, খাজা
ঞ্চী ইত্যাদি পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায়
অকবরের কীর্ত্তি ও দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিনী হইল, তিনি আবুল ফ
জল ও আবুল ফতেহ, ও হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ সভাপণ্ডিত সহ সর্ব্বদা
নানা শাস্ত্রালাপ করিতেন, রাজাবলীতে লিখিত আছে, সংস্কৃত
শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া হিন্দু মত
গ্রাহ্য হওয়াতে অকবরের অনেক রাজরাণী সত্ত্বেও হিন্দু রা
জার কন্যা বিবাহ করিলেন। কেট্রলিজ্ ইণ্ডিয়ায় ব্যক্ত আছে,
অকবর বাদশাহ ২৩ বর্ষ বয়সে ইং ১৫৬৮ শালে জয়পুর ও
মাড়োয়ার দেশীয় রাজার কন্যা বিবাহ করেন এবং হিন্দু রাণীর

মর্ত্তজাত, [illegible] পুত্র জেহাঙ্গীরও পিতৃ বর্ত্তমানে জয়পুরের রাজবংশীয় এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহাতে চিতোর অথবা উদয়পুরের রাজবর্গ ব্যতীত অন্য সমুদায় রজপুত ভূপতিরা গৌরব জ্ঞান করিতেন যেহেতুক তাঁহাদের দুহিতাগণকে বাদশাহ বংশীয়েরা পরিণয় করিয়া থাকেন। উক্ত ব্যাপারে চিতোর ম[illegible]পাল তাঁহাদের সহ সম্বন্ধ ও আহার ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিলেন। কেহ২ অকবরের বাদশাহী ৫৬ বর্ষ কহেন অকবরের পুত্র শেলিম নূরুদ্দীন মহম্মদ জেহাঙ্গীর নামে অর্থাৎ পৃথ্বীজয়কারী আখ্যায় ইং ১৬০৫ শাল ২১ আকটোবরে বাং ১০১২ হিজরি ১০১৪ শালের ২৪ জমাদিয়ল আখেরে দিল্লীর সিংহাসনে পবিষ্ট হয়েন। শেলিমের ঔরস পুত্র খসরো তাঁহার শ্বশুর আজিম খাঁ ও মাতুল রাজা মানসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনাভিষিক্ত [illegible]নিমিত্ত উদ্যোগী হইলে মহারাজ ঐ উভয় পরাক্রমী বিবাদিকে শাসনাশক্ত জ্ঞানে সুবে মালোয়াতে আজিম খাঁকে ও বাঙ্গালায় রাজা মানসিংহকে সুবেদারী কর্ম্মে প্রেরণ ও স্বীয় অবাধ্য পুত্র খোসরোকে কারাবদ্ধ করিলেন। মানসিংহ জেহাঙ্গীরের আদেশে সুবিখ্যাত সেরখাঁকে নষ্ট করিতে অস্বীকৃত হইলে কর্ম্মচ্যুত হয়েন, ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরি অব বেঙ্গালে লিখিত আছে। রাজা মানসিংহ কতিপয় বৎসরাবধি স্বচ্ছন্দে পৈতৃক বিভব পালন করিয়াছিলেন কিন্তু দেকান দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ পদাভিষিক্ত হইয়া তথায় গমনোত্তর ইং ১৬১৫ হিং ১০২৩ সালে লোকান্তরগত হয়েন। ইতিহাসে কথিত আছে যে ষষ্টিজন মহিলা তাঁহার চিতানলে সতীত্ব রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার পাঞ্চদশ শত স্ত্রী ছিল ও প্রত্যেকেরই দুই তিন সন্তান প্রসব হইল কিন্তু তৎপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী রাজা বাহসিংহ ব্যতিরেকে অপর সকল পুত্রই তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে শমন নিকেতনে গমন করিয়াছিল। সেলিম জেহাঙ্গীর সিংহাসনস্থ হইবা মাত্রই সেরখাঁর স্ত্রী মেহেরন্নিসার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়াগ্নি প্রজ্বলিত

হইলে লজ্জা ও ন্যায় শালিসের সুখ প্রতিবন্ধকাভাবে ঐ মনো রমা কামিনীর কর গ্রহণ করিলেন। উক্ত মেহরলের পিতা তার্ত্তারীয় খাজা আয়াস স্বদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক সৌভাগ্য লাভার্থে হিন্দুস্থান যাত্রানুকূল অত্যল্পপাথেয় ও স্ত্রী সমভিব্যাহারে গম ন করিলেন, পথিমধ্যে ব্যয় অকুলন হেতুক সমূহ ক্লেশিত ও তদোধিক অন্য বিপদি হইলেন অর্থাৎ আরন্য রথ্যাভ্যন্তরে অন্তর্ব্বত্নী পত্নী এক কন্যা প্রসব করিল ঐ দম্পতী নব প্রসূতাক ন্যাকে কোন লোকালয়ে লইয়া আবাস গ্রহণ জন্য যাইয়া নিরা শিত হইলে অতি দুঃখে এক বৃক্ষ মূলে তাহাকে রাখিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল, যখন ঐ বিটপ দর্শিত হইল, তখন তন্মাতা অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত মায়াবী স্বভাবে সাশ্রুপাত পরোপূর্ণা হইয়া ভয়ানক কৃষ্ণসর্প বেষ্টিতা দুহিতা দর্শনে ভীতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বামী সম্বোধন করিলে আয়াস বিপুলাগ্রাসে তৎ স্বরানু দ্রাবক ক্রন্দনাদি শ্রবণে হইয়া নিরীক্ষণ করিল যে দংশক অহি ভূমি পতিতা সুতাকে দংশনার্থে ওষ্ঠ ব্যাদান করিতেছে। তখন সন্ত্রা সিত চিত্তে আসন্ন মৃত্যু স্থানে আকাশ স্পর্শী কর্ক শ চীৎকার ক রাতে সর্প ভয়ে স্থানান্তরিত হইল, এই অদ্ভুত দর্শনে তৎ পিতা ঐ দুহিতা পালনার্থে সাহস পাইল এবং অন্নাভাবে তাহাদের সামর্থ লুপ্ত হওনের পূর্ব্বে অন্য পথিকেরা মিলিয়া আহারাদির আনুকূল্য করিল অতএব জগদীশ্বর প্রসাদাৎ বনে বিসর্জ্জিত অরক্ষিত ব্যক্তিও পরিত্রাণ পাইতে পারে। আয়াস হিন্দুস্থানে উত্তীর্ণ হইয়া অকবর বাদশাহের কৃপায় অচিরেই দিল্লীস্থ তাব দ্রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ হইলেন, সুতরাং ধন ঘন উভয়কে তুল্য জ্ঞান করা যায় যেহেতুক কোথা হইতেই বা আইসে ও কোথায় বা প্রলয় পায় তাহাও বুদ্ধির অগম্য। আয়াসাত্মজা ক্রমে ক্রমে লোক প্রাধান্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্তা ও তদনুরূপ বিদ্যাভ্যাসাদি গুণ সম্পন্না হইলেন, ইহাতেই ভারতবর্ষ মধ্যে রূপে গুণে তত্তুল্যা অন্য নারী ছিল না। মেহেরল নিসসা জেহাঙ্গীরের রাণী হইলে

নূরজেহান নামে খ্যাতা হন তিনি অনুপম সূচী কর্ম্ম ও প্রতি মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। স্বাভাবিক সখাভিলাষী মহারাজা ও ঐ প্রিয়া সুলতানা মহিলা কর্ষণে প্রীতি নিবন্ধ হেতুক নিতান্ত কর্ম্ম রহিত হইলেন, তখন বাদশাহের এবং রাজ্যের উপরে নূরজেহানের পরাক্রমের সীমা থাকিল না, সেই কালে খাজা আয়াস উজীরী পদ পাইয়া শতাবধান পূর্ব্বক রাজ কার্য্য করত সৌভাগ্য ভাগী হইলেন। মহারাজা ইং ১৬২৫ শালে মনোহর কাশ্মীর দেশ জয় পূর্ব্বক কিয়ৎকাল তদ্দেশে বিহার করত উত্তমরূপে রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিলেন। ইং ১৬২৭ শালে বাদশাহ, পুরাতন উজীর মহব্বতের পরাক্রম ন্যূন করণার্থে এক দিন তজ্জামাতাকে অপমান করাতে ঐ মহোপকারী মন্ত্রী বিষণ্ণ হইয়া পর দিন বাদশাহের লাহোর ও কাবেল গমন কালে বেহৎ নদী সংক্রমণ দ্বারা তাঁহার বহুল সৈন্য পরপারে গেলে মহব্বত অকস্মাৎ দ্বিসহস্র রজঃপুত সৈন্য লইয়া ঐ সেতুতে অগ্নি সংযোগ এবং বাদশাহ ও মেহরল রাণীকে কৌশলে স্বশিবিরে বদ্ধ করত নূরজেহানের প্রতি বাদশাহের মনোভঙ্গ করাইলে তিনি রাজ্ঞীকে বধাজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাঁহার প্রিয় বচনে ও সদ্ব্যবহারে মহব্বতকে কহিলেন “ঐ রোদনকারিণীকে কি তুমি রক্ষা করিবা না„ পরে উজীর গুপ্ত ঘাতকদিগকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। কিয়ৎকাল গতে সর্ব্ব বিরোধ নিরোধ হইল। জেহাঙ্গীর বাদশাহ ২২ বর্ষ ৩ মাস রাজত্ব করিয়া মরিলেন। তৎপুত্র সাহাবুদ্দীন মহম্মদ খোরম শাহজাহান ১৬২৮ শালের প্রথমে মোগল বংশীয় সিংহাসন বিভূষিত করিলেন। আদৌ রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হেতুক সাজেহান সন্তানগণ ব্যতীত এক দ্রব্যাভিলাষী তৈমুর বংশীয় তাবৎ পুত্রদিগকে হত করিলেন। ইং ১৬৩২ শালে মহারাজা গৌলকণ্ডা বাদে পহুছিলে নানা প্রদেশাধ্যক্ষগণ সসৈন্য তৎসহ সম্মিলিত হইলে তিনি আবদ্ধ সম্পাদকত্ব গুণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ্যর্থে যদ্ধোদ্যোগী

হইয়া ঐ মহাসৈন্যানি বাদশা আপনি বিভক্ত করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের উপরে স্রোতোবৎ পাতিত হইলেন, এবং মহারাজা যোদ্ধাগণকে আজ্ঞা করিলেন যে " মনুষ্যের অতি দুঃখ দায়ী সংগ্রাম শীঘ্র সমাপ্ত করিলেই ক্লেশের অপায় হয় সুতরাং তোমরা সমরে কোন নির্দ্দয় কর্ম্মোপোলক্ষ করিবা না। সাজেহান এবংপ্রকারে সম্বৎসর মধ্যে একশত পঞ্চদশ দুর্গ ও নগরাধিকার করত দুঃখে নিমগ্ন দুর্ভাগ্য ভূপতি বর্গকে এই নিয়মে শাস্তি বিতরণ করিলেন যে তাঁহাদের তাবদ্রাজ্য মোগলাধঃপাতী হইল। পারস্য দেশীয় বাদশাহ আব্বাস কর্ত্তৃক আক্রান্ত কান্দার রাজ্য পুনর্ম্মোগল হস্তে পতিত। সাজাঁহা স্বরাজ্যে দৃঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাবদ্বিষয় হস্তস্থ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থার অলংঘ্যতা প্রযুক্ত অতি সুখ্যাত ছিলেন ও আক্‌বরাপেক্ষা দশগুণ উত্তম রূপে রাজ কর সংগ্রহ করিলেন। ইং ১৬৫৫ শাল গত হইলে বাদশাহের রোগোৎপত্তি জন্য তাঁহার মরণাবধারিত মাত্রেই রাজকুমার দারাশিকো, সুজা, আরঙ্গজেব, মুরাদ, ইহারা সিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে মহা বিরোধী হইলেন ইতোমধ্যে মহারাজা নীরোগী হইলে স্বপরাক্রম স্বকরে লইলেন কিন্তু আরংজেবের বলবতী শৈলীতে তৎপুত্র মহম্মদ দ্বারা আগরার দুর্গে কারারুদ্ধ হইলেন আরঙ্গেব দিল্লী সমীপবর্ত্তী আজাবাদ উদ্যানে ইং ১৬৫৮ শাল ২ আগষ্টে রাজ চিহ্ন ধারণ ও আলমগীর (পৃথ্বীজেতা) এই সগর্ব্ব নাম গ্রহণ করিলেন। আলমগীরের সপ্তম বর্ষ রাজ্য কালে ইং ১৬৬৫ শালে তৎপিতা মৃত্যুমুখ গত হন। সাজাঁহার রাজত্ব ৩২ বর্ষ ছিল। তৎপুত্র মহিয়দ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর আপনার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ মাজমকে যুবরাজ প্রকাশ করত শাহ আলম (পৃথ্বীর মহারাজা) নামদিলেন। ১৬৬০ সালের অনাবৃষ্টি হেতুক ভারতবর্ষে মহা দুর্ভিক্ষ হইলে মহারাজা সাধারণের হিতার্থে বহু ধন ব্যয় ও প্রজাবর্গের রাজস্ব ক্ষমা করিলেন। মাড়োয়ার

বিরক্ত হইল। ঐ নিন্দিত মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র ফররুখসিয়ার যমুনা পারে বাদশাহ সহ ভীষণ সংগ্রাম করিলেন, তাহাতে জাহান্দর পরাজিত হইয়া রজনীযোগে ছদ্মবেশে দিল্লীতে আসিলে শত্রুরা রাজপুরী বেষ্টন পূর্ব্বক বাদশাহকে হত করত দিল্লীর রথ্যাতে নিক্ষিপ্ত করিল। জাহান্দর ৯ মাস রাজত্ব করেন। মতান্তরে ১ বর্ষ ৬ মাস। মৃত আজিমুশশানের পুত্র ফররুখসিয়ার ইং ১৭১৩ শালে এতদ্দেশীয় ঐকাধিকাত্যের আদি ক্রিয়া স্বীয় প্রজাবর্গ সংপাতি স্বভয় সূচক জাতিবর্গকে সংহার পূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। অভিনব বাদশাহের সরকার। সৈয়দ হোসেন আমীরল ওমরা নামে খ্যাত বক্সী ও কোতবুলমল্ক নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ আবদুল্লা মন্ত্রী হইল। তাঁহারা পরাক্রান্ত হইয়া প্রায় রাজকীয় তাবচ্ছক্তি গ্রহণ করাতে বাদশাহ ও ঐ সৈয়দ দ্বয়কে সংহারার্থে গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইং ১৭১৯ শালে লাহোরাধ্যক্ষ দক্ষিণ দেশে শিখদিগকে পরাজয় করেন ঐ সনে মহারাষ্ট্রীয়দের সেতারা দুর্গ বেষ্টনকালে হোসেন শুনিলেন " সাম্ভাজীর পুত্র শাহুজির প্রতি তাঁহাকে বধার্থে বাদশাহের অনুমতি হইয়াছে. তজ্জন্যক হোসেন দিল্লীতে আসিলেন। তৎকালে দক্ষিণদেশে বাদশাহের করগ্রাহকের এবং দশমাংশ ও চতুর্থাংশ রাজস্ব গ্রাহক মহারাষ্ট্রীয়েরা জলৌকাবৎ প্রজালোকে প্রবেশ করিল। বাদশাহের শ্বশুর রাঠোর বংশীয় রজপুত রাজা অজিত সিংহ উজীর আবদুল্লা সহ সৌহার্দ্দ করিলেন ও নানা প্রকারের রাজ বিদ্রোহোপস্থিত হইল। ফররুখসিয়ার অন্তঃপুরে আপনাকে বদ্ধ করিলেন এবং বহির্যোগাসমর্থ হইলেন তাঁহার মিত্রামাত্যেরা ও অস্ত্র ধারণ করিল এইকালে মন্ত্রী আবদুল্লা মহারাজাকে বলাৎসিংহাসনচ্যুত পূর্ব্বক কারাবদ্ধ করিয়া আলমগীরের প্রপৌত্র শিশু রফিউদ্দরজাতকে রাজ সিংহাসনে বসাইলেন। ফররুখসিয়র আশ্চর্য্য কৃতাকৃত অনিশ্চয়ে বধ হইলেন।

[illegible] ৬ [illegible] মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে অভিনব মহারাজা এ [illegible] পরে তৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রফিউদ্দৌলা ৩ মাস রাজত্ব করিয়া মরিলেন। অনন্তর খোজেস্তা আখতরের পুত্র রৌসন আক [illegible] ই০ ১৭২০ শালে মহাম্মদশাহ নামে খ্যাত হইয়া সিংহাসনো [illegible] হইলেন। তিনি অতি জ্ঞানবতী জননীর পরামর্শে সৈয়দ দ্বয়ের নিতান্তাধীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে যথার্থ ঐ মহা রাজেন্দ্র গুপ্ত বাসনাও বলবতী হইল। যখন হোসেন মহাসৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মহম্মদ শাহকে সঙ্গে লইয়া মালব দেশীয়াধ্যক্ষ নিজাম্‌উল্‌মুল্‌ক সহ যুদ্ধার্থে দেকানে যাত্রা করিলেন সেইকালে পথিমধ্যে হয়দর নামক ঘাতক দ্বারা হোসেন হত হইল তৎ সংবাদ শ্রবণোত্তর উজীর আবদুল্লা বাদশাহ সহ মহা সমর করত ধৃত হইল, এইরূপে চিরন্তন শত্রু সৈয়াদ দ্বয় নষ্ট হইলে মহম্মদ শাহ সম্বৎসরের পর পরাধীনতা ত্যাগ করত মহা সমা রোহে সিংহাসনারোহণ করাতে অমাত্যেরা জয়ং ধ্বনি করিল। মহারাজা অত্যন্ত সুখ মগ্ন, লঘু চিত্ত, অবিবেচক ছিলেন তদ্ধেতুক তাঁহার রাজ্যে বহু বিভ্রাট হইল। ই০ ১৭৩২ শালে শাহজী সেনাপতিকে মালব ও গুজরাট দেশাধিকার দেওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়েরা সপ্রতাপে আগ্রা প্রয়াগ দিল্লী পর্য্যন্ত লুট করিবা পরে অযোধ্যার নবাব সাদৎখাঁ কর্ত্তৃক ১৭৩৫ শালে তাহারা তাড়িত হইল। অনন্তর তত্রস্থ বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে [illegible] দিতে স্বীকৃত হইয়া পুনরাগমন নিবৃত্তি করেন এই কুশাসিত রাজ্যের উপরে পারসিদেশীয় বাদশাহ খোরাসানের গোপ পুত্র নাদিরশাহ কাবোলায় আফগানদিগকে কদলী তরুবচ্ছেদন পূর্ব্বক দিল্লীতে মহম্মদ সমীপে স্বপক্ষী কতিপয় ব্যক্তি সহ এক [illegible] পাঠান, তাহারা কাবোলে প্রত্যাগমন কালে জালালাবাদের লোক কর্ত্তৃক কতক ব্যক্তি হত হওয়াতে তদ্ধি [illegible] সমীপে হইল, তিনি অমনোযোগী হওয়াতে [illegible] নাদিরশাহ [illegible] পূর্ব্বক জলালাবাদ পেশোর

[illegible]র কর্ণাল দিল্লীতে বহুপ্রাণী হত্যা করিলেন। অতঃপর
বাদশাহ বেগম সমক জমানিয়ার পরামর্শে মহম্মদশাহ সেই
খড়্গালম্বে আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে প্রার্থনা করাতে নাদেরশাহ যুদ্ধ
বারণ করিলেন পরিশেষে এই সন্ধি হইল যে সিন্ধুনদীর পশ্চি
ম পারস্থ কাবোল এবং তাতার ও মুলতানের এক ভাগ মোগল
রাজ্য হইতে স্বতন্ত্রীকৃত হইয়া পারসী রাজ্যান্তঃপাতী হইবে।
উক্ত নাদেরশাহ দিল্লীতে ৩৭ দিন থাকিয়া ইং ১৭৩৯ শালে ১৪
এপ্রেলে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ইং ১৭৪৭
শালে দোরানী বংশীয় অহম্মদ আবদালী সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক
কান্দাহার কাবোল লাহোরাধিকার করত দিল্লী আক্রমণ করি
লেন। মহাম্মদ শাহের মন্ত্রী ও মহাসৈন্যগণ সাবধান পূর্ব্বক
আবেদালীকে নিবারণার্থে শতদ্রু তীরে গমন করিল। তিনি
বাদশাহী সেনাদিগকে পশ্চাৎ করিয়া ধনশালী সরহিন্দা স্থা
ন এবং উজীরকে হত করিলেন। পরদিন সরহিন্দাস্থ বারুদ
ও তোপখানায় অকস্মাৎ অগ্নি সংযোগ হওয়াতে বহু প্রাণী যম
রাজ্যান্তঃপাতী হইল ইহাতে আবেদালী অতি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া
অপ্রত্যাশায় কাবোলে গেলেন। এই সুসংবাদ শুনিয়া মহাম্মদ
শাহ ৪৯ বর্ষ বয়সে ৩০ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া ১৭৩৯ শাকে
অধিক অহিফেণ ভক্ষণদ্বারা ক্ষীণ হইয়া মরিলেন। তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র
অহম্মদ শাহ অবিরোধে রাজ সিংহাসনারূঢ় হইলেন। নিজা
মুলমুলকের পৌত্র সাহেব উদ্দীন খাঁ অযোধ্যার নবাব উজীর
সফদর জঙ্গের আনুকূল্যে নিজ পিতার গাজীউদ্দীন খাঁ খেতাব
ও আমিরল ওমরা এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পদ পাইলেন সুর্য্যমল্ল জাঠ
আগরাধিকার করাতে অবাধ্য সৈন্যাধ্যক্ষ গাজী উদ্দীন খাঁ মল
হররাও হোলকার নামা মহারাষ্ট্রীয়াধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া ১৭৫২
শালে জাঠেরদিগকে দুর্গে তাড়াইলেন এবং ঐ দুর্গ খাঁ[illegible]
মিত্র বাদশাহ সমীপে বৃহত্তোপ যাচ্ঞা করাতে তিনি[illegible]

হইলেন। সূর্য্যমল্ল তাঁহাদের মনোবৃত্তিজ্ঞ হইয়া নিবেদন করিল যদি বাদশাহ সেকেন্দরাবাদে আমার সহ মিলিত হয়েন তবে আমি আমিরল ওমরা হইতে মহারাজের ভয়োৎসারণ করিব,, আহম্মদ শাহ এই কৌশলে বদ্ধ হইয়া মৃগয়া ছলে স্বপরিবারে তথায় গমন করিবা মাত্রই মহলার তাঁহার শিবিরে আসিলে রাজা অমাত্য সহ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া পলাইলেন ও সৈন্যেরা ছিন্নভিন্ন হইল, তৎকালে গাজিউদ্দীন খাঁ নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে প্রস্থান পূর্ব্বক বাদশাহ ও তাঁহার মাতাকে ধরিয়া উভয়ের চক্ষু নষ্ট এবং ১৭৫৩ শালে জেহান্দর বাদশাহের পুত্র আজীজুদ্দীন খাঁকে কারামুক্ত করিয়া দ্বিতীয় আলমগীর নামে বাদশাহ করিলেন। সফদরজঙ্গের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুজাউদ্দৌলা পিতৃ পদাভিষিক্ত হইলেন। অযোগ্য বাদশাহ আলমগীর সানীর রাজত্ব কালে আবদালী জাঠদিগকে দমন ও দুরাত্মা উজীর হইতে বাদশাহকে রক্ষা করণার্থে নজীবদ্দৌলাকে ওমরা পদে স্থাপন করত স্বদেশ যাত্রা করেন। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী গৌহর শাহ রাজমন্ত্রীর উৎপাতে ইং ১৭৫৬ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের আশ্রয়ে আসিলেন। প্রাচীন উজীর উমদতুলমুল্ক বাদশাহ বধার্থে একজন কাশ্মীরীকে আজ্ঞা দিলে তিনি অস্ত্রাঘাত দ্বারা আলমগীর সানিকে হত করত যমুনাতীরে নিক্ষেপ করিলেন, সে শব ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিল। দ্বিতীয় আলমগীরের বাদশাহী ৭ বৎসর ছিল। ঐ পদভ্রষ্ট উজীর উমদতুলমুল্ক, আলমগীর জনক কামবক্সের পুত্র মুহীউল সন্নতকে কারামুক্ত করিয়া বাদশাহের [illegible] করিল। ইং ১৭৬০ শালে অহম্মদ আবদালী ও প্রবল মহারাষ্ট্রীয়েরা পরস্পর বিরোধ করাতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তস্থ দূরদেশীয় লোকদিগের এতদ্দেশে আগমনের পথ পরিষ্কার হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য তিতিক্ষাতীত হইয়া [illegible] জাতীয় [illegible] ও [illegible] আবদালীকে আহ্বান করিল। প্রথম যুদ্ধে রোহিলারা মহারাষ্ট্রীয়দের অনীতি

সহস্র তুরঙ্গমারোহী সৈন্যগণকে প্রায় হত করিল, ইহাতে সিপ্‌
কেরা প্রবলরূপে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইল এবং
অতি সুন্দর পুরুষ সদাশিবরাও ভাউ রণে হত ও দ্বাবিংশতি সহ
স্র স্ত্রী পুরুষ আবেদালীর হস্তস্থ ও একলক্ষ চত্বারিংশৎ হয়া
রোহী প্রায় হত হইল। যুদ্ধোপরমে মহারাষ্ট্রীয়েরা ২।৩ জন
সেনাপতি ও অত্যল্প অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া স্বদেশে পলাইল
আবেদালী এই মহাজয়ে কিঞ্চিৎ ফল গ্রহণ না করিয়া কেবল
দিল্লীতে কএক মাস থাকিয়া আলীগৌহর শাহ আলমকে সিং
হাসনে বসাইতে স্থির করিলেন। তৎকালে তিনি বাঙ্গালায় ছি
লেন। এজন্য নজীবুদ্দৌলাকে রাজকার্য্য ভার দিয়া কাবোলে
প্রস্থান করিলেন।

ইতি সারাবল্যাং দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্য বিবরণ।

ইংলণ্ডীয় মহারাণীর আজ্ঞানুসারে ইং ১৫৮৬ শালে ২১
জুলাই মেং তামস্‌ কাবেণ্ডস্‌ ৩ জাহাজ প্রস্তুত পুরঃসর প্লিমৌৎ
নগর হইতে যাত্রা করিয়া আমেরিকাতে গেলেন পরে চীনের
নিকটস্থ ফিলিপিন্স, লাদ্রোণ, মালাক্কা যাবা প্রভৃতি উপদ্বীপ
ভ্রমণ করিয়া ইং ১৫৮৮ শালে ৯ সেপ্‌টেম্বরে প্লিমৌৎ নগরে
প্রত্যাগমন করেন, তিনি বাণিজ্য বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান পাও
য়াতে ইংরাজেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে আরও উৎসাহী হই
লেন, বিশেষতঃ ১৫৯৩ শালে ৪৮০০০, মোন বোঝাই পোর্ত্তুগী
শীয় এক জাহাজ ধৃত ও দার্টমৌৎ নগরে আনীত হইল তদানীং
তত্তুল্য বৃহৎপোত ইংলণ্ডে আর দৃষ্ট হয় নাই, তাহাতে ভারত
বর্ষীয় লবঙ্গ, জায়ফল, রেসম, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রস্তর, বস্ত্র, ঔষধ,
বহুমূল্য কাষ্ঠাদি ছিল সুতরাং ইংলণ্ডীয় সমাজস্থ কতিপয় ব্যক্তি
লোভাক্রান্ত হইয়া ত্রিটিস্‌ জাতী দ্বারা পারস্যের মহাখাল তটস্থ
আরমস্‌ নগর ও গোয়াতে পর্ত্তুগিসীয় বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতি

দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক যবন রাজধানী আগরা লাহোর দর্শন করত বাঙ্গালাতে আসিলেন, তথা হইতে পেগু মলাক্কা যাইয়া সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে গমন করেন, ইং ১৫৯৯ শালে ইংলণ্ডীয়া রাজ্ঞীর সমীপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য করণানুমতি প্রার্থনা করাতে তিনি সম্মত হয়েন, তৎকালে বণিক সমাজের ৩০১৩৩০ টাকা মূল ধনে ১০১ অংশী ছিল, এবং ইং ১৬০০ শালে ৮ অক্টোবরে পঞ্চ পোত প্রস্তুত হইয়া লৌহ সিসা দস্তা বনাতের থান ও অন্যান্য দ্রব্য ও মনোরম্য দ্রব্যোপহারার্থে বোঝাই হইলে মান্য বণিক সম্প্রদায়স্থেরা স্ব২ কর্ত্তব্যতা বিষয়ে ৩১ ডিসেম্বরে মহারাণী ইলিজাবেথ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইং ১৬১২ শালে প্রেরিত জাহাজ সমূহ সুরাট হইতে অনতিদূর স্বালী নগরে পোর্ত্তুগীশীয় পোত কর্ত্তৃক বাধিত হইলেও ইংরাজেরা সুরাট ও আহম্মদাবাদ ও কাম্বিয়া ও গোগো নগরে কুঠি স্থাপনাজ্ঞা পাইয়া শতকরা ৩।০ টাকা শুল্ক দিতে সম্মত হওয়াতে তন্নগরাধ্যক্ষেরা অবাধে বাণিজ্য করিতে দিল এবং ১৬১২ শালে ১১ জানুয়ারিতে জেহাঙ্গীর বাদশাহের অনুমতিপত্র পাইলেন, ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষোৎকৃষ্ট অঙ্গ বঙ্গাদি বৃহদ্রাজ্যে ইংরাজেরা প্রথমে স্থাপিত হইলেন। অনন্তর অতি বিচক্ষণ রাজউকীল সর তামস রো ইঙ্গলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া ইং ১৬১৫ শালে আদৌ বুরহানপুরস্থ জেহাঙ্গীর পুত্র পরবেশ সমীপে নমস্কার জানান তিনি সরলতা ব্যবহারে এবং মাধুর্য্যালাপে তাঁহাকে সমাদর করেন। পরে উকীল সাহেব আজমেরে গিয়া বাদশাহ সহ সাক্ষাৎ করিলেন। দূর দেশীয় নৃপতির যাত্রা ও সেলাম দ্বারা জাহাঙ্গীরের সাহঙ্কার সন্তোষ জন্মিল। কিঞ্চিৎ কাল গতে দিল্লী পাতশাহী রো সাহেবের প্রার্থিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বাণিজ্যকরণ প্রভৃতি অনুমতিপত্র পাইলেন, তাহাতে সৌরাষ্ট্র বাঙ্গালা সিন্ধুদেশে বাণিজ্যানুজ্ঞা বিশেষরূপে লিখিত ছিল। ইংরাজেরা ১৬৪০ শালে প্রথমে মান্দ্রাজে আপনাদিগকে স্থাপন এবং তৎপর

বর্ষে ফোর্টসেণ্ট জর্জ নামে এক গড় নির্ম্মাণ করিলেন। ইং ১৬৫১।৫২ শালে ডাক্তর বোটন দিল্লীশ্বরের অনেক ব্যাধি শান্তি করাতে ও ইং বাং ৩০০০ মুদ্রা দেওয়াতে কুঠিকরেরা বঙ্গরাজ্যে বিনা করে বাণিজ্যানুমতি পাইলেন। ইং ১৬৬২ শালে পোর্ত্তুগালীয় নৃপতি আত্মকন্যা কাথারিণের বিবাহকালে আপন জামাতা ইংলণ্ডীয় রাজাকে যৌতুক স্বরূপ বোম্বে নগর দিলেন, তদ্দেশ গ্রহণার্থে প্রেরিত লর্ড মার্লবরো ১৮ সেপ্টেম্বরে বোম্বে নগরে আসিলে তৎ স্থানীয় পোর্ত্তুগীসেরা তাঁহাকে বাধা দিল। কিয়ৎ কাল গতে ইংরাজেরা বোম্বে ও সালসেট উপদ্বীপাধিকার করাতে ১৬৬৮ শালে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা কোম্পানি হইতে অশীতি মুদ্রা বার্ষিক কর গ্রহণে সাব্যস্ত করিয়া ঐ উপদ্বীপ তাহাদিগকেই দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ আরঙ্গজেব আলমগীর ইং ১৬৬৯।৭০ শালে মহারাষ্ট্রীয়দের সহ যুদ্ধে ইংরাজগণের সাহায্যে দুইবার জয়ী হওয়াতে সন্তুষ্টচিত্ত ইংরাজদিগকে উচ্চমাত্তম পদ দিতে চাহিলেন, তাঁহারা তাহা না লইয়া কলিকাতাতে, কিঞ্চিদ্ভূমি লইলেন। ভারতবর্ষে ভূমি সম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর এই হইল। ইতি পূর্ব্বে ১৬৬২ শালে সর জর্জ অক্সেণ্ডেন মনোনীত হইয়া সিংহল দ্বীপাবধি সুফার্শ পর্য্যন্ত তন্মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষোত্তরাংশস্থ তাবৎ কুঠিপতিরা প্রধানরূপে সৌরাষ্ট্রে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার বেতন বর্ষে২ কেবল ৩০০০ টাকা কিন্তু বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে প্রতি হায়নে দিনহস্র মুদ্রা পাইতেন। ইং ১৬৭৬।৭৭ শালে মান্দ্রাজের অনধীন হইয়া বাঙ্গালার কুঠিপতিরা প্রাধান্য পাইলেন। ঐ কালে কোম্পানি তাঁহাদিগকে চীনদেশে বাণিজ্য ও চার ব্যবসায়ে বার্ষিক ২৫০ মুদ্রা ব্যয়ের আজ্ঞা দিলেন। ইং ১৬৮৬ শালে কোম্পানির কর্ম্মচারী নিকলসন সাহেব বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া নবাবী সৈন্য সহ রণে পরাস্ত ও সুতানুটী পরে কলিকাতায় পলাইলেন, পরে দাক্ষা হইতে নবাব সায়েস্তা খাঁর অত্যাচারে কুঠিপতি চার্ণক সাহেব

দৃঢ় সাহসে সংগ্রাম করিয়া মোগলদিগকে পরাস্ত ও থানার দুর্গাক্রম ও হিজলি হস্তগত ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও বালেশ্বর বন্দর লুট ও নবাবের চত্বারিংশজ্জাহাজ অগ্নিদাহ করিলেন। সাইস্ত্যা খাঁও কোম্পানির কাসিমবাজার ও পাটনার বাণিজ্যা লয় হস্তগত ও লুণ্ঠন করিলেন। ইং ১৬৮৭ শাল ১৬ আগষ্টে যব ন ম্লেচ্ছ পুনরৈক্য ও ইংরাজেরা হুগলি কুঠির কার্য্যারম্ভ করি তে পুনরনুজ্ঞপ্ত হইলেন, বোম্বে নগরাধিপতি সর জন চাইল্ড ও মান্দ্রাজস্থ কাপ্তান হীথ সাহেবের বঙ্গাদি দেশে অবিবে চিত কার্য্য দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইলে তিনি ভারতবর্ষে কো ম্পানির তাবদ্বাণিজ্যালয় রোধ ও বহু প্রাণী বধ করত ইংরাজ দিগকে বিবিধ শাস্তি দিলেন। ইংলণ্ডীয়েরা ১৬৮৯ শালে কর মণ্ডল তটস্থ অথচ কুদ্দলোরের কিঞ্চিদ্দক্ষিণে তিগনাপত্তন নামক বন্দর তদ্দেশীয় রাজা হইতে ক্রয় করিয়া নৃপানুজ্ঞাক্রমে সেণ্ট দাউদ নামে এক দুর্গ নির্ম্মাইলেন। ইং ১৬৯১ শালে মহাসভা (পার্লিয়ামেণ্ট) পুরাতন কোম্পানির পদলোপ পূর্ব্বক নূ তন কোম্পানি স্থাপন করাতে নানা বিভ্রাট হইল। পুরাতন কোম্পানি ১৬৯৮ শালে জুলাই মাসে বঙ্গায় সুবেদার আজীম ওশ্বশানের আদেশে সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমীদারী ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে সর চার্লস্ আইয়র সাহেব পূর্ব্ব আরব্ধ দুর্গ সম্পন্ন ও সুনির্ম্মাণ করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজার নামা নুসারে ফোর্টউলিয়ম নাম রাখিলেন। এবং সেই বর্ষে ১৩ জা হাজে ৫২৫০০০০ মুদ্রার বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন সুতরাং ইহা দেরই প্রাধান্য রহিল। নূতন কোম্পানির ব্যবসায় অল্পতা জন্য উভয়দলে কেবল বিরোধেরই প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ১৭০২ শালে ২২ জুলাই ঐক্য হইয়া সম্মিলিত কোম্পানি নামে খ্যাত হইল তাবদ্দ্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই কোম্পানিদ্বারা তাবৎ কার্য্য নি র্ব্বাহ হইতেছে। পৃথক২ বণিকেরা ঐক্যশালী হইলে ভারত বর্ষীয় বাণিজ্য কার্য্যের সুধারা জন্য ঐ কোম্পানির অধিপতিরা

কতকগুলীন লোককে দলেং বিভক্ত করিলেক। কোম্পানির সভা মধ্যে পঞ্চসহস্র মুদ্রার ন্যূনাংশধারিরা কোম্পানির কোন কার্য্যে সম্মতি বা অসম্মতি দেওনোপযুক্ত ছিলেন না ঐ সম্প্রদায় (নিয়ামকেরা) ২৪ জন নিযুক্ত হইতেন এবং একং জন বিংশতি সহস্র টাকা মূল্যক কোম্পানির মূল দলের অংশধারী না হইলে নিয়ামকত্ব পদে নিযুক্ত হইতেন না। ঐ ২৪ জন কোর্ট আফ ডাইরেকটর্স নামে খ্যাত এবং তন্মধ্যে একজন প্রধান রূপে ও একজন তদধীনে নিযুক্ত হইতেন। ঐ ২৪ জন নিয়ামকেরা দলেং কমিটী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া কার্য চালাইতেন। ইং ১৭০৭ শালে কলিকাতায় বাণিজ্যালয় সর্ব্ব প্রধান হইল।

ইং ১৭৪১ শালে মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর পৌত্র রাজ্য ভ্রষ্ট শাহজী ইংরাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তাহারা কোলেরুন নদী পারে মহারণ্যানি প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষুদ্রবর্ষে গমন করত দেবীকোট দুর্গের পঞ্চক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিলে তঞ্জাউরের প্রজাবর্গ বহু বাধা দিল সুতরাং কাবেরী নদীর মোহানায় দুই ক্রোশ দূরে যুদ্ধ জাহাজ থাকিলেও বার্ত্তা অপ্রাপ্তিবিধায়ে ও শাহজীর অদর্শনে ফিরিয়া আসিলে মান্দ্রাজস্থ গবর্ণরের আদেশে সৈন্যাধ্যক্ষ মেং লরেন্স সসৈন্য পুনরাক্রমণ পূর্ব্বক ঐ দুর্গের ভিত্তিভেদ মাত্র করিলেন ফলতঃ কৃতকার্য্য হইলেন না বিশেষতঃ সৈন্যগণ দুর্গমারণ্যাকীর্ণ তন্তরণীতটিনীর খর স্রোতে পরপারে যাইতে অসমর্থ হইল। কিন্তু জান, মোর সাহেব এক কাষ্ঠ ভেলা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহে রজ্জু সংযোজন করত নদী পার হইয়া তীরস্থ বৃক্ষ মূলে অপররজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করেন সেই যোজিত রজ্জ্বাকর্ষণে বহু সৈন্য ও সেনাপতি মেং লরেন্স প্রভৃতি সাহেবেরা পরপারে উত্তীর্ণোত্তরে অর্ণবে দুর্গের তীরস্থান আক্রমণ ও তঞ্জোরাভিমুখে বন্দুক ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ফুদচেরি দুর্গে লেপ্টেনেন্ট ক্লাইব যত্রাপ লাহুলে সহসা প্রবেশ করিয়াছিলেন এ দুর্গেও সেইরূপ প্রথমে প্রবেশ

করিলে পশ্চাৎ লরেন্স সেনাপতি গমন পূর্ব্বক উভয়ে দেবী
কোটার দুর্গ হস্তগত করিলেন, শেষ সন্ধিতে তদ্দেশাধিকারী
রাজা দুর্গ ও বার্ষিক ৯০০০ প্যাগোডা অর্থাৎ (৩৭৫০০ মুদ্রার)
উপযুক্তাধিকার দিবেন, এবং ইংরাজেরা যে শাহজীর জন্য
যুদ্ধ করিলেন তঞ্জোর প্রতাপ সিংহ তাঁহাকে পোষণার্থে বার্ষি
ক ৪০০০ টাকা দিবেন এই স্থির হইল। —— ইং ১৭৫২
শালে মেং ক্লাইব ত্রিচিনাপল্লী এবং দুর্গাধিকারী হইলেন।
পরে আর্কট বন্দরের চন্দা সাহেব তঞ্জাউরের সৈন্যাধ্যক্ষের
হস্তে আত্ম সমর্পণ করাতে তিনি বিশ্বাসঘাতিতা ব্যবহারে চন্দা
কে নষ্ট করিলেন ফ্রেঞ্চেরাও ইংরাজ সমীপে যুদ্ধবন্দিত্ব স্বী
কার করিল। ইং ১৭৫৪ শাল ২৬ ডিসেম্বরে ফ্রেন্সীয় সেনাপতি
মেং গডহিউ সাহেব ফুলচেরিতে ইংলণ্ডীয়দিগের সহ সন্ধি নির্ব্ব
ন্ধ করিলেন, এই সন্ধিতে মহম্মদ আলী কর্ণাট রাজ্যের নবাবী
পদে নিযুক্ত রহিলেন। তৎকালে ইংলণ্ড হইতে জাহাজাধ্যক্ষ
মেং বটসন ভারতবর্ষে ফ্রেন্সীয়দের সহ যুদ্ধার্থে আসিলেন। বা
ঙ্গালা বেহার উড়িসার নবাব সেরাজদ্দৌলা, তজ্জ্যেষ্ঠ পিতৃ
ব্যের বিধবা স্ত্রী অথচ আলীবর্দ্দির কন্যার বধা সর্ব্বস্ব হরণ করি
লেন। ঐ বিধবার খাজাঞ্চী কৃষ্ণদাস ঢাকার কারাগার হইতে
পলায়ন পূর্ব্বক কলিকাতার ইংরাজদিগের আশ্রয় লইয়াছে,
ইহা শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে প্রজ্বলিতাঙ্গ হইয়া কোম্পানিকে ধ্বংস
করণেরই মনস্থে ইং ১৭৫৬ শালে ১৮ জুনে কলিকাতার চতু
র্দ্দিগাক্রমণ করিলেন। গবর্ণর মেং ড্রেক ও কাপ্তান গ্রাণ্ট ও
অন্যান্য ইংরাজেরা ব্যস্তত্রস্ত হইয়া সমস্ত সামর্থ্য কার্য্যোপেক্ষা
পুরুষের বিবাদ চিন্তে পরেতঃ অতি প্রত্যূষে কুঠি ত্যাগ করি-
লেন অবশিষ্ট ইংরাজেরা মেং হালয়েল সাহেবের প্রতি সর্ব্বা
ধ্যক্ষতা ভারার্পণ পূর্ব্বক অরিপক্ষনিবারণের বহু চেষ্টা করিলেন
কিন্তু তৎকালে আত্মপক্ষ রক্ষার নিমিত্তে উপযুক্ত কাল পরি
ত্যাগ করণজন্যকেইহ সন্নিবিষ্টমনা না হইয়া আরও বিপদি

নিতান্ত সময়ে অধৈর্য্য প্রযুক্ত অকৃষ্ট কর্ম্ম। মেং হালওএলের যেমত অখণ্ড দুঃখোপস্থিত হইল তাহা লিখিতে অতি নির্দ্দয়েরও ক্লেশ জন্মে। কলিকাতা দিনদ্বয় বেষ্টনকালে মেং হালবেল সমাগমাধিগম্যত্বরূপে দুর্গস্থ প্রাচীর প্রকোষ্ঠে কষ্টসৃষ্ট্যা বারম্বার আত্ম পরাজিতত্ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক পত্র ফেলিয়া দিলেন এবং কতইবা মিনতি স্তুতি ও সকরুণ বাক্যোক্তি করণানন্তর অন্তর্বেদনাভিভূত হওন বিবরণ মুক্তকণ্ঠে শঙ্ক কণ্ঠোষ্ঠ হইয়া প্রকাশ করিলেন কিন্তু তত্তাবদ্বাণী কাকাকু কর্ণ কন্দরে স্থানার্পণ হইল না বরঞ্চ ক্রমশঃ শত্রু সমাগমন পুরঃসর দুর্গাক্রমণ দ্বারা তাবদ্ধস্তগত করিল। মেং হালবেলও শোক সাগরাবর্তনোর্ম্মি প্রবাহে পতিতহইব নিদানে অখিল শূন্যাবশেষ সন্দর্শনে অতি দীন মলিন বেশে আর্দ্রাকাশ বজ্জলজ নয়নে দণ্ডায়মান ছিলেন তৎকালে কালস্বরূপ কঠোর দুর্জ্জেয় যবনেরা তাঁহাকে ধৃত করত করপুট বদ্ধ পূর্ব্বক নবাব সমীপে উপস্থিত করিল, তখন সেই সেতকান্তি সাহেবের বাষ্পাসার বর্ষিত বিধূনন কলেবর নিরীক্ষণ পুরঃসর তদঙ্গের প্রভা স্থানেং শ্বেত কৃষ্ণ পীতবর্ণ বহিঃ কাশিত দৃষ্টে অতি নির্দ্দয় নবাবেরও নিদ্দুঃখ হইল এমত নহে বিশেষতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বদ্ধ হস্ত মুক্ত করিতে অনুজ্ঞা দিয়া বীরত্ব ধর্ম্মক্রমে ও অনীচ মনস্ক জন্য উক্ত করিলেন যে এ সাহেবের মস্তকের একটা কেশও কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না কিন্তু তদ্রাত্রে দুর্গস্থ নবাবী প্রহরীগণ ১৪৬ জন বন্দী ইংরাজকে ব্লাকহোল অর্থাৎ এক ক্ষুদ্রান্ধকূপে আবদ্ধ রাখিল তাহারা সকলেই যুদ্ধ পরিশ্রমে ক্ষুৎ পিপাসাভিভূত প্রযুক্ত হত জ্ঞান হইল, দ্বার বদ্ধ করণ মাত্রেই কএক ব্যক্তি একেবারে ইহ জীবনে মুক্ত প্রাপ্ত হইলেন, অবশিষ্ট জনগণ মহাসঙ্কটে আটক হইয়া শবোপর্য্যারোহণ পূর্ব্বক পরস্পর প্রবহনশীল প্রশ্বাসের প্রত্যাশায় ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত গবাক্ষদ্বার সন্নিধিতে গমন জন্য সেই অন্ধ

কূপা ভ্যন্তরে অচৈতন্য হইয়া কৃতান্তের ভবনে প্রয়াণ করিলেন, কেহবা অনুগ্রহ যাচঞা পূর্ব্বক প্রহরী সমীপে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কেহবা জল২ শব্দে জ্বলিতাঙ্গ ও অন্তর্দাহ দহে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কেহবা প্রহরীগণ সন্নিধি পুনঃ২ মুক্তি প্রার্থনা করিতে২ দেহান্তর প্রাপ্তি পুরঃসর সর্ব্ব দুঃখ প্রমোচন করিল, কিন্তু এই বিপন্ন বার্ত্তা প্রদানার্থে অর্থ দান করত কোন প্রহরীকে নবাবের নিকটে প্রেরণ করিলে ইয়ৎকষ্ট কদাচ হইত না, ফলতঃ আসন্ন বিপদ কালে অতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিও মলিনতা প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে বুদ্ধ্যাদির নিতান্তই অভাব হয়। এই রূপে অবিচ্ছিন্ন দুঃখে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া তৎপরদিবসে প্রাতে ত্রয়োবিংশতি জন মাত্র অন্ধকূপ হইতে বহির্গত হইল। এই বিপদ প্রতীকারার্থে লিপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ক্লাইব বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়া ১৭৫৭ শাল ২ জানুয়ারিতে কলিকাতায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ করাতে যবন বিপক্ষেরা দুর্গ ত্যাগ পূর্ব্বক পলাইল শেষে ২৩ জুন পলাশীতে মহাসংগ্রাম হইল তাহাতেই ইংলণ্ডীয়েরা জয় প্রাপ্ত হইলেন ২৫ জুন রণজিষ্ণু ক্লাইব সসৈন্যে মুরসিদাবাদে গিয়া মীর জাফরকে নবাবী পদাভিষিক্ত করিলেন এবং তিনি ১৪ সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় আসিলেন। ক্লাইব ক্রমাগত তিন বর্ষ গুরুতর পরিশ্রম পূর্ব্বক শারীরিক অপটু হইয়া ই° ১৭৬০ শালের ফিব্রুয়ারিতে মে° ফোর্ড সহ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তিনি কলিকাতার গবর্ণরী উপেক্ষা পুরঃসর তৎপদ গ্রহণার্থে মান্দ্রাজ হইতে বেনশিটার্ট সাহেবকে আহ্বান করেন। তাঁহার বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎকালের জন্য মে° হালওএল বঙ্গীয় শাসন কর্ত্তা হইলেন মে° বেনশিটার্টের রাজ্য সময়ে ২ জুলাই রাত্রিতে মীরণ আপন পট মণ্ডপে সেরাজউদ্দৌলাকে বধরূপ অত্যুৎকট পাপে বিদ্যুৎপাতে মরিলেন তৎপিতা মীরজাফরের সেনাগণ পূর্ব্ব বেতনার্থে রাজভবনাবরোধ ও বিসম্বাদে উদ্যত হইল। তখন নবাবের জামাতা মীর কাসিম

তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। মীর জাফর অযোগ্য পারিষদের বশীভূত ও ইংরাজ বিপক্ষ হেতুক গবর্ণর বেন্সীটার্ট বল পূর্ব্বক কাসিমকে ৪ মার্চ্চে নবাবী পদ দিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানিকে বর্দ্ধমান ও কলিকাতার কৌন্সেলের মেম্বরদিগকে ২০ লক্ষ টাকা দিলেন, সেই মুদ্রা তাঁহারা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইলেন। পাটনাতে ভ্রমণকারী সম্রাট শাহ আলম মেজর কার্ণাকের বাক্যে কাসিমালীকে বঙ্গ বেহার উড়িস্যার নবাবী পদ এবং নসীরুলমুলক ইমতিয়াজদ্দৌলা নবাব আলী শাহ মীর মহম্মদ কাসমালীখাঁ বাহাদুর নসরৎজঙ্গ এই খেতাব দিলেন তিনি বাদশাহকে বার্ষিকরাজস্ব ২৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হই লেন। কাসিমালির ঝর্ন্নিন বা গ্রেগরি খাঁ আরমাণি সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন তিনিও অধ্যবসায় সহকারে স্বীয় স্বামিকে ইংরাজ দি গের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। সৈন্য শিক্ষা বিষয়ে সকলেই তাঁহার ভূয়িষ্ঠ প্রশংসা করিতেন। কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দ্বারা বাণিজ্য বিষয়ে মাসুলের জন্য বিবাদে ইংরাজ সহ কাসিমালীর প্রীতি ভঙ্গ হইল। ভারত বর্ষে যে সকল পণ্য দ্রব্য এক দেশ হইতে দেশান্তরে নীত হইত তাহার শুল্ক নিরূপিত ছিল এই অনভ্যতা প্রথা ইংরাজেরাও ১৮৩৫ শালের পূর্ব্বে রহিত করেন নাই ইহাতে বাণিজ্যে বহু ব্যাঘাত হইল। কলিকাতার কৌন্সেলী সাহেবেরা পুনর্ব্বার মীর জাফরকে নবাবী পদ দিলেন, তিনি ইংরাজদিগকে যুদ্ধব্যয়ার্থে ৩০ লক্ষ টাকা ও রাজ্য রক্ষার্থে মেদনীপুর, বর্দ্ধমান, চট্টোগ্রা মের রাজস্ব সৈন্যের বেতন স্বরূপে দিবেন ই° ১৭৬৩ শাল ১১ জুলাই এইরূপ সন্ধি করিলেন ২৪ জুলাই ইংরাজেরা মুরশিদা বাদ অধিকার ও ২ আগস্টে সুতির নিকটে ঘেরিয়াতে ৪ ... ব্যা পার্ক যেরূপ যুদ্ধ করিলেন বঙ্গদেশে তদ্রূপ সমর আর হয় নাই, পরিশেষে নবাবী সেনারা পরাস্ত হইয়া রাজমহালের সমীপস্থ

উদয়নালার দুর্গাশ্রয় করিল। এই সকল সংগ্রামকালে কাসমালী মুঙ্গেরে ছিলেন।। তিনি উদয়নালায় প্রস্থানের পূর্ব্বে দেশীয় বন্দী সম্প্রদায়ের প্রাণদণ্ড করিলেন। তাহাতে পাটনার পূর্ব্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণ ও ঢাকার নাএব শাসন কর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ তৎপুত্র কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ও অন্যান্য হিন্দু রাজবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা হত হইল। তন্মধ্যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হিন্দু প্রহরীগণকে উৎকোচ দান পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ইংরাজেরা উদয়নলের দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিগে বারি পূর্ণ সুগভীর পরিখা পরিবৃত্ত অল্প প্রাশস্ত্য অথচ সুদীর্ঘ এবং নদী গির্য্যভ্যন্তরে স্থিত সুনির্ম্মিত দুর্গম দুর্গ সম্মুখস্থ [illegible] সন্দর্শন পূর্ব্বক ভীত হইলেন এবং নদ্যভিমুখে দুইশত হস্ত পরিমিত প্রাশস্ত্য শক্ত মৃত্তিকাযুক্ত স্থান ব্যতীত অপর দিগ্‌গমনে কেহই শক্ত্য হইল না তথাপি ইংলণ্ডীয়েরা যুদ্ধ নৈপুণ্যগুণে ৫ সেপ্টেম্বরে ছলনাদ্বারা অন্যদিকে পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক দুর্গ প্রবেশ করত ঘোরতর সংগ্রাম সম্পন্ন ও শত্রু সৈন্য ছিন্নভিন্ন এবং দুর্ভেদ্য দুর্গাধিকার করিলেন, এই দুঃসংবাদ প্রাপ্তে মীর কাসিম গুপ্তরূপে পলায়ন পুরঃসর মুঙ্গেরে গিয়া বন্দী ইংরাজদিগকে লইয়া পাটনায় প্রস্থান করেন ইংরাজেরা ১ আক্টোবরে দুর্গ সহ মুঙ্গের হস্তগত করাতে কাসিমালীর অসীম ক্রোধে [illegible]দ্বারা ডাক্তর ফুলার্টন ব্যতীত [illegible] ভদ্র ইংরাজ ও ১৫০ জন গোরা হতহইল এই জুগুপ্সিত ব্যাপার সমাধান পূর্ব্বক কাসিমালী অযোধ্যার সুবেদার সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় লইলেন। ইংরাজেরা ১৭৬৩ শালে ৬ নবেম্বরে পাটনা অধিকার করিলেন। ইং ১৭৬৪ শাল এপ্রিলের প্রারম্ভে গঙ্গোত্তীর্ণ হইয়া সুজাউদ্দৌলার যোগে পদভ্রষ্ট নবাব কাসিমালী ৩ মে পাটনাক্রমণ পূর্ব্বক দুর্নিবার যুদ্ধোদ্যত হইলেন তাঁহার সেনাপতি সমরুর সমর দক্ষতায় সমস্ত বাসর ব্যাপ্ত সংগ্রামান্তে সায়াহ্নে উভয়পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইলে

ইংলণ্ডীয়েরা জয় প্রাপ্ত হন, বিপক্ষ সৈন্যচয় ক্ষত্র স্থান [illegible]
ইলে সুজাউদ্দৌলা রণ ভঙ্গ দিয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করিল। ১৪
সেপ্টেম্বর সর হেক্টর মনরো সাহেব বঙ্গভূমির প্রধান সৈন্যা
ধ্যক্ষ পদ পাইয়া বোম্বে হইতে বগসরে উপনীত হইলেন। ২৩
অক্টোবরে বেলা ৯ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রা
মের পর যবনেরা পরাস্ত ও আত্ম শিবিরে অগ্নি দিয়া প্রস্থান
করিল। অতঃপর যবনেরা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের সৌভাগ্য ও অত
ুলৈশ্বর্য্য ইংরাজ ভূপতি সমূহের প্রতি সমর্পিত হইল এবং এত
দ্দেশে শুভাগমনাবধি এতদ্রূপ ঘোরতর সাফল্য সমর তৎকাল
পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই উক্তোৎসবে অযোধ্যার নবাব উজী
রের গর্ব্ব খর্ব্ব ও ইংলণ্ডীয়দিগের পরাক্রম অদ্বিতীয় হইল, ইং
১৭৬৫ শালের জানুয়ারিতে কুষ্ঠরোগে মীর জাফরের মৃত্যু হই
লে তৎপুত্র নজীমুদ্দৌলাকে ইংরাজেরা দিল্লীর বাদশাহের আ
দেশে নবাব করিলেন ইংরাজেরা তৎসহ সন্ধিতে বাঙ্গালা বর্দ্ধ
মান, মেদিনীপুর পাইলেন ও যুদ্ধার্থে মাসিক ৫ লক্ষ টাকা
পাইবেন লবণের প্রতি আড়াই টাকা শুল্ক ব্যতীত তাবদ্বাণিজ্য
নিষ্কর হইবে এই নিয়ম হইল। ইংলণ্ডীয় মহারাজা কর্তৃক মেং
ক্লাইব লার্ড আখ্যা প্রাপ্ত ও কোম্পানি দ্বারা বঙ্গীয় শাসন ক
র্তৃত্ব পদ ভূষিত হইয়া ১৭৬৪ শাল ৪ জুনে ইংলণ্ড ত্যাগ পূর্ব্বক
১৭৬৫ শালে ১০ এপ্রেলে মান্দ্রাজে আসিয়া শুনিলেন মীর কা
সীম সহ সমরাগ্নি নির্ব্বাপণ ও শাহ আলম বশীভূত হইয়াছেন
সুতরাং যদর্থে তাহার আগমন তাহা নিষ্পত্তি অগ্রেই হইয়া
ছিল তিনি ৩ মে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া কৌন্সিলিদের সহ
৭ মে শপথ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

লার্ড ক্লাইব দেখিলেন সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অবিচার
ও ইংরাজ ভৃত্যেরা কোন উপায়ে অর্থ লইয়া শীঘ্র ইংলণ্ডে
যান। তখন দেশীয় লোকেরা ইংরাজ এই শব্দ শুনিলেই ঘৃণা
করিত, গবর্ণমেণ্টে ধর্ম্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশ ছিল না বরং

অতিশয় অর্থলোভী ছিলেন। লার্ড ক্লাইব সমুদায় বিষয়ে সুনি যুক্ত স্থাপন ও কোম্পানির আজ্ঞা পালনে চেষ্টিত হইলে সকলেই নির্বিশেষে তাঁহার শত্রু হইল, তিনি নবাব নজীবুদ্দৌলার নিত্য ব্যয়ার্থ বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা নিধার্য্য করিয়া পশ্চিম দেশে গেলেন। অযোধ্যা রাজধানী হস্তগত পূর্ব্বক চণ্ডাল গড়ের দুরাক্রমণীয় দুর্গাক্রমণ করাতে তত্রস্থ সৈন্যেরা বাধা দিল ইংরাজেরা লজ্জা পাইলে বাদশাহের সহকারী নজীফ খাঁ বুন্দেলখণ্ড হইতে সসৈন্যে আসিয়া ঐ দুর্গের সুভেদ্যস্থান দেখাইলে ইংরেজেরা তোপ দ্বারা দুর্গাধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে সুজাউদ্দৌলা গড় গোয়ালিয়ারের সমীপস্থ মলহররাও হোলকরের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সহযোগে পরাক্রমী হইয়া কোরাভিমুখে গেলে সেনাপতি ফ্লেচর ও কর্ণেল কার্ণাক সৈন্যাধ্যক্ষ ১৭৬৫ শাল ৩ মে কোরা সমীপে তৎসহ যুদ্ধ করাতে জয়ী হইলেন নবাব উজীর ভগ্নমনা হইয়া কোমলতার প্রতি নির্ভর করত ইংরাজ শিবিরে আসিলেন, লার্ড ক্লাইবও কৌন্সেলীসভার বিবেচনায় সুজাউদ্দৌলার শাসনাধীন তাবদ্দেশ তাঁহাকেই দিলেন তন্মধ্যে কোরা ও এলাহাবাদ দিল্লীশ্বরের অধীন রাখিলেন উজীর ইংরাজগণকে যুদ্ধ ব্যয়ার্থে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানাঙ্গীকার করিলেন। কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ নবাবের অধীনস্থ কাশী ও গাজীপুর ভোগ করিয়াও ইংরাজ সহ যুদ্ধে সহায়তা করাতে তৎপ্রতি উজীরের অত্যাচার না হয় এজন্য শপথ করাইলেন। শাহ আলম সহ এই নিয়ম হইল যে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার রাজস্ব বড় বিংশতি মুদ্রা ও কোরা এলাহাবাদ দেশ পাইবেন এবং মীর জাফর, মীর কাসিম নজীমুদ্দৌলার স্বীকৃত রাজস্বের বাকী ৩০ লক্ষ মুদ্রা ও বার্ষিক বৃত্তি সার্দ্ধ পঞ্চলক্ষ মুদ্রা ইংরাজাভিমতে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। সম্রাট শাহআলম আলী গৌহর শাহ হিং ১১৭৪ শালে দিল্লীশ্বর হয়েন ইং ১৭৬৫ শালে ১২ আগষ্টে ইংলণ্ডীয় কোম্পানিকে

বাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার দেওয়ানী ভার দেন, এলাহাবাদের দেওয়ানী সনন্দ লার্ড ক্লাইব গ্রহণ করেন ইহাতেই ইংরাজেরা পর ক্রমে ও নামে অত্যন্ত খ্যাত রাজ্যাধিকারী হইলেন। এই অবধি মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল স্বরূপ হইলেন (৫) লার্ড ক্লাইব ৭ সেপ্টেম্বর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া সৈন্য ব্যয় লাঘবার্থে উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি পূর্ব্বক ইং ১৭৬৭। ১৬ জ্যানুয়ারিতে কৌন্সেলী বরেলষ্ট সাহেবকে গবর্ণরী প্রদান ও কার্টিয়ার, কর্ণেল স্মিথ, সেকুস, বুয়ার সাহেবকে তৎসহকারী কৌন্সেলী নিযুক্তানন্তর ফিব্রুয়ারি মাসে জাহাজারোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন, তিনি এযাত্রায় আসিয়া ভারতবর্ষে এক প্রকার সাম্রাজ্য স্থাপন করেন গবর্ণর বরেলষ্ট, অযোধ্যার সুজা উদ্দৌলার সঙ্গে নূতন সন্ধিদ্বারা সকল সঙ্কট নিষ্পত্তি পূর্ব্বক কার্টিয়ার সাহেবকে আত্মপদে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে যান। ইং ১৭৭২ শালে ১৩ এপ্রেলে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গীয় গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক বিশৃঙ্খলতা দূর করিলেন. কিন্তু বারওএল সাহেব ব্যতীত অপর তিনজন কৌন্সেলী তাঁহার প্রতি কর্ম্মেই দোষ দিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের নূতন নিয়ম ১৭৭৪ শালে ১ আগষ্টে ভারতবর্ষে প্রচার হইলে মেং হেষ্টিংস বার্ষিক সার্দ্ধ দ্বিলক্ষ মুদ্রা বেতনে প্রথমতঃ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন এবং বোম্বে. মান্দ্রাজ. রাজধানীর শাসন বাঙ্গালার অধীন হইল।

---

(৫) ইং ১৭৬৬ শালে নজীমুদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তৎভ্রাতা সৈয়ফউদ্দৌলা বঙ্গীয় নবাব হইলেন তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি ৩২ লক্ষ টাকা নিরূপিত হইল ইং ১৭৭৭ শালে তাঁহার বসন্তরোগে প্রাণান্ত হইলে তদীয় ভ্রাতা মবারিক উদ্দৌলা নবাব হইলে কোর্ট অবডিরেক্টরেরা বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

ইং ১৭৭২ শাল ১৪ মে গবর্ণর জেনরেল কৌন্সেলের আদেশে তাবদ্ভূমির জরিপ জমাবন্দী হইলে ৫ বৎসরের নিমিত্ত ইজারা দত্ত হইল। ইং ১৭৭৭ শাল এপ্রেলে পাঁচ সনী বন্দোবস্ত শেষ হইল। ইজারদারেরা অধিক পরিমাণে ইজারা লওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেয়াইত দিলে ও ২২০০০০০ মুদ্রা বাকী পড়িল ইহাতে, কোম্পানি এক বর্ষের নিমিত্তে ইজারা দিতে কহেন সেই আজ্ঞাতে পাঁচসনী বন্দোবস্তের শেষ তিন বর্ষীয় রাজস্ব একত্র করিয়া গড়ে যাহা বর্ষে পড়িল তদনুসারে বৎসর ইজারা দেওনের নিয়ম ১৭৮১ শাল পর্য্যন্ত চলিত ছিল। ইং ১৭৮২ শালে মোকররী বন্দোবস্ত হইল। হেষ্টিংস সাহেব তৎসঙ্গকারী কৌন্সেলী বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষ বিষ দন্ত দংশনে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন পরে ১৭৭৪ শালে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন হওয়াতে তদ্বিচারকগণের পরাক্রমে অতো বিক জ্বলিত হইলেন। ইতিহাস বেত্তারা কহেন, পার্লিয়ামেণ্টের ইহা অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল, যে কোর্টের ক্ষমতার বিষয় সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাঁহারা এক দেশমধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বি দুই পরাক্রম স্থাপন করাতেই বিবাদানল প্রদীপ্ত হইল, পরিশেষে ইংলণ্ডীয় মহাসভার আদেশে ইং ১৭৮০ শালে সুপ্রিমকোর্টের জজেরা সমুদায় দেশে কর্ত্তৃত্ব নিমিত্ত যে ঔদ্ধত্য করিতেন তাহা রহিত হইল। ইং ১৭৭৫ শালের প্রারম্ভে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আসফ উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হইলেন ২১ মে তৎসহ সন্ধিতে ইংরাজেরা কাশী জিলা পাইলেন তৎকালে বারাণসীতে চৈৎ সিংহ রাজা ছিলেন *। গোহদের রানা (রাজা) ইং ১৭৭৯ শাল নবেম্বরে মেং হেষ্টিংস ভারতবর্ষীয় গবর্ণরকে লিখেন, যে পরস্পর

---

* ইংরাজেরা ১৭৫৮ শালে ফ্রান্সীয়েদের অধিকার চন্দননগর ধারণ করেন।

মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রব বারণ করিব, ইতিমধ্যে মালয়দেশে প্রবল মহারাষ্ট্রীয়েরা আক্রমণ করাতে কাপ্তান পপহাম সাহেব ঐ শত্রুদিগে দূরীকরণ পূর্ব্বক সিন্ধুনদী পার হইয়া ২১ আপ্রিলে লাহার গড় হস্তগত করিলেন। পরে অতি প্রখ্যাত গড় গোয়ালিয়ার স্বায়ত্ত করিতে আত্ম পরাক্রম ও রণে নৈপুণ্য প্রকাশার্থে সতত চেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তিনক্রোশ আয়ত ও মহা পার্ব্বতোপরি গ্রথিত, সুদুর্গম দুর্গ স্বায়ত্ত করা দুশ্চেষ্ট বোধ হইতে লাগিল এবং হিন্দুস্থানীয় ভূপবর্গও নিত্যজ্ঞান করিতেন, এস্থল কেহই হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেক না, তৎকালে জেনেরল কুট, হেষ্টিংস সমীপে লিখিলেন যে দুর্ভেদ্য দুর্গাক্রমণে প্রবর্ত্ত পপহাম্ অত্যল্প সৈন্য সাহিত্যে তৎস্থানে গমন করাই উন্মত্ত কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয় এবং আক্রমোদ্যোগের কোন সুপন্থাও সন্দর্শন হয় না, তথাপি তিনি অতুল্য সাহসে সহসা সমরোৎসাহী হইয়া ঐ দুর্গের পঞ্চ ক্রোশান্তে রাইপুরে শিবির স্থাপন করিলেন, উক্ত কেল্লা গোহদের রাণার অধিকার ছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা হরণ পুরঃসর তথায় সহস্র লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধানুরাগী পপহাম পুনঃ২ চর পাঠাইয়া দুর্গ প্রবেশনীয় একস্থান পাইলেন, তাহার নীচস্থ প্রাচীর একাদশ হস্তোচ্চ, তদুপরি গিরি ষষ্টি হস্ত বিস্তৃত, তদূর্দ্ধে দ্বিতীয় এক প্রাচীর আছে, ইহা শুনিয়া ১৭৭৯ সাল ৩ আগষ্টে অতি প্রত্যুষে আক্রামকেরা ঐ পার্ব্বতোপান্ত পঁহুছিয়া গোপনে নিশ্রেণি স্থাপন পূর্ব্বক একেবারে অসীম সাহসে নির্ভর করত দুর্গস্থ দেওয়ালের উপরে উঠিল, ইত্যবলোকনে তত্রস্থ সৈন্যেরা বহুক্ষণ রণসাধন করত পরাস্ত হইয়া ভীতি চিত্তে অন্য দ্বারোদ্ঘাটন পুরঃসর পলায়ন করিল, এবং পপহাম সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুর্গাধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দেশত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধিয়ার সমীপে এই বিপদ্বার্ত্তা শুনাইল

১৭৮০ অব্দি ৪ বর্ষ পর্যন্ত মহীশূরের হয়দর আলী সহ নানা স্থানে ইংরাজদের কঠিন যুদ্ধ হয়। ১৭৮২ সালে ডিসেম্বরে চিতোর দুর্গে হয়দরের লোকান্তর হইলেও তৎপুত্র টিপু সুলতান ঐ যুদ্ধ বারণ করেন নাই। লার্ড হেষ্টিংস ১৭৮৫ সাল ৮ ফিব্রুয়ারি কর্ম্মত্যাগ করেন। তৎপদে প্রধান কৌন্সেলী মেকফর্সন নিযুক্ত হইলেন। ইং ১৭৮৬ সাল সেপ্টেম্বরে গবর্ণর জেনরল লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন, তিনি ৭ বর্ষ নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করেন এবং টিপুর গর্ব্ব খর্ব্ব ও রাজ্যের অনেকাংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া সন্ধি করিলেন। অযোধ্যার নবাব উজীর স্থানে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা গ্রহণাঙ্গীকার করত তাঁহার সম্পত্তি ও দেশ রক্ষার ভার লইলেন। ১৭৯৩ সালে বঙ্গ, বেহার প্রত্যেক জেলার ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রাজ্য শাসনার্থ বিবিধ আইন প্রচার ও বিচারালয়ের পাঁচ সোপান করিলেন * তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত দেশীয় লোকেরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২৮ আক্টোবরে সরজান সোর (লার্ড টেনমৌথ) গবর্ণর জেনরলের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ১৭৯৫ সালে মোরশিদাবাদের নবাব মবারিক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নাজীর উলমুলক পিতৃপদ প্রাপ্ত হন লার্ড টেনমৌথ নির্বিরোধে পাঁচ বর্ষ যাবৎ ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইংরাজী ১৭৯৮ সাল ১৮ মে লার্ড মরিংটন মারকুয়িস আব্ ওয়েলেসলি কলিকাতা আসিয়া ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিবা মাত্রেই উত্তর সীমায় সিন্ধিয়া ও দক্ষিণে টিপু সুলতান দুর্ণশক্র হইয়া বিবিধ বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিল লার্ড বাহা

* ১ মনসেফ, সদর আমীন। ২ রেজিষ্টর ৩ জেলাজজ ৪ প্রবিন্স্যল কোর্ট। ৫ আপীলের শেষ স্থান সদর দেওয়ানী আদালত। উৎকোচ গ্রহণে লোভ না করেন এজন্য সিবিলদিগের বেতন বাদ্ধ করিলেন।

হুর মান্দ্রাজে গিয়া এক দল সৈন্য ১৭৯৯ সাল ২৭ মার্চে মহীশূরে পাঠান, তাহারা ত্বরায় প্রয়াণ পূর্ব্বক টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন ৪ মে আক্রমণ করিল এই যুদ্ধে টিপু হত ও হয়দর বংশের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। উক্ত রূপ দুঃসাহসিক সময় বৃত্তান্ত শুনিয়া কোর্ট আব ডিরেক্‌টরেরা লার্ড ওয়েলেস্‌লিকে বার্ষিক ৫০ সহস্র মুদ্রার আজীব প্রদান করিলেন, তিনি ১৮০০ সালে এদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ সিবিল সরবেন্টদিগের শিক্ষার্থে কলিকাতায় ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপন করেন, তিনি ইংরাজী ১৮০৩ সালে সিন্ধিয়া ও হোলকরের সহ যুদ্ধ করাতে ঐ উভয় পরাক্রান্ত সামন্ত পরাজিত ও খর্ব্বীকৃত এবং তাহাঁদের রাজ্যের অনেকাংশ ইংরাজ সাম্রাজ্যে যোজিত হইল ও ১১ সেতম্বরে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথমাধিকার করিলেন, দিল্লীশ্বর ইংরাজাশ্রয়ে সম্রাটের পদে পুনঃ স্থাপিত হইলেন, তাহাঁর কোন প্রভু শক্তি রহিল না, কেবল বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। তৎকালে নাগপুরের রাজার সহ বিবাদ হওয়াতে লার্ড ওয়েলেস্‌লি অচিরাৎ উড়িস্যায় সৈন্য পাঠাইয়া ১৮ সেপ্‌টেম্বর জগন্নাথের মন্দিরাধিকার করিলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধ ভঙ্গ দিল। সমুদয় উড়িস্যা দেশ ৪৮ বর্ষ পরে বঙ্গ রাজ্য ভুক্ত হইল। ডিরেক্‌টরেরা তাহাঁর এতদ্রূপ যুদ্ধানুরাগে বিরক্ত হইয়া শান্তি স্থাপন ও ব্যয় লাঘবার্থে লার্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে তৎপদে মনোনীত করিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় ১৮০৫ সাল ৩০ জুলাই কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশীয় পরাক্রান্ত রাজাদিগের সহ সন্ধি করিতে পশ্চিমে গাজীপুরে গিয়াই ৫ আকটোবরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ডিরেক্‌টরেরা তৎ পুত্রকে চতুর্লক্ষ মুদ্রা উপহার দিলেন। ঐ সালে রাজসভার প্রধান সভাপতি সর জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজমন্ত্রিরা কহিলেন এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। পরিশেষে লার্ড মিণ্টকে এ পদে নিযুক্ত

[illegible] বিবাদের শেষ হইল । পর লর্ড বার্লোর রাজত্ব মধ্যে
এই ধার্য্য হইল যে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্র যাত্রিদের নিকট
টেক্কাদায় ও মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব করিলেন, ইহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি
হইল । লার্ড মিণ্টো ১৮০৭ সাল ৩১ জুলাই কলিকাতায় আসিয়া
১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, তিনি পক্ষোত্তরার
(স্থানান্তরী কৃত দ্রব্যের) মাসুল বিষয়ে এক নুতন ও কঠিন
রীতি করাতে বাণিজ্যে ব্যাঘাত ও প্রজাগণের অপকার হইল ।
১৮১৩ সালে ৪ আকটোবর লার্ড মিণ্টো লার্ড ময়রার হস্তে রাজ্য
ভার দিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন । ঐ ময়রা সাহেবের নাম মার
কুয়িস্ আব হেষ্টিংস হইল । কোচবেহারের হরেন্দ্রনারায়ণ
ভূপ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহ বন্ধুতাভাবে ছিলেন কিন্তু তৎপি
তার সহ সন্ধিতে নিযুক্ত কমিস্যনরের প্রতি অত্যাচার করাতে
ইং ১৮১৪ সালে তাঁহার পৈতৃক মন্ত্রী নাজীর দেও স্বকার্য্যে পুনঃ
নিযুক্ত ও বলরামপুরের রাজস্ব প্রতিবর্ষে ৯৯৬৫০ টাকা দিবেন
স্বীকার করাতে পুনঃ সন্ধি হইল । ইংরাজী ১৮১৫ সালে লার্ড
হেষ্টিংসের আজ্ঞানুসারে সেনাপতি আকটরলোনি সাহেব নে
পালীয়দের সহ রণজয়ী হইলে তদ্দেশীয় রাজা স্বরাজ্য আধি
কাংশ দিয়া সন্ধি করিলেন । সিকিম প্রদেশীয় স্বাধীন রাজার
সহিত ইংরাজেরা ১৮১৭ সালে ঐক্য হওয়াতে নেপালীয়েরা
তত্রাক্রমণে নিরস্ত হয় । লার্ড বাহাদুর ভারতবর্ষের মধ্য ভা
গস্থ পিণ্ডারী নামে অশ্বারূঢ় দস্যুগণের ও পেশোয়া এবং নাগ
পুরে মহারাষ্ট্রীয়দের সম্পূর্ণরূপে শাসন ও কাহারং সিংহা
সনচ্যুত ও তাহাদের পরাক্রম একেবারে লুপ্তকরাতে ইংরাজে
রা ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন । মার্কুইস হেষ্টিংস হিন্দুকালে
জ ও অন্যান্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন । তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি
নৈপুণ্য ও উদারস্বভাবে সকলেই উপকৃত হইয়াছিলেন । তিনি
সর্ব্বকাল গুরুতর পরিশ্রম পূর্ব্বক কোম্পানির রাজ্য ও রাজ
স্বের উন্নতী বৃদ্ধি ও ঋণশোধ করিয়া ১৮২৩ সালের প্রথমে ভার

ভবর্ষ ত্যাগ করিলেন। ১ আগস্ট পর্য্যন্ত প্রধান সভাপতি জান আদম বড় সাহেবের কর্ম্ম চালাইয়া ছাপাখানার শক্তির সীমা নির্ধারণ করাতে তাহাঁর রাজত্বে নিন্দা হয়। ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহর্ষ্টকে ভারত রাজ্য শাসনার্থে পাঠাইলেন, তিনি আগস্ট মাসে কলিকাতায় আসিয়াই ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, পরিশেষে বিপক্ষেরা পরাস্ত হইয়া ১৮২৬ সালের প্রথমে সন্ধি করিল, তাহাতে ইংরাজেরা মণিপুর, আসাম, আরাকান মার্ত্তাবান প্রদেশ পাইলেন ও ব্রহ্ম নৃপতি যুদ্ধ ব্যয়ার্থে কোটি মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন। তৎকালে ভরতপুরের রাজা দুর্জ্জন শাল সহ বাদানুবাদে সর চার্লস্ মেটকাফ তাহাঁকে দণ্ড প্রবোধ দিলেন কিন্তু শেষ নিষ্ফল হইল, অনন্তর [illegible] লার্ড কম্বর্‌মিয়র ঐ স্থানাধিকার করিলেন দুর্জ্জন শাল ধৃত হইয়া প্রেসিডেন্সির দুর্গে প্রেরিত হন। উক্ত দুই যুদ্ধে ত্রয়োদশ কোটি মুদ্রা ঋণ হইল। লার্ড বাহাদুর ১৮২৭ সালে দিল্লীতে গিয়া তিমুর বংশের অধীনতা ত্যাগ করিলেন ইহাও এক প্রকার (মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা) দেওয়া হইল। লার্ড আমহর্ষ্ট উলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলির হস্তে রাজত্ব অর্পণ করিয়া ১৮২৮ সালের মার্চ্চে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনরলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ৪ জুলাই কলিকাতায় পঁহুছিলেন, তিনি কোর্ট আব্ ডিরেক্টর সমীপে পণানুসারে রাজ্যের ব্যয় লাঘব করাতে অনেকেই তাঁহার অখ্যাতি করিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া ঋণশোধ ও ব্যয় লাঘবের সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইলেন। ইংরাজী ১৮২৯ সালে ৪ ডিসেম্বর লার্ড বেণ্টিঙ্ক সতীগমন বোধ বিষয়ক ব্যবস্থা প্রচার করাতে তদবধি সহমরণ রহিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮০১ সালে কর্ণাট জয়ের পর সন্ধিপত্রে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করেন "হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না" কিন্তু এই কর্ম্মে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইল। যখন [illegible]

কে .কতকগুলীন প্রধান হিন্দুরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবত্ত হন, তৎকালের সাম্প্রদায়িক হেতুবাদ শ্রবণে রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষীয় অভিপ্রায়ের সহিত মেং বেণ্টিঙ্ক স্বীয় বাক্যে পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক সতীকুলের হৃদয়ে বেদবিহিত সাধু চরিত্র সহমরণ নিবারণ রূপ বাণ বজ্রাঘাত করিলে ধর্ম্ম সভাস্থেরা রাজার বিরুদ্ধাচার জ্ঞানে ও তদুদ্ধাক কঠোর কুঠার প্রহারে তাপিত হইয়া প্রথমতঃ এতদ্দেশস্থ অষ্টশত হিন্দুরা সতীপক্ষে সহমরণ গরীয়সী যুক্তি পূর্ব্বক বেণ্টিঙ্কের নিকট আবেদন করিলেন, তিনি বিলাত আপীল করিতে অনুজ্ঞা দেন, ঐ ব্যবহার স্থাপনার্থে ইংরাজী ১৮৩১ সাল ১৮ জানুআরি উকীল এফ বেথি সাহেব ইংলণ্ডে গমন করেন, কিন্তু রাজমন্ত্রিরা রোধপক্ষেই স্থির করিলেন। লার্ড বেণ্টিঙ্ক বিবিধ কার্য্যে এতদ্দেশীয় দিগের বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি করিলেন ও রাজকৃত নিয়মে এতদ্দেশজাত ইংরাজ যবন, হিন্দু, বিদ্বদ্বৃন্দ মুন্সেফী, সদর আমীনী, প্রধান সদরআমীনী, ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটী ও কালেকটরী পদ পাইলেন। কেবেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর নিষ্কর ভূমির উপরে কর স্থাপনের আইন করিলেন। ইংরাজী ১৮০৬ সাল ১৮ নবেম্বরে শাহ আলম বাদশাহের মৃত্যু হইলে তৎসুত সানি আকবর দিল্লীশ্বর হন এবং ১৮৩৫ সালে মুদ্রা হইতে শাহ আলমের নামের পরিবর্ত্তে চতুর্থ উলিয়ম নির্দ্দেশ হইল। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনন্দের বিংশতি বর্ষাতীত হওয়াতে পুনঃ সনন্দ হইল, তাহাতে কোম্পানিকে একেবারে বাণিজ্য ত্যাগ ও কারখানা বিক্রয় ও কেবল ভারতবর্ষীয় রাজত্ব করিতে হইল। ১৮৩৪ সালের আগষ্টে লার্ড বেণ্টিঙ্ক কোর্ট আব্ ডিরেক্টর সমীপে এস্তফা পাঠান। ১৮৩৫ সাল মার্চ মাসে লার্ড বাহাদুরের উত্তম বর্ণনীয় রাজত্বের শেষ হইল তিনি ৭ বর্ষ ভারত রাজ্য শাসন করিয়া সেমাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, তদপর লার্ড আকলাণ্ডের আগমন কাল পর্যন্ত পুনরায় সর চার্লস

মেটকাফ প্রতিনিধিরূপে গবর্ণর জেনরলী পদপাইয়া ভারত ভূমি সংবাদ পত্র ও ছাপার যন্ত্রালয় মুক্তকরণার্থে উৎসুক হই য়া ইংলণ্ডের ছাপাখানার ন্যায় স্বাধীন করিলেন।

ইতি সারাবল্যাং দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

ইংরাজী ১৮৩৬ সাল ৫ মার্চ্চ লার্ড উলিয়ম অকলেণ্ড সা হেব গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় শুভাগমন করিলেন। ১৮৩৭ সাল জুলাই মাসে অযোধ্যার রাজা নাছীর উদ্দীনের লোকা ন্তর হওয়াতে রাজ সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে মহাগোল হইল. ত ত্রস্থ রেসিডেণ্ট সাহেব সাদতালার তৃতীয় পুত্র নাছীর উদ্দৌ লাকে মুছলমানের ব্যবস্থাক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণয় পূর্ব্বক সিংহাসনাভিষিক্ত করাইলেন। মৃত বাদশাহ একবার স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার দুই পুত্র আছে তৎপরে অসম্মত হন, সেই মূলাবলম্বনপুরঃসর বাদশাহ বেগম এক জনাকে (নাছীরুদ্দী নের পুত্র) প্রচার করাইয়া এক প্রস্তুত সৈন্যসহ নগরে প্রবেশপূ র্ব্বক অভিনব রাজাও রেসিডেণ্টকে কারাবদ্ধ করিয়া ঐ কল্পিত পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। লার্ড অকলাণ্ড এক দল ইউ রোপীয় সৈন্য অযোধ্যায় পাঠাইলেন, তাহারা রাজধানী আক্র মণ পূর্ব্বক ৩০। ৪০ জনকে হতাহত করিল, রাণী পরাভব মানি য়া অগত্যা ছলোত্তরাধিকারী সহ ইংরাজাধীনে বাস করিলেন। তখন নাছীর উদ্দৌলা স্বীয় পদে স্থির হইলেন। মৃত বাদশা হের অগ্রজ ভ্রাতুষ্পুত্র আকবর উদ্দৌলা ঐ সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী হ ইয়া মন্দলোকের মন্ত্রণায় ডিরেকটর সমীপে আবেদন করাতে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইল। এই ঘটনার কিয়ৎ কালাত্তে ইং রাজ স্থাপিত সেতারার রাজা স্বকীয় উপকারকদিগের সহ বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় দিগের দেশ পুনঃ প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রধান হইবার মানসে গোয়াস্থিত পোর্তুগীস এবং নাগপুরের পদচ্যুত রাজা আপা সাহেবের সহ সন্ধি ও মন্ত্রণা ক রিয়া কোম্পানির সৈন্যদিগকে প্রলোভ দ্বারা স্বীয় দলভুক্ত ক

রিতে বাঞ্ছা করিলেন । বোম্বের গবর্ণমেন্ট সেতারাধিপের কাপ
ট্যানুসন্ধান পাইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত ছিলেন, এ
মত সময়ে ১৮৩৯ সালে সর জেমস কার্ণাক বোম্বের গবর্ণরী
পদাভিষিক্ত হইয়া আগমনানন্তর স্বয়ং সেতারা রাজধানী যাইয়া
১৮১৯ সালের সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে পরস্পর ঐক্য থাকন
ইত্যাদি কার্য্য করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন । সেতারার
রাজা তাহা কর্ণকুহরে স্থান দিলেন না, তাঁহার এমত করণের
মূলকারণ এই ছিল যে তিনি হতমান্য হইয়া ব্রিটিস রাজ্যে বাস
করিতে আজ্ঞপ্ত হইয়াছিলেন, অবশেষে মেং কার্ণাক ঐ নির্ব্বোধ
অথচ অবাধ্য রাজাকে পদচ্যুত করিয়া তদ্ভ্রাতাকে সিংহাসনে
বসাইলেন । অতঃপর আফগান স্থান জয়ের বিষয় কথিতব্য
হইল । এ রাজ্যকে হিন্দুস্থানের সিংহদ্বার স্বরূপ কহা যায়,
যেহেতুক তাহা সুরক্ষিত হইলে কোন ভিন্ন দেশীয় শত্রুরা প্রবি
ষ্ট হইতে পারে না, ইহার প্রধান নগর চারি কাবল, কান্দা
হার, গিজনি, পেশোয়ার । ইংরাজী ১৮০৯ সালে আফগান
দিপতি শাহ শুজা উল্‌মূকের অমাত্য মহাম্মদ শাহ তাঁহাকে
দূরীকৃত করত রাজ্যপ্রাপ্ত হন । ইতিপূর্ব্বে সুজা আপনভ্রাতা মহা
ম্মদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করত তাহার চক্ষুরুৎপাটন করেন
নাই, এইক্ষণে তিনি বরকজাই জাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ফতেশাহার
অনুকূলতাতে ঐ সিংহাসন পাইয়া শেষে তাহাঁকেই হত্যাক
রেন, এই বিশ্বাসঘাতকতায় ফতেশার ভ্রাতাগণ অস্ত্রধারণ
পূর্ব্বক মহাম্মদকে পারসিক সম্মুখবর্ত্তি হিরাটে তাড়াইলেন,
কিয়ৎকালগতে তথায় তাহাঁর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র
কামরাণকে অবশিষ্ট রাজ্যার্পণ করিলেন । দোস্ত মহম্মদ সর্ব্বা
পেক্ষা পরাক্রমশালীত্ব প্রযুক্ত ১৮২৬ সালে কাবলাধিপতি
হন, তাহাঁর অন্য ভ্রাতারা কান্দাহারের ও রাজারণজিৎসিংহ
পেশোয়ারের ঈশ্বর হইলেন । এই ঘোরতর বিপদ সময়ে
শাহসুজা ক্যাপ্টেন বৈগুণ্য হেতুক পঞ্জাব নৃপতি রণজিতের

সাহায্য প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়া সপরিবারে লুধিয়ানায় বটিস। শ্রয়ে থাকেন। তৎকালে রুসিয়ার মেং এনবত্র কাউন্ট সিমনক, স্বজাতীয় স্বাভাবিক ছল প্রকাশের সুসময় বিবেচনা করিয়া পারসিয়ান শাহাদিগকে আফগান স্থান পুরাতন অধিকার বলিয়া স্বত্ববান্ হইতে উৎসাহ দিল এবং তাহাদের এক প্রস্তুত সৈন্য হিরাটাক্রমণ করিল কিন্তু ঐ স্থান কামরানের দ্বারা অতি দৃঢ়রূপে রক্ষিত হইয়াছিল এবং তৎসাহায্যার্থে মেং পটিঞ্জর প্রেরিত হন, তাহাঁর বুদ্ধি কৌশলে হিরাটের সৈন্য দ্বারা পারসিয়া বিপক্ষেরা তাড়িত হইল। যখন ইংরাজেরা রুসিয়ান্ দিগকে এমত কার্য্যানুষ্ঠানের কারণ জিজ্ঞাসিলেন ত খন তাহারা সমগ্রেই অস্বীকৃত হইল। ১৮৩৬ সালে শীকেরা দ্বি তীয় বার কাবোলাক্রমণোদ্যম করিলে আমীর দোস্ত ত্রস্ত হই য়া পার্সিয়া ও রুসিয়া দরবারে সাহায্য প্রার্থনায় পত্র লিখি লেন ও মে মাসে বৃটিস গবর্ণমেন্টকেও সংবাদ দিলেন, লার্ড বাহাদুর ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে কাপ্তান আলেকজাণ্ডর বরন্সকে দৌত্যকর্ম্মে তথায় পাঠান যখন পারসীয়া সেনা ও রু সিয়ার দূত কাবুলে উপনীত ও দোস্ত মহাম্মদ পেশোর পুনঃ প্রাপ্ত্যর্থে প্রধান অভিলাষী হইলেন ও তাহার রাজ্যের সাহা য্যার্থে রুসিয়ার দূতও প্রতিজ্ঞা করিলেন তখন লার্ড অকল্যাণ্ড লিখিলেন ব্রিটিস প্রজারা কোন মতেই তাহাঁরদিগের সহায়তা করিতে পারেন না। অতএব রুসিয়ার সহায়তাই সুন্দর মতে প্র কাশ পাইল। দোস্তমহাম্মদ কৌশল ক্রমে পারসীয়া সেনা গণের হিন্দুস্থানাক্রমণের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎ প্রতিরোধার্থ পূর্ব্ব সন্ধির লিখনানুসারে যুদ্ধ ব্যয় বলিয়া মেং বরেন্স স্থানে ৩ লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলে সাহেব তাহা দিতে অপারগ হইয়া ১৮৩৮ সাল ২৮ এপ্রিলে কাবুল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং রুসিয়া ও পারসীয়ার যুক্ত শক্তি ও পরাক্রমে ভারতবর্ষের

ভবিষ্যদাশঙ্কার বিষয়ও বিচিত্ররূপে গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন এবং মেকনাটন সাহেবও তদ্রূপ লিখিলেন। ঐ রুসিয়ানেরা খলতা দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া তুরকী ও পারসিয়ানদিগকে পরাজয় করিয়া অনেক রাজ্য বৃদ্ধি করে এবং যদ্রূপ সমুদ্রীয় জন্তু পালিপস আত্মপদ বিস্তৃত করত স্বস্থানে বসিয়া আহারাহরণের চেষ্টা করে ও যেমত ব্যাঘ্র আপন ভক্ষ্যজন্তু ধৃত করণার্থে লুক্কায়িত হয় তদ্রূপ রুসিয়ানেরা অন্য দেশ স্বায়ত্ত জন্য সর্ব্বদা কল কৌশল নির্দ্দিষ্ট করত সুশাহঙ্কারে মত্ত ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে সতত রত থাকে এবং মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আফগান স্থানে তাহাদের কুব্যাচরণ বিলক্ষণ অবগত হওয়া গিয়াছে। সেং বরেন্স জুলাই মাসে লার্ড অকল্যাণ্ড সহ সিমলা পর্ব্বতে সাক্ষাৎ করিয়া কাবুলাধিকারের মন্ত্রণা দেন ও মেকনাটনের পরিপোষকতায় সাহা শুজার সাহায্যার্থে গবর্নর সাহেব যুদ্ধে অনুমতি দিলেন পরে ১৮৩৯ শাল মে মাসে ২৯ সহস্র সৈন্য সেনানীগণ কান্দাহারের প্রান্তরে উপনীত হইলে আত্মশঙ্কা বশতঃ কান্দাহারাধ্যক্ষ সপরিবারে গিরিস্কন্ধদুর্গে লুক্কায়িত হন, সুতরাং ব্রিটিসেরা বিনা যুদ্ধে নগরাধিকার করিলেন, অনন্তর সর জান কেনি ২১ জুলাই গজনিতে উপস্থিত হন তত্রস্থ দুর্গ দৃঢ়তর প্রাচীরদ্বারা সুরক্ষিত ও পর্ব্বত বেষ্টিত থাকা বিধায়ে বোম্বের ইঞ্জিনিয়ার কাপ্টান পীট শুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক ২৩ জুলাই প্রভাতে বারুদের দ্বারা নগরের সিংহদ্বার ভঙ্গ করিয়া দেন, গন্তব্য পথ প্রাপ্তে সাহসিক শূরগণ শস্ত্রপাণি হইয়া দুর্গে প্রবেশ করত ছেদ ভেদ দ্বারা যবন গণের গলদ্রক্ত ধারায় দুর্গ তৃপ্ত করিলেন, মীর আফজল রণে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন এই প্রকারে ইংরাজেরা গিজনি জয়ী হইয়া এক সপ্তাহ পরে অবাধিতরূপে ৭ আগষ্ট কাবোলে প্রবেশ করিলে আমীর দোস্ত মহাম্মদ সভয়ে দেশত্যাগী হইলেন। ব্রিটিসেরা কাবল জয়ী হইয়া শাশুজাকে

সিংহাসনে বসাইলেন। তাহাতে অন্যোন্য সকলেই তাহাঁকে অমঙ্গল সূচক জ্ঞানে মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তিনি বণ্থ জাতি দিগের ন্যায় যোদ্ধৃকৌলীন্য পদ স্থাপনার্থে আজ্ঞা করিলেন ইহাতেই সিন্ধুতীরস্থ অনেকানেক সেনাপতিরা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। দোস্ত মহাম্মদ তুরকী স্থানে বেনিয়নের আশ্রয় গ্রহণ করাতে কুন্দুনের অধীন ৬ হাজার উজবেগেরা তৎসঙ্গ মিলিয়া কাবোলাক্রমণোদ্যত হইল, তচ্ছ্রবণে কর্ণেল ডেনাই ঐ বেনিয়নের গুহাতে গিয়া ১৮৪০ সাল ১৭ সেপ্তম্বরে ৪শতপদাতিক ও ৩শত তুরঙ্গমারোহী সৈন্যসহ অতিবেগে আক্রমণ করাতে শত্রুরা অনেকে হতাহত হইয়া পলাইল। বলখের পূর্ব্বভাগে কুন্দুনের ওয়ালী ও দোস্তমহম্মদ সহ পরস্পর যে মেল ছিল, উক্ত যুদ্ধ ঘটনাতেই তাহা নষ্ট হইল। পরিশেষে দোস্ত মহম্মদ নিরুপায়ে ৩ নবেম্বরে মেটন্যাটন সমীপে আত্ম সমর্পণ করিলেন। তিনি ১২ নবেম্বরে সপরিবারে তাহাকে ভারতবর্ষীয় মসূরি স্থানে পাঠান পরে তদবস্থায় কলিকাতায় আনীত হন ১৮৪১ সালে আমীর দোস্তের বীর পুত্র আকবর মহম্মদ অতি সংগোপনে স্বদেশীয় প্রধান লোকের ও সিন্ধুর আমীর সের মহম্মদ প্রভৃতির সংযোগে ইংরাজ বধার্থ ষড়যন্ত্র করিয়া ২৩ ডিসেম্বর রেসিডেন্ট মেকনাটনকে ছলনা দ্বারা হনন করত যবনেরা তচ্ছরীর লইয়া উৎসব করিল ইতি পূর্ব্বে এ, বরেন্স ও তৎভ্রাতা ও লেপটেনণ্ট ব্রাডফুডকে অকস্মাৎ হত করে ইং ১৮৪২ সাল ৬জানুয়ারি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বাদশসহস্র সেনা ও তত্তুল্য সংখ্যক অনুচর গণকে প্রতারণা দ্বারা সংহার, শিবির দাহ, হিন্দু সেপাহী গণকে দেশান্তরে বিক্রয় ও যুবতী হরণ, বৃদ্ধাতুর স্ত্রী বালক কারারুদ্ধ ইত্যাদি ইংরাজ গণের দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তন্মধ্য হইতে ডাক্তর ব্রাইডন পলায়ন করত জলালাবাদে আসিয়া মেং শেল সাহেবকে কাবুলীয় অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। এতচ্ছ্রবণে জেনরেল

নট ক্রোধে পূর্ণ হইয়া অনির্ব্বচনীয় সাহস পূর্ব্বক দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ক্ষণকাল যুদ্ধে যবনদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করেন। ২২ জানুয়ারি আকবরখাঁ নয়সহস্র সৈন্যসাহিত্যে জলালাবাদ বেষ্টন পূর্ব্বক নানা মতে অত্যাচার করিল ও শতবার দুস্তর ভূকম্পে দুর্গ ভগ্ন এবং জেনরেল নট ও সেল কারাবদ্ধ, এপ্রিল মাসে শাহ শুজা ও গুপ্তাঘাতে হত হইল। *লার্ড অকলাণ্ডের পরিবর্ত্তে লার্ড এলেনবরা সাহেব গবর্ণর জেনরলী পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৪২ সাল ২৮ ফিব্রুয়ারি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয়াজ্ঞানুসারে ২০ আগষ্টে পোলাক সাহেব কাবল যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ৭ এপ্রেলে শেল সাহেব জলালাবাদ দুর্গ হইতে স্বপরাক্রমে বহির্গত হইয়া আখবরকে রণে পরাভূত করেন এবং ১৫ আগষ্ট জেনরেল নট বহু মনুষ্য সহ গিজনির প্রাচীর ও গেহাদি তোপে উড়াইয়া দেন। অনন্তর জেনরেল পোলাক, শেল, নট, সম্মিলিত হইয়া বিপুল সেনা সাহিত্যে কাবুলে প্রেরিত হইলে আকবর কারাবদ্ধ গণের প্রাণ নাশ করণেচ্ছা সত্বেও পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি ব্রিটিসের বধ্য হইবেন, ইত্যাশঙ্কায় বন্ধুতাভাবে বাসিনের দুর্গ হইতে বদ্ধগণকে বিদায় দেন। ইংরাজেরা ১৮৪২।৬ সেপ্টেম্বরে গিজনির দুর্গে ও ১৫ সেপ্টেম্বরে কাবুলে জয় পতাকার সহ দ্বিতীয়বার শাশুজার বংশকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। এই প্রকারে সেনাপতি জেনরেল পোলাক ও নট সাহেব প্রবল পরাক্রমে কাবল করতল ও কর্ণেল রিচমণ্ড ৯ আক্টবরে প্রধান দেবালয় ও বাজার বিপণি প্রভৃতি ধ্বংস ও ২৬ আক্টোবরে খাইবর পাশ স্বায়ত্ত ও জলালাবাদের সমূহাট্টালিকাদি চূর্ণায়মান ক

---

* লার্ড অকল্যাণ্ড ১৮৪২শাল মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডগমনার্থে যাত্রা করেন এবং আফগানীয় যুদ্ধ জয় জন্য তথায় পার্লিয়ামেণ্ট ও ডিরেক্টর কর্ত্তৃক আরল উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাতে নগর সমভূমি হইল, কিন্তু লার্ড এলেনবরা দেখিলেন ঐ রাজ্য ধনাকর করিতে অনেক ব্যয় হয় এবং মরুরাজ্যের কর্ত্তৃত্বে ও কোন ফল নাই সুতরাং সহচর গণ সহ দোস্ত মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহারা কাবোলে গিয়া সকল শূন্যাকার দেখিয়া মগ্নজলে সিক্ত হইলেন জেনরেল নট প্রভৃতি গিজনি মসীদ হইতে সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত বিখ্যাত পুরদ্বার সঙ্গে লইয়া ১৭ ডিসেম্বর ফিরোজপুর উপনীত হন লার্ড বাহাদুর তথায় আফগানীয় জয় চিহ্ন এক মহাসেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। ইং ১৮৪৭ সালে বিশ্বাসঘাতক আখবর গণ্ডামক পর্ব্বত সমীপে আত্ম অনুচর দ্বারা বিষপানে নিহত হন। ১৮৪২ সাল জুলাই পর্য্যন্ত চীনিয়দিগের সহ ইংরাজেরা গুরুতর যুদ্ধ করেন, সেপ্টেম্বরে চীনাধিপতি ইংলিস গবর্ণমেণ্টের বল দল দৃষ্টে বিকল হইয়া (২১ মিলিয়ন) দুইক্রোড় দশলক্ষ ডালর দণ্ডস্বরূপ ইংরাজদিগকে দিয়া সন্ধি করিয়াছেন, ঐ সন্ধিতে এই নিয়ম হইল যে হংকং সহর ইংরাজদের চিরাধিকার থাকিবে, ও যে সকল ব্রিটিস প্রজারা চীনীয়দের অধীনে বদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন, রাজারা নেনকিনস্থ অশ্বারূঢ় সৈন্যদল ও চীন হইতে শিবির উঠাইবেন এবং কাণ্টন, এময়, ফুচৌফুলিম্পু, সেঙ্গাই স্থানে ব্রিটিস ও ভারতবর্ষীয় সওদাগর গণ বাণিজ্য করিবে সেনাপতি পটিঞ্জর ও চীন রাজার কমিস্যনর গণ ঐক্যমতে সন্ধি পত্র লিখিয়া পাঠাইলে মন্ত্রীগণের সম্মতিক্রমে মহারাজ আ হাতে স্বাক্ষর করেন। কিছুকাল পরে যুদ্ধ জাহাজ সকল হংকং নগরে উপস্থিত হয়, এই প্রকারে চীন কাবল জয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দিগ্‌বিজয়ী হইলেন, ইং ১৮৪১ সালাবধি সিন্ধু দেশীয়েরা ইংরাজ প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করে, কিন্তু চীন কাবলীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে ব্রিটিসেরা সন্ধীচ্ছুক ছিলেন, বিপক্ষের ২৭ সহস্র সৈন্য রণাভিলাষে লার খানা ও কারপুরে সমবেত হইল, তদ্ধেতুক ১৮৪২ সাল ডিসেম্বরে কর্ণেল ওয়ালে

সেনাপতি সর চালর্স নেপিয়র ও মেজর ইষ্টোব্রি ও কর্নেল পে
টন ইহারা তিন দিক হইতে আক্রমণ পূর্ব্বক অসাহসী ভীত,
আমীর ও সরদার দিগকে পরাজয় ও উত্যক্ত করিলেন, তাহা
রা ব্রিটিস সমরাগ্রে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া পলায়ন
করিল। ইং ১৮৪৩।১৪ জানুয়ারি ক্ষীরপুরের শিবির হইতে
সসৈন্যে মেং নেপিয়র আগ্রব্যগ্র হইয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক
আমীর মীররুস্তমকে যুদ্ধে ধৃত ও অপমানকরত ত্যাগ করিলেন,
কিন্তু তাঁহার বনগমন মানস সিদ্ধ হইল না, অনন্তর সিন্ধু হয়
দরাবাদে ইংরাজেরা জল প্রবাহ বৎ প্রবিষ্ট হইলেন, ১৭ ফিব্রু
য়ারি মিয়ানি স্থানে ও ২৪ মার্চ্চ হয়দরাবাদের যুদ্ধে আমীরেরা
হীন বল হয় শেষে এপ্রেল মাসে শত্রুরা রণে হতাহত হইলে
ইংরাজেরা তত্রস্থ দুর্গাদি বিলুণ্টন পূর্ব্বক প্রায় ক্রোড় মুদ্রা
পাইলেন ও তদ্দেশ গবর্ণমেণ্টের স্থারম্ভ হইল তখন আমীরেরা
রণসজ্জা পরিহার পূর্ব্বক হেটমুণ্ডে সন্ধি করিতে পদাবনত হই
লেন। ইংরাজের নিদারুণ সেনাগণ সিন্ধু হয়দরাবাদের আমী
রদিগের স্ত্রীলোক সমূহের প্রাণতুল্য ধন মণি মুক্তা ভূষণাদি লু
ঠিয়া লইলেন, দিবাকর সহস্র করে আলো করিয়াও যাঁহাদের
মুখাকৃতি দেখিতে পান নাই, সভ্য দেশীয় লোকেরা সেই মানি
নী কামিনীদিগকে মাঠে২ ভ্রমণ করাইলেন, মেং নেপিয়ারের
অত্যাচারে সিন্ধুদেশ উচ্ছিন্ন হইল, লার্ড এলেনবরার রাজত্বে
চীন কাবল সিন্ধু হয়দরাবাদ এই তিন স্থানীয় প্রধান যুদ্ধে কত
কাঁদাকাঁদি কাটাকাটি ও কত নগর সমভূমি ও কত টাকা যুদ্ধে
অপব্যয় ও কত ফলোৎপাদক ভূমি পশুর বাসস্থান হইয়াছে
তাহার অবধি নাই। দেশত্যাগী, ভীত, পলায়িত ও অরণ্যাশ্রয়ী
এবং রণনিরস্ত ব্যক্তিগণের স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ও ধর্ম্মা
লয় নষ্ট করাতে সভ্যত্বের প্রতি অবশ্যই কলঙ্ক হইতে পারে। ইং
১৮৪৪ সাল ২৩ জুলাই সর হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেব ভারতবর্ষীয় গব
র্ণর জেনেরলী পদে প্রবৃত্ত হইয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্ব

কারী কার্যের বৈবেং ভাগ প্রার্থনাতে পার্লিয়ামেণ্টের অভিপ্রায় অথচ সদ্বিবেচনা বিধায় যে অংশ দেওয়া স্পষ্টত উচিত, তদ্বি মিত্ত লোক পূর্ণ নানা জিলা বাসিদের সভ্যতা ও নীতি শিক্ষার্থে ১৮ ডিসেম্বরে তিনসুবাতে ১০১ গ্রাম্য পাঠশালা ও ১৮৪৫ শালের আকটবরে কৃষ্ণনগর কালেজ ও চারিটা জিলা স্কুল স্থাপনা জ্ঞা দেন ডেন্মার্ক বাদশাহের ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সহ সন্ধিতে কলিকাতায় ২২ ফিব্রুয়ারি যে নিয়মে শ্রীরামপুর ও বালে শ্বরের কুঠি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হন।

পাঞ্জাব রাজ্যস্থ অবাধ্য শীকগণ শতদ্রু পারে বৃটিস রাজ্যে দৌরাত্ম্য করাতে হেনরি হার্ডিং বাহাদুর সর তামস হর্বর্ট মেডাক প্রভৃতি স্বকার্য্যের ভার দিয়া ২২ সেপ্টেম্বরে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম দেশে যাত্রা করেন, তিনি শীক দমনার্থে গিয়া ১৮ ডিসে ম্বরে মুদকী [illegible] ডিসেম্বরে ফিরোজশাহা এবং ইং ১৮৪৬ শালের ২৮ জানুয়ারিতে হেরি স্মিথ দ্বারা আলিওয়ালা ও ১০ ফিব্রুয়ারি সুবাউন স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম ও খালসা শীকসৈন্য দিগের মদ গর্ব্ব খর্ব্ব করত জয়ী হইয়া ১৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে প্রবিষ্ট হন ১৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাব মহারাজ দিলিপসিংহ ললি য়ানার শিবিরে লাড হার্ডিং সহ সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত যুদ্ধব্যাপা রে সমূহ খেদ প্রকাশ ও অধীনতা স্বীকার এবং কৃপা যাচ্ঞা করি লেন, ইহাতে পুনর্মিত্রতা নিবন্ধন হইবেক এমত ভরসা জন্মিল। ২০ তারিখে অপরাহ্নে মহারাজ দিলিপ, স্বমন্ত্রী গোলাবসিংহ সহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ২২ ফিব্রুয়ারি ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা লাহোর কেল্লার সম্মুখদ্বার ও বাদশাহী মসজিদ এবং হুজুরিবাগ অধিকার করিল, দুর্গের অবশিষ্ট ভাগে রণজিত সিংহের পরিবার সহ দিলিপ নৃপতি বাস করিতেছেন এইপ্র যুক্ত রাজগৃহ দ্বারের ভিতরে কোন সৈন্য স্থাপন হইল না, ভার তবর্ষীয় যুদ্ধ বিষয়ি ইতিহাস মধ্যে যদ্রূপ জয়ের প্রসঙ্গ কখনও দেখা যায় নাই এমত চির স্মরণীয় চতুঃ সংগ্রাম জয়লব্ধ ২৫২

কামান ১৮৪৭ সাল ৩ মার্চ্চ বুধবার ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ সম্মুখস্থ প্রান্তরে নীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত যুদ্ধে লার্ড বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে বাইকৌণ্ট উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ শাল ৯ মার্চ্চ লাহোরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়, তদ্দ্বারা পঞ্জাব রাজ্য ত্রিখণ্ড হইল। একাংশে কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে রাজা গোলাবসিংহ স্বাধীন। দ্বিতীয়, জলন্দর দোয়াব প্রভৃতি উর্ব্বরা ভূমি ইংলণ্ডী য়াধিকার ভুক্ত হইল। তৃতীয়, লাহোর রাজধানী ও দুর্গ দিলিপ ভূপাধিরই রহিল। শ্রীমতী মহারাণীর পতি সম্ভ্রান্ত প্রিবি কৌন্সেলের মেম্বর শ্রীযুত রাইট অনরবিল জেমস্ আন্দ্রু অরল অফ ডেলহৌসা বাহাদুর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সাহেবগণ দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলী ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৪৮ শাল ১২ জানুয়ারি অপরাহ্নে ৬ ঘণ্টা কালে চাঁদপাল ঘাটে পঁহুছিয়া ঐ দিনেই শপথপূর্ব্বক সুপ্রিম কৌন্সেলে উপবিষ্ট হন। পঞ্জাব রাজ্যে যে কারণে পুনঃ সংগ্রামোপস্থিত হয় তাহা লেখা যাইতেছে। মূলতানের নেজাম মূলরাজ রাজকীয় ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া জান লরেন্স সমীপে পদত্যাগের প্রস্তাব ও জায়গীর প্রার্থনা করেন, ফ্রিড্রিক করি ৬ মার্চ্চ লাহোরে পহুছিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বাক্য লাহোরীয় প্রকাশ্য দরবারে ব্যক্ত করিয়া মূলরাজ সন্নিধানে পত্র লিখিলেন, তদুত্তর প্রাপ্তে সমারোহপূর্ব্বক সর্দ্দার খানসিংহকে নিজামতী পদে নিযুক্ত করিয়া তৎ সঙ্গে মেং এণ্ডেরসন ও আগনিউ সাহেবকে মূলতানে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা ১৯০৫ সম্বৎ ৮ বৈশাখে তথায় উপস্থিত হইলে মূলরাজ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হন, সাহেবদিগের প্রার্থনানুসারে ৯ বৈশাখ প্রাতে মূলরাজ স্বয়ং আসিয়া তাঁহারদিগকে দুর্গ সমর্পণ করেন, সাহেবেরা দুর্গস্থ তোপ, বারুদ, গোলা প্রভৃতি দ্রব্য দৃষ্টি করিয়া চাবি আদি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানেং পাহারা বসাইয়া দেন, পরে গমনকালে মূলতানীয় আকালিক শীক ও রোহেলা ও পাঠান জাতীয় অবাধ্য সেনাগণ কর্ত্তৃক মেং আগনিউ

ও এণ্ডর্সন্ নিহত হন। মূলরাজ প্রাণভয়ে ও পরিবারের মায়ায় পলাইতে না পারিয়া অগত্যা ঐ দুষ্টদিগের বশীভূত হইয়া বৃটিস সৈন্যের শরণাপন্ন হইতে পারেন নাই, তিনি ঐ হত্যা ব্যাপারে গুপ্তরূপে লিপ্ত ছিলেন এমত সন্দেহে ইংরাজ সহ যুদ্ধ ঘটনা হয়। পদচ্যুত নেজাম মূলরাজের বিরুদ্ধে রাজ্যাধিপতির মহাবল পরাক্রান্ত রক্ত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাবৃত সুদীর্ঘ কলেবর পুরুষ সকল লৌহ কাষ্ঠে বিনির্ম্মিতাগ্নি অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারি পদাতিকাশ্বারোহি শত্রুদ্রোহি সিপাহি সমূহ মধ্যে এক্যৈক ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সমভিব্যাহারি ব্যানবাদ্যকারী কিবা চমৎকার, বাদোদ্যম করিতেং মূলতান সমীপে উপস্থিত হইল। পঞ্জাবে পুনর্যুদ্ধ সঞ্চারে ইং ১৮৪৮। ১১ আক্টোবরে লার্ড ডেলহৌসী বাহাদুর ভারত বর্ষীয় কৌন্সেলের প্রধান মেম্বর মেডাক সাহেবকে ডিপুটী গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম দেশে যাত্রা করিলেন। এবং ২৫ নবেম্বরে অম্বালায় পঁহুছিয়া শিবির স্থাপন করেন। বৃটিস রেসিডেণ্ট মেং করির কার্য্যদোষে ও শাসনের দৌর্ব্বল্যে সমগ্র পঞ্জাবীয় প্রজা ও ভূম্যধিকারিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সরদারেরা যেং মনোদুঃখে অনুধারণ করিল তদ্বিষয়ে সংক্ষেপোক্তি এই যে " গবর্ণমেণ্ট শীক সৈন্যদিগের দৌরাত্ম্য নিমিত্ত মহারাজ দিলিপ সিংহ ও তাঁহার মাতার দণ্ড, লেইয়া মহারাজ সিংহের ও মূলরাজের বিপক্ষে যুদ্ধোপস্থিত করিয়া ছিলেন। কাপ্তান এবাট, প্রধান সেনাপতি ছত্রসিংহের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করাতে হাজারা প্রদেশে গোলযোগ হয়, রাজ্য মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন নাই। মেজর এডওয়ার্ড শীক বিরুদ্ধে যুদ্ধকরিতে সিন্ধু নদী পারাবার বাসি লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেন, ও ফতেখাঁ তেওয়ানাকে কুমন্ত্রণা দিয়া কহেন তুমি চাপিওয়ালা রাম সিংহকে আবদ্ধ ও বামুপ্রদেশীয় সৈন দিগের আফিসরগণকে নষ্ট কর ইত্যাদি কারণে শীকেরা যুদ্ধ

শ্রাকতাগণ বা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে তদ্দেশ হইতে দূরী করণীয় [illegible] সাকল্যার্থে দলেং বিভক্ত হইয়া সেরসিংহ সহ সম্মিলিত হইল, সেরসিংহ সহ মূলরাজের মনোভঙ্গ করণার্থে এডওয়ার্ড সাহেব কৌশলক্রমে দেওয়ানকে পত্র লিখেন। তাহার কিয়দ্দিবস পরে সেরসিংহ মুলতান ত্যাগ করেন, ইহাতে অনেকেই জ্ঞান করিলেন যে লিপি দ্বারা পরস্পর আত্মীয়তা উচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় নহে, যেহেতুক ২২ সেপ্টেম্বরে সের সিংহ আপন পিতা ছত্র সিংহের ও অন্যান্য সরদারের মন্ত্রণায় মুলতান দুর্গ মধ্যে মুলরাজকে দুর্গ কুঁজিকা ও পাঞ্জাবের দেওয়ানী ভারার্পণ সংবাদের অঙ্গীভূত উৎসব তোপধ্বনি করেন, এতদ্দ্বারা বোধ হয় শীকদের প্রগাঢ় চতুরতা ও ষড়যন্ত্র নিতান্তই অপ্রকাশিত ছিল। মহারাজ দিলিপ সিংহকে হরণার্থ সের সিংহের ভ্রাতা আতর ও গোলাব সিংহ লাহোরে আসাতে ব্রিটিস সৈন্যেরা নৃপতিকে কারাগ্রস্ত করে। ৬ নবেম্বর অবধি মুলতানে ও লাহোরে কি অন্যান্য স্থানে শীক ও ব্রিটিসেরা অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া বহুশত ব্যক্তি হতাহত ও ৭ নবেম্বরের ঘোর সমরে ইংরাজেরা জয়যুক্ত হন, ঐ দিনে মুলতানের প্রান্তরে ২০ ফিট পরিসর তত্তুল্য গভীর নালার পরপারে সেনাপতি হুইস, ও এডওয়ার্ড ও কোর্টল্যাণ্ডের শিবিরাক্রমণ পূর্ব্বক শত্রুরা তুমুল যুদ্ধ করে ও সূর্য্যকুণ্ডের সান্নিধ্য এডবার্ডের ও মহারাণীর ও অন্যান্য সৈন্যগণ অনবরত গোলাক্ষেপে প্রায় ৮ শত বিপক্ষকে হতাহত করে শেষ ফওজ খাঁর সৈন্যেরা অস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, শত্রুরা শিবির ও ৩ টা তোপ ত্যাগ পূর্ব্বক পলাইল। ব্রিটিস পক্ষে ৬৬ জন হত ও অনেকে আহত হয়, এযুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় সেনাপতি হরিসিংহের অশ্ব গুলি দ্বারা আহত ও পতিত হইবায় তিনি স্বশরীরের গুরুতায় পলায়নাশক্ত হওত তোপবাহি শকটের নীচে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত হন, পরে ইউরোপীয় সৈন্যেরা গুলিদ্বারা [illegible] করত গাড়ির নিম্ন হইতে আনিয়া তলবার দ্বারা গুরুতর

[illegible] ও অলঙ্কার হরণ করিয়া লয় পরে ঐ দিন ৫ ঘণ্টা কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। হরি সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রকাশ করেন যে আগ্নু ও এণ্ডর্সনের মরণোত্তর সাত মাস [illegible] মূলরাজ সমীপে কারাবাসির ন্যায় আবদ্ধ ছিলেন, এবং খান সিংহ ও এক গোরা সৈন্য তদবধি [illegible] আছে। পাঞ্জাব যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ১৮১১ তোপ চালক সৈন্য ও ৯৩০৬ ভূমি খনক সুরঙ্গাকারক ইত্যাদি ২৪৬৬৫ পদাতিক সমুদায়ে ৩৫৮৮২ ব্যক্তি ছিল। রামনগরীয়যুদ্ধ।২১নবেম্বরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড গফ সসৈন্যে আলিপুরের শিবিরে আসিয়া রাত্রি ৩ ঘণ্টা কালে রামনগরে বিপক্ষাভিমুখে জেনরেল কিউরটন ও ক্যাম্পবেলকে পাঠান ঐ কালে বিপক্ষেরা চন্দ্রভাগা নদীর পরপারে ২৮ তোপ স্থাপন পূর্ব্বক গোলাক্ষেপ করিতে লাগিল, ব্রিটিশ অশ্বারোহি সৈন্যেরা নদীর বামভাগে বিপক্ষের প্রতি ধাবমান হইলে শত্রুরা চুনাব নদীর খাল পারে আসিয়া অপর্য্যাপ্ত গুলিক্ষেপ করাতে বহুতর ব্রিটিস সৈন্য সেনানী ক্ষত, বিক্ষত নিহত ও হস্ত পদাদি ভঙ্গে পাতিত হইল। এতদ্যুদ্ধে জেনরেল কিউরটন, কর্ণেল হ্যাবলক ও ৪৩ সংখ্যক পদাতিক দলের এনসাইন হার্ডিঞ্জ ও কাপ্তান ফিটস জিরেল্ড ও ১৪ সংখ্যক দলের [illegible] ও সারজণ্ট হত ও কর্ণেল আলেকজাণ্ডর প্রভৃতি ১৭ জন সেনাপতি আহত ১৬৪ জন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুল সৈন্য ও ১০৩ ঘোটক হতাহত ও ১২ জন সেনা ধৃত হইয়াছে। প[illegible] প্রান্তে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ ছিল শেষে সেরসিংহ তোপ দ্বারা জয়ধ্বনি করিলেন। সুলতান মহম্মদকে পেশোয়ারের আধিপত্য দেওয়াতে তিনি কোহাটের দুর্গ হইতে মেং লরেন্স ও বিবি লরেন্স মেং কোউই, ডাক্তর তামসনকে চতুর সিংহের হস্তে সমর্পণ করেন।২।৩ সেপ্টেম্বরে সেরসিংহ সহ অজিরাবাদের [illegible] নগরীয় যুদ্ধে মেং থ্যাকওএল সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন। [illegible] ৪০ তোপ ও ৩০ সহস্র সৈন্য লইয়া জিলম নদীর [illegible] তীরে

দুরাক্রম্য স্থানাশ্রয় করিয়া একাংশ সেনা নিবিড় বনমধ্যে অপ
রাংশ নদীপারে স্থাপন করিলেন, ১৮ ডিসেম্বরে প্রধান সৈন্যা
ধ্যক্ষ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া দক্ষিণ তীরে [illegible] স্থানে শিবি
র স্থাপন করেন। ২৭ ডিসেম্বরে মুলতানের যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে
[illegible] সৈন্য, [illegible] আফিসর ও লেপ. প্লেফেয়ার নিহত হন। ৩ ডি
সেম্বরে বিপক্ষেরা পরাস্ত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করে, ঐদিন রাত্রি
২ প্রহর কালে বারুদ গৃহে তোপাগ্নি পতনে সহস্র বজ্রাঘাত সমষ্টী
কৃত এক শব্দের ন্যায় প্রখর নিস্বানে গৃহ ভগ্ন হইয়া অনলরাশি
প্রজ্বলিত হেতুক বোধ হইল যে সমগ্র মুলতান ভিত্তিমূলে সহ
ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অন্যূন এক ক্রোশ পর্য্যন্ত আকাশ মণ্ডল কৃষ্ণ
মেঘের ন্যায় ধূমাচ্ছন্ন হইল, [illegible] জদ উড়িয়া গেল, তৎ
কালে মুলরাজের [illegible] পরিবার ও প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রার শস্য
ভস্মীভূত হইল, তদ্দৃষ্টে তাবল্লোকের হৃৎকম্প হয় কিন্তু মুলরাজ
এই মহান্ বিপদে দৃক্‌পাৎ না করিয়া তৎ সমকালে পুনি দুর্গ
হইতে ব্রিটিস সৈন্য প্রতি গোলা বর্ষণে বিশ্রাম করেন নাই,
তিনি নগরের দিল্লী নামক দ্বার খুলিয়া স্বয়ং সেনাপতি হইয়া
এডওয়ার্ড সাহেব প্রতি প্রবলবেগে আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোরতর
যুদ্ধ করেন, সৌভাগ্যক্রমে হেনরি লারেন্স প্রভৃতি প্রধান২ বীর
গণ স্থিরভাবে বিক্রম প্রকাশ ও বহু সৈন্য বিনাশ করাতে মুল
রাজ ভগ্নোদ্যম হইয়া পুনর্নগরে প্রবিষ্ট হন। ইং ১৮৪৯ শাল
২ জ্যানুয়ারিতে মহারাণীর ৩২।৪৯।৭২ সংখ্যক পদাতিকেরা যুদ্ধ
করিতে২ মূলতানে প্রবিষ্ট হইয়া বেলা তিন ঘণ্টা কালে অস্ত্র ও
সন্ধানের দ্বারা নগরাধিকার করেন। উক্ত বাসরীয় রণে লেপ,
গ্যার ফোর্ড প্রভৃতি ৭ জন সেনাপতি ও ৬০ সৈন্য হতাহত হয়, বি
পক্ষ পক্ষে শ্যাম সিংহ প্রভৃতি কএক জন সরদার পঞ্চত্ব পায়
[illegible] হয়। মুলতান মধ্যে ২৫ হস্তী, বহুতর অশ্ব ১৯ তোপ
ও বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কার ও শস্যাদি পাওয়া যায়, মেজর হুইলর
[illegible] নিযুক্ত হইয়া ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আত্ম

প্রাপ্ত করেন। মূলতানীয় দৃঢ় দুর্গ ভঙ্গোদ্যোগে ২২ জ্যা প্রভাতে ব্রিটিস সৈন্যেরা উপস্থিত হইলে যুবরাজ দিবা ঘন্টা সময়ে অবশিষ্ট সৈন্যাদির সঙ্গে কেল্লা ত্যাগ ও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক জেনরল হুইসের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন, তিনি শোকাপমানে, দৈন্যতে ম্লানমুখ হইয়া পাণ্ডু পীতাম্বর পরিধান পুরঃসর অশ্বারোহণে ব্রিটিস শিবিরে গত হন। দুর্গ মধ্যে নগদ ও বস্তুতে প্রায় তিন কোটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মহাবীর সের সিংহ সহ জিলম নদী তীরে ১৩ জ্যানুয়ারিতে তৃতীয়বার যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রায় ৯০০ গোরা ও সার্দ্ধ সহস্রাধিক এতদ্দেশীয় সৈন্য নষ্ট ও সেপট, পেনিকুইক, কিউরটন প্রভৃতি ৫৪ জন সেনাপতি নিহতাহত ১৪ টা তোপ বিপক্ষ কর্তৃক হৃত হইয়াছে। কয়েক দিনের পর শীকেরা শিবির ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে, ব্রিটিসেরা রণজয়ী হন। ফিব্রুয়ারি মাসে চিলিনাওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে সের সিংহ পরাস্ত হয়া সরদার ও সৈন্যগণ সহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার ও অস্ত্রাদি সমর্পণ করেন, ভারতবর্ষে এতদ্রূপ ভীষণ সংগ্রাম আর কখন হয় নাই। দেওয়ান মূলরাজ মৃত এগুর্সন ও আগ্নু সাহেবকে হত্যা করণার্থে সহকারী ও কুমন্ত্রণা দায়ক ছিলেন ও হত্যাকারিকে পুরস্কার দেন এজন্য ২২ জুনে তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়, পরে তৎপরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয় এবং সের সিংহ ও ছত্র সিংহ প্রভৃতও ঐমত বদ্ধ হইয়া ১৮৫০ শাল ২৫ মার্চ্চে এলাহাবাদ দুর্গে প্রেরিত হন। কোহাট পর্ব্বতস্থ আফ্রিদি লোকেরা ইংরাজদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে ৬ হাজার টাকা দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ স্বজাতীয়ের আয়ুর্ধ্বংস হইয়া লাহোর রাজ্য ও কোহিনুরের সহ রত্ন নিচয় গৃহীত হইল। ১৮৫১ শাল ২৫ জ্যানুয়ারি আবদ্ধ শীকগণের মধ্যে সের সিংহ আতর সিংহ মথুসিংহ ফোর্ট উলিয়ম দুর্গে আনীত হন। ফোর্ট উলিয়ম দুর্গ হইতে

[illegible] এ রাজার মৃত্যু হওয়াতে ঐ প্রদেশ ও সিন্ধির রাজ্যে ব্রি[illegible] গবর্ণমেণ্টের অধিকার [illegible] হইয়াছে।

[illegible] দ্বিতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

অথ জ্যোতিষ বৃত্তান্ত।

কদম্ব কুসুমাকার পৃথিবী নিশ্চল, হংপরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিলে মধ্য রেখার ২৩॥ অংশ দক্ষিণ ২৩॥ অংশ উত্তর এই ৪৭ অংশের ঊর্দ্ধে রাশি বা নক্ষত্র চক্র প্রবহ বায়ু দ্বারা পশ্চিমাভিমুখে ঘোরে ঐ স্থলকে গ্রহকক্ষা বলা যায় রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত, অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্র প্রত্যেকের কিঞ্চিদধিক ১৩॥ অংশ স্থিতি, এবং অশ্বিন্যাদি ক্রমে ২॥ নক্ষত্রে অর্থাৎ ত্রিশ অংশে এক২ রাশি হয়, পৃথ্বী হইতে নক্ষত্রগণের উচ্চতা [illegible] না। সূর্য্য এক মাস এক২ রাশিতে থাকেন। সূর্য্য যে রাশি ও নক্ষত্রে উদয় হন অস্তকালীন তাহার সপ্তম রাশি ও চতু[illegible] নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। রাহু কেতু ভিন্ন তাবৎগ্রহ পূর্ব্বাভিমুখে ঘোরে, চন্দ্র স্বশক্তিতে ৩০ দিনে শুক্র ৩৩৬ সূর্য্য ৩৬০ বুধ ২১৬ মঙ্গল ৫৪০ দিনে বৃহস্পতি ১২ বর্ষে শনি ৩০ বর্ষে ও নক্ষত্রগণ স্বস্থানে থাকিয়া ৬০ দণ্ডে একবার পৃথিবী বেষ্টন করেন। রাহু কেতু বক্র গতি ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে মেষ মীন কুম্ভ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। সূর্য্য কিরণ দ্বারা সকলেই দীপ্তি পায় এবং সূর্য্যাভিমুখে চন্দ্রমণ্ডল উজ্জ্বল হয়। সূর্য্যের অন[illegible] [illegible] শ্যামল কেশের ন্যায় প্রকাশ পায়। পৃথিবীর ছায়াতে চন্দ্র থাকিলে ও চন্দ্রচ্ছায়া দ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদিত হইলে গ্রহণ হয় কিন্তু [illegible] লেখে যে "ছায়া দ্বারা সূর্য্য গ্রহণ সম্ভব নহে," [illegible] প্রকারে ছায়া পতন হইতেই পারে না, অর্দ্ধ[illegible] [illegible] কিঞ্চিদংশ আচ্ছাদন সম্ভব, এই কা[illegible] [illegible] কহেন রাহু কেতু বক্রগতি ক্রমে চন্দ্র অথবা সূর্য্যের [illegible] হইলে তদংশাচ্ছাদনে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয় এইরূপ